Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

সহীহ দু'আ ঝাড়ফুঁক ও যিকর

আবদুল হামীদ ফাইযী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহীহ
দুআ ঝাড়ফুঁক ও যিক্‌র

সঞ্চয়নে

আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সহীহ দুআ' ঝাড়ফুঁক ও যিক্‌র

আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

বই নং-১৭

বাংলাদেশ সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০
তৃতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১৫

প্রকাশনায়:
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

ISBN : 978-984-8766-35-7

মূল্য: ৯০ (নব্বই) টাকা মাত্র

মুদ্রণ :
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলায় আরবী শব্দের উচ্চারণ পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় আরবী হরফগুলো মাখরাজসহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরবীকে বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিকৃত করা হয়েছে, যা আরবী ভাষার জন্য অতিমাত্রায় দূষণীয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ বিকৃতির কারণে অর্থগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়।

আরবী হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করার প্রচেষ্টায় নানাভাবে করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ২৮টি বর্ণমালার প্রতিবর্ণ এ পর্যন্ত কেউ-ই পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করেন নি। আলহামদুলিল্লাহ! সম্ভবত আমরাই সর্বপ্রথম ২৮টি বর্ণমালাকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম। একটু চেষ্টা ও খেয়াল করলেই স্বল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাও এ উচ্চারণ রীতিমালা আয়ত্ব করে মোটামুটি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আইন অক্ষরের পরে ইয়া সাকিন হলে সেক্ষেত্র ঈ লিখা হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে ইয়া সাকিন হলে য় ব্যবহৃত হবে। যেমন লায়স্র لَيْثْ। ওয়াও এর উচ্চারণ ব এর মতো হলে সেক্ষেত্রে উক্ত ব এর উপর বিন্দু অর্থাৎ ব় হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে হামযাহতে যের হলে সেক্ষেত্রে য়ি ব্যবহৃত হবে। আইন (ع) অক্ষরে সাকিন হলে সেক্ষেত্রে (ʻ) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (أَعْمَشْ) আ'মাশ। হামযাহ সাকিনের ক্ষেত্রে (ʼ) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (مُؤْمِن) মু'মিন। অনুরূপভাবে শেষাক্ষরে হামযাহ থাকলেও ওয়াকফের কারণে (ʼ) ব্যবহার করা হয়েছে। খাড়া যাবার বা মাদ্দে আস্লির ক্ষেত্রে (া) এর উপরে খাড়া যাবার-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

আ ই উ	أَ إِ أُ
বা বি বু	بَ بِ بُ
তা তি তু	تَ تِ تُ
স্রা স্রি স্রু	ثَ ثِ ثُ
জা জি জু	جَ جِ جُ
হা হি হু	حَ حِ حُ
খা খি খু	خَ خِ خُ
দা দি দু	دَ دِ دُ
যা যি যু	ذَ ذِ ذُ
রা রি রু	رَ رِ رُ
য্রা য্রি য্রু	زَ زِ زُ
সা সি সু	سَ سِ سُ
শা শি শু	شَ شِ شُ
স্রা স্রি স্রু	صَ صِ صُ
ʻ	عْ

দা দি দু	ضَ ضِ ضُ
তা তি তু	طَ طِ طُ
যা যি যু	ظَ ظِ ظُ
আ ই উ	عَ عِ عُ
গা গি গু	غَ غِ غُ
ফা ফি ফু	فَ فِ فُ
কা কি কু	قَ قِ قُ
কা কি কু	كَ كِ كُ
লা লি লু	لَ لِ لُ
মা মি মু	مَ مِ مُ
না নি নু	نَ نِ نُ
ওয়া ব়ি ব়ু	وَ وِ وُ
হা হি হু	هَ هِ هُ
ইয়া ই য়ু	يَ يِ يُ
ʼ	ءْ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ وَبَعْدُ:

সহীহ সুন্নাহ বা হাদীস্র দ্বারা শুদ্ধ আমাল ও ইবাদাত করতে বাংলার মুসলিম সমাজকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যেহেতু সন্দিগ্ধ দঈফ হাদীস্রকে ভিত্তি ক'রে কোন আমাল করার চেয়ে সহীহ হাদীস্রকেই ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে নিশ্চিতরূপে আমাল করাটাই উত্তম। কারণ দঈফ হাদীস্র দ্বারা আমাল 'বিদআত' বলে পরিগণিত।

বাংলা ভাষায় লিখিত অধিকাংশ দুআ' ও যিক্‌রের বই-পুস্তকগুলোতে অনেক দঈফ হাদীস্র থেকে দুআ' ও যিক্‌র সংকলিত হয়েছে। যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে -আমার জানা মতে বিশুদ্ধ হাদীস্র থেকে বিশুদ্ধ দুআ'গুলো অত্র পুস্তিকায় সংকলন করেছি। এ প্রয়াস আল-মাজমাআহর সমবায় ইসলামী দা'ওয়াত অফিসের কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্ত হলে তাঁরা বইটিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর জন্য আমি নিজের এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদানের আশা রাখি।

অর্থ-হৃদয়ঙ্গম সহ নামায, দুআ' ও যিক্‌র-আদি করাই উত্তম ও আবশ্যিক ভেবে এ পুস্তিকায় প্রত্যেক দুআ'র শেষে তার অর্থ সংযোজিত হয়েছে। আরবী জানেন না এমন বাংলা ভাষী পাঠকের জন্য দুআ'র বাংলা উচ্চারণও তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ভিন্ন কোন অন্য ভাষায় কুরআন কারীমের আয়াত লিখা ওলামা'দের ফাতওয়া মতে অবৈধ বলে কোন কুরআনী দুআ'র উচ্চারণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আশা করি আল্লাহ ও তাঁর যিক্‌র-ভক্ত মুসলিম পাঠক কোন কারী আলিমের নিকট মৌখিক মুখস্ত করে নেবেন। অথবা নিজে আরবী শিখে সৃষ্টিকর্তা সুমহান প্রভুর বাণী নিজে পড়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। কারণ ভক্তি-ভাজনের বচনামৃতে পরিতৃপ্ত না হতে পারলে ভক্তের ভক্তি অপূর্ণই থেকে যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশেষ কতকগুলো আরবী অক্ষর উচ্চারণের প্রয়াসে বিশেষ বানান প্রদত্ত হয়েছে। যেমন, ش =শ, =ص=স, ض=দ , =ط ত, =ق ক, و =অ, ওয়া, ব, ع ও ء তে জযম বুঝাতে = ' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন তাশদীদের নিচে জের ব্যবহার করা হয়েছে হরফের উপরেই, যা খেয়াল করে পড়া একান্ত জরুরী।

যাঁরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তাআলার স্মরণ চান এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্ভেজাল অনুসরণ চান তাঁরা অত্র পুস্তিকা দ্বারা প্রভূত উপকৃত হবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশুদ্ধ অনুসরণের সাথে তাঁকে সর্বদা স্মরণকারীদের দলভুক্ত করুন। আমীন!

আবদুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
৩০/১০/৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচীপত্র

ক্রম	বিষয়	দুআ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা		3
২.	যিকরের ফদীলত		11
৩.	যিক্‌রের উপকারিতা		13
৪.	যিকরের প্রকার		14
৫.	তিলাওয়াতের ফদীলত		16
৬.	দুআ'র ফদীলত		18
৭.	দুআ'র আদব		19
৮.	কখন ও কোথায় দুআ' কবুল হয়		27
৯.	দুআ' কবুল না হবার কারণ		27
১০.	দুআ' কবুল হবার কারণ		29
১১.	শুদ্ধ দুআ'		29
১২.	তাস্‌বীহ্‌ ও তাহলীল		30
১৩.	সকাল ও সন্ধ্যায় যিক্‌র	১২	34
১৪.	শয়নকালে দুআ' ও যিক্‌র	১২	39
১৫.	ঘুম না এলে	১	42
১৬.	রাত্রে ভয় পেলে	১	42
১৭.	দুঃস্বপ্ন দেখলে	১	43
১৮.	রাত্রিকালে ইবাদাতের ফদীলত	১	43
১৯.	ঘুম থেকে জাগার পর যিক্‌র	২	44
২০.	কাপড় পরার দুআ'	১	44
২১.	নতুন কাপড় পরার দুআ'	১	45
২২.	কাউকে নতুন কাপড় পরে থাকতে দেখলে	২	45
২৩.	কাপড় খোলার সময়	১	46
২৪.	প্রস্রাব পায়খানার পূর্বের দুআ'	১	46
২৫.	প্রস্রাব পায়খানার স্থান থেকে বের হয়ে	১	46
২৬.	অদূর পূর্বে ও পরে যিক্‌র	২	46
২৭.	ঘর থেকে বের হতে	২	47
২৮.	ঘরে প্রবেশ করতে		48
	সালাত		
২৯.	মাসজিদে যেতে পথে	১	49
৩০.	মাসজিদে প্রবেশ করতে	২	49

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩১.	মাসজিদ থেকে বের হতে	২	50
৩২.	আযানের সময়		50
৩৩.	নামায শুরু করার সময়	৯	52
৩৪.	কতিপয় আয়াতের জওয়াবে		57
৩৫.	রুকূ'র যিক্‌র	৬	57
৩৬.	রুকূ' থেকে উঠে	৫	59
৩৭.	সিজদাহ্‌র যিক্‌র	১২	60
৩৮.	দুই সিজদাহ্‌র মাঝে	২	63
৩৯.	তিলাওয়াতের সিজদাহ্‌য়	২	63
৪০.	তাশাহহুদ ১৮৯	১	64
৪১.	দরূদ	২	64
৪২.	দুআ'য়ে মাসূরা	১৬	65
৪৩.	ফরদ নামাযের পরে যিক্‌র	১৩	71
৪৪.	ইস্তিখারার দুআ'	১	73
৪৫.	দুআ'য়ে কুনূত	২	75
৪৬.	বিতরের নামাযে সালাম ফিরে	১	77
৪৭.	ঈদের তাকবীর	৩	77
	হাজ্জ		
৪৮.	হাজ্জের নিয়তকালে	২	78
৪৯.	উমরাহর নিয়তকালে	১	78
৫০.	তালবিয়্যাহ	৩	78
৫১.	কা'বাহ দর্শনের সময়	১	79
৫২.	তাওয়াফ কালে দুই রুক্‌নের মাঝে	১	79
৫৩.	মাকামে ইব্রাহীমে পৌঁছে	১	79
৫৪.	স্বাফা পর্বতে পৌঁছে	১	79
৫৫.	স্বাফা ও মারওয়ায় চড়ে	১	80
৫৬.	সাঈর দুআ'	১	80
৫৭.	আরাফাতের দুআ'	১	80
৫৮.	যবেহ করার সময়	২	81
	ঝাড়ফুঁক		
৫৯.	রোগী সাক্ষাৎ করতে	১	82
৬০.	রোগীকে ঝাড়তে	৩	82
৬১.	ব্যাধিগ্রস্ত লোক দেখলে	১	83
৬২.	বেদনা দূর করতে	১	83
৬৩.	জ্বর হলে	১	83
৬৪.	জ্বিন বদ্‌নজর ও যাদু ইত্যাদিত থেকে ঝাড়তে	১	84

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬৫.	বিষধর জন্তুর দংশনে ঝাড়তে	১	84
৬৬.	জ্বিন ও বদ্ নজরাদি হতে শিশুদের বাঁচাতে	১	84
৬৭.	জিন ঝাড়তে	১	84
৬৮.	জিন থেকে পানাহ চাইতে	১	84
৬৯.	শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পেতে এবং শয়তান বিতাড়ণ করতে	৪	85
৭০.	দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি চাইতে	২	86
৭১.	মৃত্যু চাইতে	১	86
৭২.	জীবন থেকে নিরাশ হলে	২	86
৭৩.	মরণাপন্নকে তালকীন	১	87
৭৪.	মৃতব্যক্তির চক্ষু বন্ধ করার সময়	১	87
৭৫.	মসীবতের সময়	১	87
৭৬.	জানাযাহর দুআ'	৪	88
৭৭.	জানাযাহয় শিশুর জন্য দুআ'	২	90
৭৮.	মৃতব্যক্তির পরিজনকে সান্ত্বনা দিতে	১	90
৭৯.	কবরে লাশ রাখার সময়	১	90
৮০.	কবর যিয়ারতের দুআ'	২	91
	বিবিধ		
৮১.	দুশ্চিন্তা দূর করার দুআ'	৩	91
৮২.	উপস্থিত বিপদ দূর করতে	৪	93
৮৩.	সংকট মুহূর্তে	১	94
৮৪.	শত্রু বা অত্যাচারী শাসকের সাক্ষাতে	৩	94
৮৫.	মনে সন্দেহ হলে	৩	95
৮৬.	গুপ্ত শির্ক হতে পানাহ চাইতে	১	95
৮৭.	অশুভ ধারণা হলে	১	95
৮৮.	ঋণমুক্ত ও ধনী হতে	৪	96
৮৯.	হতাশাজনক কিছু ঘটলে	১	97
৯০.	সন্তোষজনক কিছু ঘটলে	১	97
৯১.	অসন্তোষজনক কিছু ঘটলে	১	98
৯২.	খুশী বা আশ্চর্যজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে	২	98
৯৩.	মনোরম কিছু দেখলে	১	98
৯৪.	আগামীতে কিছু করব বললে	১	98
৯৫.	কাউকে হাসতে দেখলে	১	98
৯৬.	ঘাবড়ে গেলে বা ভয় পেলে	১	98
৯৭.	ঝড়বাতাসের সময়	২	99
৯৮.	মেঘ দেখলে	১	99
৯৯.	বৃষ্টি নামলে	১	99

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০০.	মেঘ গর্জন কালে	১	100
১০১.	বৃষ্টির পর	১	100
১০২.	অনাবৃষ্টি হলে	৪	100
১০৩.	অতিবৃষ্টি হলে	১	102
১০৪.	খাওয়ার আগে দুআ'	১	102
১০৫.	খাওয়ার পরে দুআ'	৪	102
১০৬.	অপরের নিকট পানাহার করলে তার জন্য দুআ'	২	103
১০৭.	কেউ কিছু পান করালে তার জন্য দুআ'	১	104
১০৮.	রোযা ইফতারের সময়	১	104
১০৯.	অপরের নিকট ইফতার করলে	১	105
১১০.	নতুন চাঁদ দেখলে	১	105
১১১.	নতুন ফল-ফসল দেখলে	১	105
১১২.	হাঁচির সময়	২	106
১১৩.	জুমুআহ, বিবাহবন্ধন ইত্যাদির খুতবাহ	১	106
১১৪.	বরকনের জন্য দুআ'	১	108
১১৫.	বাসরের দুআ'	১	108
১১৬.	সহবাসের পূর্বে দুআ'	১	108
১১৭.	সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে	১	109
১১৮.	ক্রোধের সময়	১	109
১১৯.	মজলিস ও জালসায় দুআ'	২	109
১২০.	কাফফারাতুল মাজলিস	১	111
১২১.	দুআ'র বদলে দুআ'	২	111
১২২.	কারো প্রশংসা করতে হলে	১	111
১২৩.	কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার জন্য দুআ'	১	111
১২৪.	কেউ অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাইলে	১	112
১২৫.	ঋণ পরিশোধ করলে	১	112
১২৬.	কেউ কোন উপকার বা সাহায্য করলে কিংবা উপহার দিলে	২	112
১২৭.	কোন পশু ক্রয় করলে	১	113
১২৮.	যানবাহন চড়লে	২	113
১২৯.	সফরে বের হবার সময়	১	113
১৩০.	সফরকারীর নিজের পরিবারের জন্য দুআ'	১	114
১৩১.	সফরকারীকে বিদায়কালে দুআ'	৩	114
১৩২.	পথ চলতে	২	115
১৩৩.	কোন গ্রাম বা শহর প্রবেশ করতে	১	115
১৩৪.	বাজার প্রবেশ করলে	১	116
১৩৫.	যানবাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে	১	116
১৩৬.	সফরকারীর ভোরের যিক্‌র	১	117

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৩৭.	সফরে কোন অচেনা স্থানে বিশ্রাম নিলে	১	117
১৩৮.	সফর থেকে ফিরে এলে	১	117
১৩৯.	জিহাদ বা হাজ্জ থেকে ফিরে এলে	২	117
১৪০.	মহানবী (ﷺ) এর নাম শুনলে	২	118
১৪১.	সালাম	১	119
১৪২.	সালামের জওয়াব	২	119
১৪৩.	অমুসলিম সালাম দিলে	১	120
১৪৪.	মোরগের ডাক শুনলে	১	120
১৪৫.	গাধার ডাক শুনলে	১	121
১৪৬.	আল্লাহ তাআলার আসমা'এ হুসনা	১০৭	121
১৪৭.	প্রার্থনামূলক কুরআনী দুআ'	২৮	127
	সুন্নাহতে প্রার্থনামূলক দুআ'		
১৪৮.	দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল চাইতে	২	130
১৪৯.	তাকওয়া, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা চাইতে	১	130
১৫০.	দ্বীন ও আনুগত্য চাইতে	২	131
১৫১.	দুর্বলতা, অলসতা, কৃপণতা ও স্থবিরতা থেকে বাঁচতে	২	131
১৫২.	গোনাহ থেকে ক্ষমা চাইতে	৪	132
১৫৩.	আল্লাহর গযব থেকে পানাহ চাইতে	১	133
১৫৪.	অঙ্গ আদির অনিষ্ট হতে পানাহ চাইতে	১	133
১৫৫.	দুর্ভাগ্য ও দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাইতে	৩	133
১৫৬.	সৎ ও সঠিক পথ চাইতে	১	134
১৫৭.	অধিক ধন ও জন চাইতে	১	135
১৫৮.	আল্লাহর সাহায্য ও দ্বীনদারী চাইতে	১	135
১৫৯.	বিভিন্ন ব্যাধি থেকে আশ্রয় চাইতে	২	136
১৬০.	দুশ্চরিত্র ও মন্দ কর্ম থেকে পানাহ চাইতে	১	137
১৬১.	সৎকর্ম ও আল্লাহপ্রেম চাইতে	১	137
১৬২.	পথভ্রষ্টতা থেকে রেহাই চাইতে	১	137
১৬৩.	দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি চাইতে	১	138
১৬৪.	আল্লাহর অনুগ্রহ ও রুযী চাইতে	৫	138
১৬৫.	দারিদ্র্য ও অভাব থেকে পানাহ চাইতে	১	140
১৬৬.	মন্দ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাইতে	২	140
১৬৭.	জ্ঞান ও ইল্‌ম চাইতে	৩	141
১৬৮.	দোযখ ও কবরের আযাব থেকে বাঁচতে	১	141
১৬৯.	অত্যাচারীর বদলা নিতে	১	142
১৭০.	বিনতি চাইতে	১	142
১৭১.	সুন্দর চরিত্র চাইতে	১	142
	সর্বমোট	৩৮৭	
	লেখকের অন্যান্য বই		143

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যিক্‌রের ফদীলত

'যিক্‌র'-এর অর্থ স্মরণ। মু'মিন সর্বদা আল্লাহর রহমত ছায়ায় প্রতিপালিত, তার জীবন আল্লাহর দয়াবারিতে সদা সিক্ত। তার জীবনের সকল কিছুই আল্লাহর দান। প্রতি পদে তাকে আল্লাহরই আনুগত্য করতে হয়। আল্লাহই তার স্রষ্টা, মালিক, বিধানকর্তা এবং একমাত্র উপাস্য। তাই তার নিকটে আল্লাহ সদা স্মরণীয়। অন্তরে, মুখে ও কর্মে তাঁর যিক্‌র করা মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ অর্থাৎ, আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ)ই সবচেয়ে বড়।' *(সূরাহ আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ)

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।' *(সূরাহ বাক্বারাহ ১৫২)*

তিনি অন্যত্র বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর।' *(সূরাহ আহযাব ৪১)*

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারিণী নারী এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন।"

(সূরাহ আহযাব ৩৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, "হে মু'মিনগণ তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(সূরাহ মুনাফিক্বূন ৯)*

তিনি আরো বলেন, "সেই সমস্ত গৃহে -- যে সমস্ত গৃহকে আল্লাহ নির্মাণ ও সম্মান করতে এবং তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সে সব লোক, যাদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায পড়া ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে।" *(সূরাহ নূর ৩৬-৩৭)*

"তুমি তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।" *(সূরাহ আ'রাফ ২০৫)*

তিনি অন্যত্র বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাক এবং আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর; যাতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমরা সফলকাম হও।" *(সূরাহ আনফাল ৪৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "অতঃপর যখন তোমরা হাজ্জ সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে।" *(সূরাহ বাকারাহ ২০০আয়াত)*

তিনি বলেন, "অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরাহ জুমুআহ ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "সে (য়ূনুস) যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান-দিবস পর্যন্ত সেথায় (মাছের পেটে) অবস্থান করত।"[১]

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর যিক্‌র করতে বসে তখন ফিরিশ্‌তামণ্ডলী তাদেরকে বেষ্টিত করেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্‌তাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।"[২]

"আল্লাহর ভ্রমণরত অতিরিক্ত ফিরিশ্‌তাদল আছেন, যাঁরা যিক্‌রের মজলিস অনুসন্ধান করে থাকেন।"[৩]

"যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না, উভয়ের উপমা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"[৪]

"আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় সব চেয়ে উচ্চ, সোনা-চাঁদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বললেন, 'নিশ্চয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিক্‌র।"[৫]

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি, যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে

---

১. সূরা স্বাফ্‌ফাত ১৪৩-১৪৪
২. মুসলিম ৪/২০৭৪
৩. বুখারী ৭/১৬৮ ও মুসলিম ৪/২০৬৯
৪. বুখারী ৭/১৬৮, মুসলিম ১/৫৩৯
৫. তিরমিযী ৫/৪৫৮, ইবনু মাজাহ ২/১২৪৫, সহীহুল জামি' ২৬২৯নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকি-- ।"[৬]

"মুফার্রিদগণ আগে বেড়ে গেছে।" সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! 'মুফার্রিদ কারা?' তিনি বললেন, "আল্লাহর অধিক অধিক যিক্‌রকারী পুরুষ ও নারী।"[৭]

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণের দরজা তো অনেক। তার সবটা পালন করতে আমি সক্ষম নই। অতএব আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকব, আর অধিক ভার দিবেন না যাতে আমি ভুলে না যাই (যেহেতু আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি)।' তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকে।"[৮]

"যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্‌র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ আসবে।"[৯]

যিক্‌রের উপকারিতা

আল্লাহর যিক্‌র ও স্মরণে শতাধিক উপকার ও লাভ রয়েছে। যেমন, যিক্‌র শয়তান দূর করে, রহমানকে সন্তুষ্ট করে, অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে ও অশান্তি অপসারণ করে, হৃদয়ে প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা আনে, দেহ-মনকে সবল করে, চিত্তকে জ্যোতির্ময় করে, মুখমণ্ডলকে দীপ্তিময় করে, রুযী আনয়ন করে, আল্লাহর ভালোবাসা দান করে, জীবনে আল্লাহর ভীতি আনে, মু'মিনকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করায়, আল্লাহর সামীপ্য প্রদান করে, মা'রিফাতের দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহর স্মরণ দান করে, অন্তর জীবিত করে, আত্মা ও অন্তরকে আহার প্রদান করে, পাপমুক্ত করে, বহু উদ্বেগ দূরীভূত করে, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নিস্তার দেয়, শান্তি ও রহমত আনে, পরচর্চা, গীবত, চুগলী, গালিমন্দ, মিথ্যা, অশ্লীলতা, বাজে ও অসার কথা থেকে দূরে রাখে, কিয়ামতে পরিতাপ থেকে নিষ্কৃত দেয়, নির্জনে ক্রন্দনের সাথে যিক্‌রকারীকে ছায়াহীন কিয়ামতে আল্লাহর আরশ তলে ছায়া দান করে, হৃদয়ের শূন্যতা ও প্রয়োজন দূর করে, মু'মিনকে সতর্ক ও সংযমী করে, বন্ধুত্ব, প্রেম, সাহায্য ও প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গতা দান করে, অত্যাধিক নেকী ও পুরস্কারের অধিকারী করে, হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে, মনের রোগ নিরাময় করে।

---

৬. বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং
৭. মুসলিম ৪/২০৬২নং
৮. তিরমিযী ৫/৪৫৮ ইবনু মাজাহ ২/১২৪৬
৯. আবূ দাউদ ৪/২৬৪, সহীহুল জামি' ৫/৩৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যিক্‌রকারীর জন্য ফিরিশ্‌তা দুআ' করেন, যিক্‌রের মজলিস ফিরিশ্‌তাবর্গের মজলিস, যিক্‌রকারীদের নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্‌তাবর্গের নিকট গর্ব করেন।

যিক্‌র শুক্‌রের মস্তক, যিক্‌র দুআ'কে কবুলের যোগ্য করে, মু'মিনকে আল্লাহর আনুগত্যে সহায়তা করে, মুশকিল আসান করে, বিপদ ও বালা দূর করে, অন্তর থেকে সৃষ্টির ভয় দূর করে, মেহনতের কাজে শক্তি প্রদান করে, যিক্‌রে আছে মিষ্ট স্বাদ, আল্লাহর প্রেম ইত্যাদি।[১০]

যিক্‌রের প্রকার

যিক্‌র দুই প্রকার ;

১। আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নামাবলী এবং মহত্তম গুণাবলীর যিক্‌র করা, এসব দ্বারা তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং আল্লাহর জন্য যা উপযুক্ত নয় তা থেকে তাঁকে পাক ও পবিত্র মনে করা।

এই যিকরও আবার দুই প্রকারের ;

ক- আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দ্বারা তাঁর প্রশংসা রচনা করা। যেমন 'সুবহানাল্লাহ', আল-হামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আল্লাহু আকবার' প্রভৃতি।

খ- আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অর্থ ও আহকাম উল্লেখ করা। যেমন বলা যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার সমস্ত শব্দ শুনেন, সকল স্পন্দন দেখেন তাঁর নিকট কোন কর্মই গুপ্ত থাকে না, বান্দার মাতা-পিতা অপেক্ষা তিনিই বান্দার উপর অধিক দয়াশীল। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান --ইত্যাদি।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সতর্কতার বিষয় এই যে, যিক্‌রকারী যেন সেই নাম ও গুণের কথাই উল্লেখ করে, যার দ্বারা আল্লাহ পাক নিজের প্রশংসা করেছেন অথবা তাঁর রসূল (ﷺ) যার দ্বারা তাঁর গুণগান করেছেন। এতে যেন কোন প্রকারের হেরফের ও দৃষ্টান্ত বা উপমা বর্ণনা না করা হয় এবং গুণের দলীলকে নিরর্থক বা আল্লাহকে ঐ গুণহীন মনে না করা হয়। যেমন ঐ সকল নাম ও সিফাতের কোন দূর-ব্যাখ্যা করাও বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে এই যিক্‌র আবার তিন প্রকারের; হাম্‌দ, সানা এবং মাজ্‌দ। সন্তোষ ও ভক্তির সাথে আল্লাহর সিফাতে-কামাল উল্লেখ করে প্রশংসা করাকে 'হাম্‌দ' বলা হয়। গুণের পর আরো গুণগানের উল্লেখ করে প্রশংসা করাকে 'স্তানা' বলা

---

১০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, আল-ওয়াবিলুস্ সায়ব, ইবনুল কায়্যিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয় এবং আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও শান-শওকত এবং মহিমা ও সার্বভৌমত্বের গুণাবলী দ্বারা প্রশংসা করাকে 'মাজ্‌দ' বলা হয়। এই তিন প্রকার প্রশংসা সূরাহ ফাতিহার প্রারম্ভে একত্রিত হয়েছে। অতএব বান্দা যখন নামাযে বলে ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ অর্থাৎ, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার প্রশংসা করল।' যখন বলে, ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ অর্থাৎ 'যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আর বান্দা যখন বলে, ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ অর্থাৎ 'বিচার দিনের অধিপতি' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।'[১১]

২। আল্লাহর আদেশ, নিষেধ এবং বিভিন্ন অনুশাসনের যিক্‌র (স্মরণ) করা। এটিও দুই রকম;

ক - আল্লাহর বিধান উল্লেখ ও জ্ঞাপন করে তাঁর স্মরণ করা। যেমন বলা যে, আল্লাহ এই করতে আদেশ করেছেন, অমুক করতে নিষেধ করেছেন, তিনি এই কাজে সন্তুষ্ট, ঐ কাজে রাগান্বিত ইত্যাদি।

খ - তাঁর বিধান ও অনুশাসন পালন করে তাঁর যিক্‌র (স্মরণ করা, যেমন, যে কাজ তিনি আদেশ করেছেন সত্বর তা পালন করে তাঁর যিক্‌র করা, যা নিষেধ করেছেন সত্বর তা বর্জন করে তাঁর স্মরণ করা। এই সকল যিক্‌র যদি যিক্‌রকারীর নিকট একত্রিত হয়, তবে তার যিক্‌র শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র।

যিক্‌রের আরো এক প্রকার যিক্‌র; আল্লাহ তাআলার দেওয়া সম্পদ, দান অনুগ্রহ, সাহায্য ইত্যাদির স্থান ও কাল প্রভৃতি উল্লেখ করে যিক্‌র (শুক্‌র) করা। এটাও এক উত্তম যিকর।

সুতরাং উক্ত পাঁচ প্রকার যিকর, যা কখনো অন্তর ও রসনা দ্বারা হয় এবং এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। আবার কখনো কেবল অন্তর দ্বারা হয়, যা দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং কখনো বা কেবল রসনা দ্বারা হয়, যা তৃতীয় পর্যায়ের। ২ নং যিক্‌র হলে অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা কার্যে পরিণত করাও যিক্‌র হয়। অতএব মু'মিনের সারা জীবন ও জীবনের প্রতি মুহূর্তটাই যিক্‌রের স্থল। যেমন রসূল (ﷺ)-এর যিক্‌রে আমরা বুঝতে পারব।

উল্লেখ্য যে, দুআ' অপেক্ষা যিক্‌র উত্তম। যেহেতু যিক্‌রে আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নাম, মহিমময় গুণ ইত্যাদির সাথে তাঁর প্রশংসা করা হয়। কিন্তু দুআ'তে বান্দা নিজের প্রয়োজন আল্লাহর নিকট জানিয়ে তার পূরণ ভিক্ষা করে

---

১১. মুসলিম ৩৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকে। যে দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। আবার যিক্‌র অপেক্ষা কুরআন তিলাওয়াত উত্তম। কিন্তু যথোপযুক্ত সময়কালে তিলাওয়াত, যিক্‌র ও দুআ' স্ব-স্ব স্থানে শ্রেষ্ঠ।[১২]

তিলাওয়াতের ফদীলত

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে এর বিনিময়ে একটি নেকী অর্জন করবে। আর একটি নেকী দশগুণ করা হবে। (অর্থাৎ, একটি অক্ষর তিলাওয়াতের প্রতিদানে ১০টি নেকীর অধিকারী হবে।) আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। (বরং এতে রয়েছে তিনটি অক্ষর।)"[১৩]

"তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ তা কিয়ামতের দিন পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী রূপে আবির্ভূত হবে।"[১৪]

"যে ব্যক্তি দশটি আয়াত পাঠ করবে, সে উদাসীনদের মধ্যে লিখিত হবে না, যে ব্যক্তি একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে অনুগতদের মধ্যে লিখিত হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজারটি আয়াত পাঠ করবে, সে (অশেষ স্রাওয়াবের) ধনপতিদের মধ্যে লিখিত হবে।"[১৫]

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"[১৬]

"মাসজিদে গিয়ে একটি আয়াত শিক্ষা করা বা মুখস্ত করা একটি বৃহদাকার উট লাভ করার চেয়েও উত্তম।"[১৭]

"যে ব্যক্তি কষ্ট করেও কুরআন শুদ্ধ করে পড়ার চেষ্টা করে, তার ডবল স্রাওয়াব।"[১৮]

"কুরআন-ওয়ালারাই আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর বিশিষ্ট বান্দা।"[১৯]

"কুরআন তিলাওয়াতকারী পরকালে সম্মানের মুকুট ও চোগা পরিধান করবে। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আয়াতের সংখ্যা পরিমাণে সে উচ্চ

---

১২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আল ওয়াবিলুস সায়ব
১৩. তিরমিযী ৫/১৭৫, সহীহুল জামি' ৫/৩৪০
১৪. মুসলিম
১৫. সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪২
১৬. বুখারী ৬/১০৮
১৭. মুসলিম
১৮. বুখারী ও মুসলিম
১৯. সহীহুল জামি' ২১৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দর্জায় উন্নীত হবে।"[২০]

"মর্যাদায় সবচেয়ে বড় সূরাহ হল, সূরাহ ফাতেহা।"[২১]

"যে গৃহে সূরাহ বাকারাহ তিলাওয়াত হয়, সে গৃহে শয়তান (জিন) প্রবেশ করে না।"[২২]

"মর্যাদায় সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত, আয়াতুল কুরসী।"[২৩]

"রাত্রে সূরাহ বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করলে, তা সব কিছু হতে যথেষ্ট হবে।"[২৪]

"সূরাহ বাকারাহ ও আলু-ইমরান উভয় সূরাই তিলাওয়াতকারীর জন্য কিয়ামতে আল্লাহর নিকট হুজ্জত করবে।"[২৫]

"সূরাহ কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে।"[২৬]

"জুমুআহর দিন সূরাহ কাহফ পাঠ করলে দুই জুমুআহর মধ্যবর্তী জীবন আলোকময় হবে।"[২৭]

"সূরাহ মুল্‌ক তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ ক'রে পাপক্ষালন করবে।"[২৮]

"চার বার সূরাহ 'কাফিরূন' পাঠ করলে এক খতমের সমান স্রাওয়াব লাভ হয়।"[২৯]

"সূরাহ 'ইখলাস্র' তিনবার পাঠ করলে এক খতমের সমান নেকী লাভ হয়।"[৩০]

"যে সূরাহ ইখলাস্র ভালোবাসে, সে আল্লাহর ভালোবাসা এবং জান্নাত লাভ করবে।"[৩১]

"উক্ত সূরাহ দশবার পাঠ করলে পাঠকারীর জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করা হবে।"[৩২]

---

২০. সহীহুল জামি', ৮০৩০, ৮০২২, ৮০২১
২১. বুখারী
২২. মুসলিম
২৩. মুসলিম
২৪. বুখারী, মুসলিম
২৫. মুসলিম
২৬. মুসলিম
২৭. সহীহুল জামি' ৬৪৭০
২৮. আবূ দাউদ, তিরমিযী
২৯. সহীহুল জামি' ৬৪৬৬
৩০. বুখারী, মুসলিম
৩১. বুখারী, মুসলিম
৩২. সহীহুল জামি' ৬৪৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে সমবেত হয় যখনই কুরআন তিলাওয়াত করে এবং আপোসে তার শিক্ষা গ্রহণ করে তখনই তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, ফিরিশ্‌তামণ্ডলী তাদেরকে বেষ্টিত করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্‌তাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।"[৩৩]

দুআ'র ফদীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ' কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (আমি তোমাদের দুআ' কবুল করব।) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দুআ' করা হতে) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরাহ গাফের/৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন তুমি বল,) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।" *(সূরাহ বাকারাহ ১৮৬)*

রসূল (ﷺ) বলেন, "দুআ'ই তো ইবাদাত।"[৩৪]

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।"[৩৫]

"যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।"[৩৬]

দুআ' অন্যান্য ইবাদাতের মত এক ইবাদাত। যা আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং গায়রুল্লাহর নিকট দুআ' ও প্রার্থনা করলে বা কিছু চাইলে অথবা গায়রুল্লাহকে ডাকলে তা অবশ্যই শির্ক হয়। তাই যাবতীয় দুআ' ও প্রার্থনা কেবল আল্লাহরই নিকট করতে হয় এবং যত কিছু চাওয়া কেবল তাঁরই নিকট চাইতে হয়। সর্বপ্রকার, সর্বভাষায় এবং একই সময় অসংখ্য ডাক কেবল তিনিই শুনতে ও বুঝতে পারেন এবং সর্বপ্রকার দান কেবল তিনিই করতে পারেন।

---

৩৩. মুসলিম
৩৪. আবূ দাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/২১১
৩৫. আবূ দাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭
৩৬. তিরমিযী ৫/৪৫৬, ইবনু মাজাহ ২/১২৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুআ'র আদব

সাধারণভাবে দুআ' করার কয়েকটি আদব ও নিয়ম রয়েছে, যা পালন করা বাঞ্ছনীয়;

১। ইখলাস বা একনিষ্ঠতা। এটি সর্বাপেক্ষা বড় আদব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক, যদিও কাফিরগণ এ অপছন্দ করে।" *(সূরাহ মু'মিন ৪০: ১৪)*

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই উপাসনা করতে-- ।" *(সূরাহ বাইয়্যিনাহ ৫ আয়াত)*

২। দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা ও দুআ' করা এবং আল্লাহ মঞ্জুর করবেন এই কথার উপর দৃঢ় প্রত্যয় রাখা। রসূল (ﷺ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে, 'হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে দয়া কর।' বরং দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। যেহেতু আল্লাহকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বাধ্য করতে পারে না।"[৩৭]

৩। আগ্রহাতিশয্যে নাছোড় বান্দা হয়ে বার-বার দুআ' করা, দুআ'র ফল লাভে শীঘ্রতা না করা এবং অন্তরকে উপস্থিত রেখে প্রার্থনা করা।

রসূল (ﷺ) বলেন, "তোমাদের কারো দুআ' কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, 'দুআ' করলাম কিন্তু কবুল হল না।"[৩৮]

"বান্দার দুআ' কবুল হয়েই থাকে, যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন টুটার জন্য দুআ' না করে এবং (দুআ'র ফল লাভে) শীঘ্রতা না করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! শীঘ্রতা কেমন?' বললেন, "এই বলা যে, 'দুআ' করলাম, আরো দুআ' করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না।' ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দুআ' করাই ত্যাগ করে বসে।"[৩৯]

"তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ' কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুআ' মঞ্জুর করেন না।"[৪০]

মোট কথা দুআ' করার সময় মনকে সজাগ রাখতে হবে, তার দুআ' কবুল হবে --এই একীন রাখতে হবে এবং কি চাইছে তাও জানতে হবে।

সুতরাং যারা অভ্যাসগতভাবে দুআ' ক'রে থাকে অথবা দুআ'য় কি চায়, তা

---

৩৭. বুখারী ১১/১৩৯, মুসলিম ৪/২০৬৩
৩৮. বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/২০৯৫
৩৯. মুসলিম ৪/২০৯৬
৪০. তিরমিযী ৫/৫১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা নিজেই না জেনে তোতার বুলি আওড়ানোর মত আরবীতে দুআ' আওড়ে থাকে, তাদের দুআ' মঞ্জুর হবে কি?

৪। সুখে-দুঃখে ও নিরাপদে-বিপদে সর্বদা প্রার্থনা করা।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, দুঃখে ও বিপদে আল্লাহ তার দুআ' কবুল করবেন, সেই ব্যক্তির উচিত, সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অধিক অধিক দুআ' করা।"[৪১]

৫। নিজের পরিবার ও সম্পদের উপর বদ্দুআ' না করা।

আনসারদের এক ব্যক্তির সেচক উট চলতে চলতে থেমে গেলে ধমক দিয়ে বলল, 'চল্, আল্লাহ তোকে অভিশাপ করুক।' তা শুনে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, "কে তার উটকে অভিশাপ দিচ্ছে?" লোকটি বলল, আমি, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "নেমে যাও ওর পিঠ থেকে, অভিশপ্ত উট নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসো না। তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর বদ্দুআ' করো না, তোমাদের সন্তানদের উপর বদ্দুআ' করো না, আর তোমাদের সম্পদের উপরও বদ্দুআ' করো না। যাতে আল্লাহর তরফ থেকে এমন মুহূর্তের সমন্বয় না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে দান চাওয়া হলে মঞ্জুর (প্রদান) করা হয়।"[৪২]

৬। কেবল আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করা।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটই চাও। যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই চাও।"[৪৩]

যেহেতু প্রার্থনা এক ইবাদাত। অন্যের কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক করা হয়।

৭। উচ্চ ও নিঃশব্দের মধ্যবর্তী চাপা স্বরে সংগোপনে প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" *(সূরাহ আ'রাফ ৫৫ আয়াত)*

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা কোন সফরে নবী (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা জোরে-শোরে তাকবীর পড়তে শুরু করল। তখন নবী (ﷺ) বললেন, "হে লোক সকল! নিজেদের উপর কৃপা কর। নিশ্চয় তোমরা কোন বধির অথবা কোন (দূরবর্তী) অনুপস্থিতকে আহ্বান করছো না। বরং তোমরা সর্বশ্রোতা নিকটবর্তীকে আহ্বান করছ। তিনি (তাঁর ইলমসহ) তোমাদের সঙ্গে আছেন।"[৪৪]

---

৪১. তিরমিযী ৫/৪৬২
৪২. মুসলিম ৪/২৩০৪
৪৩. তিরমিযী ৪/৬৬৭, মুসলিম ১/২৯৩
৪৪. বুখারী ৫/৭৫, মুসলিম ৪/২০৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮। আল্লাহর সুন্দরতম নাম এবং মহত্তম গুণাবলীর অসীলায় অথবা কোন নেক আমালের অসীলায় দুআ' করা। আর এ ছাড়া কোন সৃষ্টি (যেমন, নাবী, ওলী, আরশ, কুর্সী প্রভৃতির) অসীলা ধরে দুআ' না করা। যেমনঃ-

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।" *(সূরাহ আলে ইমরান ১৬আয়াত)*

৯। আল্লাহ তাআলার ইসমে আ'যম দিয়ে দুআ' শুরু করলে তিনি তা কবুল করেন। এই ইসমে আযম দ্বারা দুআ' করার বর্ণনা হাদীস্র শরীফে কয়েক রকম এসেছে ;

ক-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল আহাদুস্ সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম য়্যাকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।"

অর্থঃ- আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি একক, ভরসাস্থল, যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই -এই অসীলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।"[৪৫]

খ–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া আল্লাহু বিআন্নাকাল ওয়াহিদুল আহাদুস সমাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ, আন তাগ্‌ফিরা লী যুনূবী, ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, হে এক, একক, ভরসাস্থল আল্লাহ! যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ

---

৪৫. আবূ দাউদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৭, আহমাদ, হাকিম, ইবনু হিব্বান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেই, তুমি আমার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।"[৪৬]

গ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হাম্‌দ, লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল মান্নানু বাদীউস সামাওয়াতি অল আরদ, ইয়া যাল জালালি অল ইকরাম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কায়্যূম।"

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই অসীলায় যে, সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা, হে মহিমময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর।"[৪৭]

ঘ - {لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ}

অর্থঃ- তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র মহান! অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরাহ আম্বিয়া' ৮৭ আয়াত)*

১০। আল্লাহর প্রশংসা (হাম্‌দ ও স্তানা) দিয়ে অতঃপর নবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ ক'রে দুআ' শুরু করা এবং অনুরূপ শেষ করা।

রসূল (ﷺ) বলেন, "যখন তোমাদের কেউ দুআ' করবে, তখন তার উচিত আল্লাহর হাম্‌দ ও স্তানা দিয়ে শুরু করা, অতঃপর নবীর উপর দরূদ পড়া, অতঃপর ইচ্ছামত দুআ' করা।"[৪৮]

১১। কাকুতি-মিনতি, বিনয়, আশা, আগ্রহ, মুখাপেক্ষিতা ও ভীতির সাথে দুআ' করা। একান্ত 'ফকীর' হয়ে আল্লাহর দরবারে অক্ষমতা, সঙ্কীর্ণতা ও দুরবস্থার অভিযোগ করা। যেভাবে আয়্যূব নবী ব্যাধিগ্রস্ত হলে, যাকারিয়া নবী নিঃসন্তান হলে, ইউনুস নবী মাছের পেটে গেলে আল্লাহর কাছে দুআ' করেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।" *(সূরাহ আ'রাফ ২০৫)*

---

৪৬. সহীহ নাসাঈ ১২৩৪

৪৭. আবূ দাউদ ১৪৯৫, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৮, আহমাদ, হাকিম, ইবনু হিব্বান

৪৮. আবূ দাউদ ২/৭৭, তিরমিযী ৫/৫১৬, নাসাঈ ৩/৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত, আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।" *(সূরাহ আম্বিয়া ৯০ আয়াত)*

বান্দার যতই সুখ থাক, স্বাচ্ছন্দ্যের সাগরে ডুবে থাকলেও সে সর্বদা আল্লাহর রহমতের ভিখারী ও মুখাপেক্ষী। মিসকিন বান্দার যা আছে তা কাল চলে যেতে পারে। সব আছে বা সব পেয়েছি বলে দুআ' বন্ধ করা মূর্খতা। সব কিছু থাকলেও যা আছে তা যাতে চলে না যায়, তার জন্যও দুআ' করতে হবে। তাছাড়া পরজীবনের কথা তার অজানা। পরকালে সুখ পাবে কি না -সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। অতএব পরকালের সুখও তাকে চেয়ে নিতে হবে এবং সে প্রার্থনা হবে অনুনয়-বিনয় সহকারে; ঔদ্ধত্যের সাথে নয়।

১২। নিজের অপরাধ ও আল্লাহর অনুগ্রহকে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-পূর্বক দুআ' করা। এ বিষয়ে 'সাইয়েদুল ইস্তিগফার' দুআ' ইস্তিগফারের অনুচ্ছেদে আসবে।

১৩। কষ্ট-কল্পনার সাথে ছন্দ বানিয়ে দুআ' না করা। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'প্রত্যেক জুমুআহ (সপ্তাহে) লোকদেরকে মাত্র একবার ওয়া'য কর। যদি না মানো তবে দু'বার। তাও যদি না মানো তবে তিনবার। লোকেদেরকে এই কুরআনের উপর বিরক্ত করো না। আর আমি যেন তোমাকে না (দেখতে) পাই যে, কোন সম্প্রদায় তাদের নিজেদের কোন কথায় ব্যাপৃত থাকলে তুমি তাদের নিকট গিয়ে নিজের বয়ান শুরু করে দাও এবং তাদের কথা কেটে তাদেরকে বিরক্ত কর। বরং তুমি সেখানে উপস্থিত হয়ে চুপ থাক; অতঃপর তারা সাগ্রহে আদেশ করলে তুমি বয়ান কর। খেয়াল করে ছন্দযুক্ত দুআ' থেকে দূরে থাক। যেহেতু আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্বাহাবাহবর্গের নিকট উপলব্ধি করেছি যে, তাঁরা এটাই করতেন। অর্থাৎ, ছন্দ বানিয়ে দুআ' উপেক্ষা করতেন।"[৪৯]

১৪। তাওবাহ করে (অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিত্তে, পাপ বর্জন ক'রে, লজ্জিত হয়ে, পুনঃ ঐ পাপে না ফিরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রে এবং অন্যায়ভাবে কারো মাল হরফ ক'রে থাকলে তা ফেরৎ দিয়ে ও কারো প্রতি জুলুম করে থাকলে তার প্রতিশোধ দিয়ে অথবা ক্ষমা চেয়ে তারপর) দুআ' করা। যেহেতু পাপে লিপ্ত থাকলে দুআ' কবুল হয় না।

১৫। হালাল পানাহার করা এবং হালাল পরিধান করা। এ বিষয়ে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন যে আদেশ

---

৪৯. বুখারী ৭/১৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।"

(সূরাহ মু'মিনূন ২৩: ৫১)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, যার অর্থ, "হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---।" *(সূরাহ বাকারাহ ১৭২)*

অতঃপর রসূল (ﷺ) সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলোধূসরিত আলুথালু বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু'টিকে আকাশের দিকে তুলে, 'হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' বলে (দুআ' করে), কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেমন ক'রে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে?[৫০]

১৬। খুব গুরুত্বপূর্ণ দুআ' হলে ফিরিয়ে ফিরিয়ে ৩ বার ক'রে বলা। যেমন আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন কুরায়শের উপর বদ্দুআ' করেছিলেন, তখন ৩ বার ক'রে বলেছিলেন।[৫১]

১৭। দুআ'র পূর্বে অদূ করা। অবশ্য প্রত্যেক দুআ' বা যিক্‌রের জন্য অদূ বা গোসল করা জরুরী নয়। তবে সাধারণ প্রার্থনার জন্য মুস্তাহাব।[৫২]

১৮। কেবলামুখ হয়ে দুআ' করা। এ আদবটিও সকল দুআ'র ক্ষেত্রে জরুরী নয়।

১৯। মুখ বরাবর দুই হাত তুলে দুআ' করা। এ আদবটিও সেখানে ব্যবহৃত, যেখানে আল্লাহর রসূলের নির্দেশ আছে। অথবা যেখানে কোন নির্দেশ নেই সেখানে সাধারণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে এ আদবের খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু হাত তুলে দুআ'র শেষে মুখে হাত বুলানো প্রসঙ্গে কোন সহীহ হাদীস নেই। তাই মুখে হাত বুলানো বিদআত।

প্রকাশ থাকে যে, ইস্তিগফার করার সময় একটি আঙ্গুল তুলে ইশারা ক'রে এবং সকাতর প্রার্থনার সময় দুই হাত মাথা বরাবর লম্বা ক'রে তুলে দুআ' করতে হয়।[৫৩]

২০। অশ্রু বিসর্জনের সাথে দুআ' করা।[৫৪]

২১। অপরের জন্য দুআ' করলে নিজের জন্য প্রথমে দুআ' শুরু করা। যেমন নবী (ﷺ) কারোর জন্য দুআ' করলে নিজের জন্য প্রথম শুরু করতেন।[৫৫]

---

৫০. মুসলিম ৪/৭০৩
৫১. বুখারী ৪/৬৫, মুসলিম ৩/১৪১৮
৫২. বুখারী ৫/১০১, মুসলিম ৪/১৯৪৩
৫৩. আবূ দাউদ, সহীহুল জামি' ৬৬৯৪নং
৫৪. মুসলিম ১/১৯১
৫৫. তিরমিযী ৫/৪৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২২। দুআ'য় সীমালংঘন ও অতিরঞ্জন না করা। যেমন, 'হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের সম্পদ, সৌন্দর্য, হুর-গেলমান, দুধের নহর---চাই।' হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আগুন থেকে, তার শিকল ও বেড়ি থেকে, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ থেকে পানাহ চাই---' হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকে সাদা মহল চাই--।' ইত্যাদি বলে দুআ' করা বৈধ নয়। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে জাহান্নাম থেকে রেহাই পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাওয়াই যথেষ্ট। তাই তো সেই দুআ' করা উচিত, যার শব্দ কম অথচ অর্থ অনেক ব্যাপক।[৫৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

অর্থাৎ, তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। *(সূরাহ আ'রাফ ৫৫ আয়াত)*

দুআ'তে প্রায় ২০ প্রকার সীমালংঘন হতে পারেঃ

১	শির্কমূলক দুআ' করা।
২	শারীআত যা হবে বলে, তা না হতে দুআ' করা; যেমন বলা যে, আল্লাহ! তুমি কিয়ামাত কায়িম করো না, কাফিরকে আযাব দিয়ো না।'
৩	শারীআত যা হবে না বলে, তা হতে দুআ' করা; যেমন বলা যে, আল্লাহ! তুমি কাফিরকে জান্নাত দান কর, আমাকে দুনিয়ায় চিরস্থায়ী কর, আমাকে গায়েবী ইল্‌ম দাও বা আমাকে নিষ্পাপ কর' ইত্যাদি।
৪	জ্ঞান ও বিবেকে যা হওয়া সম্ভব, তা না হতে দুআ' করা।
৫	জ্ঞান ও বিবেকে যা হওয়া অসম্ভব তা হবার জন্য প্রার্থনা করা; যেমন, আল্লাহ! আমি যেন একই সময় দুই স্থানে উপস্থিত ও প্রকাশ হতে পারি' ইত্যাদি।
৬	সাধারণতঃ যা ঘটা অসম্ভব তা ঘটতে প্রার্থনা করা। যেমন, আল্লাহ! আমাকে এমন মুরগী দাও, যে সোনার ডিম পাড়ে, আমাকে যেন পানাহার করতে না হয়' ইত্যাদি।
৭	শারীআতে যা হবে না বলে শ্রুত, পুনরায় তা না হতে প্রার্থনা করা; যেমন, আল্লাহ! তুমি কাফিরদেরকে জান্নাত দিও না' ইত্যাদি।
৮	শারীআতে যা হবে বলে শ্রুত, পুনরায় তা হতে দুআ' করা।
৯	প্রার্থিত বিষয়কে আল্লাহর ইচ্ছায় লটকে দেওয়া; যেমন, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে ক্ষমা কর' ইত্যাদি।
১০	অন্যায়ভাবে কারো উপর বদ্দুআ' করা।
১১	কোন হারাম বিষয় প্রার্থনা করা; যেমন, আমি যেন ব্যভিচার করতে বা চুরি

৫৬. আবূ দাউদ ১/২৪, ২/৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

	করতে পারি বা তাতে ধরা না পড়ি।'
১২	প্রয়োজনের অধিক উচ্চঃস্বরে দুআ' করা।
১৩	অবিনীতভাবে আল্লাহর অনুগ্রহের মুক্ষাপেক্ষী না হয়ে দুআ' করা।
১৪	আল্লাহর সঠিক নাম ও গুণ ব্যতিরেকে অন্য নাম ধরে ও গুণ বর্ণনা করে প্রার্থনা।
১৫	যা বান্দার জন্য উপযুক্ত নয় তা চাওয়া; যেমন, নবী বা ফিরিশ্তা হতে চাওয়া।
১৬	অপ্রয়োজনীয় লম্বা দুআ' করা। (একই দুআ' দু-তিন ভাষায় বলা।)
১৭	কষ্ট-কল্পনার সাথে ছন্দ বানিয়ে দুআ' করা।
১৮	অকান্নায় ইচ্ছাকৃত হো হো করে উচ্চ শব্দে দুআ' করা।
১৯	নিয়মিত এমন প্রকার, এমন রূপে এবং এমন স্থান ও কালে দুআ' করা যা কিতাব ও সুন্নাহতে প্রমাণিত নয়।
২০	গানের মত লম্বা সূর-ললিত কণ্ঠে দুআ' করা।[৫৭]

২৩। কোন পাপ কাজ করার উদ্দেশ্যে অথবা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দুআ' না করা।

২৪। সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে দূরে থেকে দুআ' করা।

২৫। সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া।

২৬। যে সময় স্থান ও অবস্থাকালে দুআ' কবুল হয়, সে সময়াদিতে দুআ' করার সুযোগ গ্রহণ করা।

২৭। ছোট না চেয়ে বড় কিছু চাওয়া।[৫৮]

২৮। এমন কিছু না চাওয়া, যা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। যেমন, আখিরাতের আযাব দুনিয়াতেই না চাওয়া।[৫৯]

দুঃখ-কষ্ট চেয়ে ধৈর্য প্রার্থনা না ক'রে সরাসরি দুঃখ-কষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া উচিত। তাই এমন প্রার্থনা করা বৈধ নয় ঃ-

'দুঃখ যদি দিও প্রভু, শক্তি দিও সহিবারে।'
'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়,
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাইবা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।'

---

৫৭. মাজাল্লাতুল বায়ান ৭৩ সংখ্যা ১৯৯৪ খ্রিঃ ১২০-১২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য
৫৮. মুসলিম ২৬৭৯
৫৯. মুসলিম ২৬৮৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কখন ও কোথায় দুআ' কবুল হয়?

নিম্নলিখিত সময়, স্থান ও অবস্থায় দুআ' কবুল করা হয় বলে হাদীস্ন-সূত্রে জানতে পারা যায়ঃ-

শবে কদরে, রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে, ফরদ নামাযের পশ্চাতে (সালাম ফিরার পূর্বে), আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তীকালে, ইকামত হলে, রাত্রের কোন এক মুহূর্তে, জুমুআহর রাত্রি-দিনের কোন এক মুহূর্তে, ফরদ নামাযের জন্য আযান দেওয়ার সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, জিহাদে হানাহানি চলা কালে, সত্য নিয়তে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে যমযম পানি পান করার সময়, সিজদাহ্‌রত অবস্থায়, রাত্রি কালে ঘুম থেকে জেগে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহ, লাহুল মুল্‌ক, ওয়ালাহুল হাম্‌দ, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। আল হামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে দুআ' করার সময়, অদূ করে ঘুমিয়ে রাত্রে জেগে দুআ' করার সময়, ইসমে আ'যম দ্বারা দুআ' করার সময়, কারো মৃত্যুর পর, শেষ তাশাহহুদে আল্লাহর প্রশংসা করে ও নবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ ক'রে দুআ' করার সময়, কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য কেউ দুআ' করার সময়, রমযান মাসে, যিকরের মজলিসে, বিপদের সময়, 'ইন্না লিল্লাহ------ আল্লাহুম্মা' জুরনী-----' পড়ার সময়, নির্মল ইখলাস্ন ও আল্লাহর প্রতি হৃদয়ের পরম ভক্তি ও চরম আগ্রহের সময়, অত্যাচারিত অত্যাচারীর উপর বদ্দুআ করলে, পিতামাতা পুত্রের জন্য দুআ' অথবা বদ্দুআ করলে, মুসাফির দুআ' করলে, রোযাদার দুআ' করলে, আর্তব্যক্তি দুআ' করলে, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ দুআ' করলে, কা'বাঘরের ভিতরে, স্বাফার উপর, মারওয়ার উপর, আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে, মাশআরুল হারামের নিকট, মিনায় ছোট ও মধ্যম জামরাহয় পাথর মারার পর, ইস্‌তিফতাহে নির্দিষ্ট দুআ' পাঠ করলে, সূরাহ ফাতিহাহ পাঠ করার সময় ও শেষে আমীন বলার সময়, রুকূ' থেকে মাথা তুলে ইত্যাদি।[৬০]

দুআ' কবুল না হবার কারণ

১। অনেকে দুআ' করে, কিন্তু তাদের দুআ' কবুল হয় না, চায় অথচ পায় না। এর কতকগুলো কারণ আছে, যেমন; শীঘ্রতা করা। দুআ' করার পরই যে মঞ্জুর হবে তা জরুরী নয়। যেমন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "তোমাদের কারো দুআ' কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, "দুআ' করলাম অথচ কবুল হল না।"[৬১]

২। সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার হিকমাত।

---

৬০. আদ্‌ দুআ' মিনাল কিতাবি অস্‌ সুন্নাহ ১০-১৫ পৃঃ

৬১. বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/ ২০৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বান্দা দুআ'তে যা চায়, তা তার জন্য মঙ্গলদায়ক কি না, তা সে সঠিক জানে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন, বান্দা যা চাচ্ছে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে কি না, তা বর্তমানেই তার জন্য ফলপ্রসূ, নাকি কিছুদিন বা দীর্ঘদিন পর? অথবা যা চাচ্ছে, তা তার জন্য যথোপযুক্ত নয়। বরং অন্য কিছু তার জন্য অধিক লাভদায়ক। অথবা কল্যাণ আসার চেয়ে আসন্ন বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তার জন্য ভালো। তাই আল্লাহ বান্দার জন্য যা করেন, তা তার মঙ্গলের জন্যই করেন। বান্দার আসল মঙ্গলের প্রতি খেয়াল রেখে কখনো দুআ' কবুল হয়, কখনো কবুল হয় না। তা বলে তার দুআ' করাটা বৃথা নষ্ট হয়ে যায় না।

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, "কোন মুসলিম যখন আল্লাহর নিকট এমন দুআ' করে, যাতে পাপ ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্নতা নেই, তখন আল্লাহ তাকে তিনটের একটা দান ক'রে থাকেন; সত্বর তার দুআ' মঞ্জুর করা হয় অথবা পরকালের জন্য তা জমা রাখা হয় অথবা অনুরূপ কোন অকল্যাণকে তার জীবন হতে দূর করা হয়।"

লোকেরা বলল, 'তাহলে আমরা অধিক অধিক দুআ' করব।' তিনি বললেন, "আল্লাহও অধিক দানশীল।"[৬২]

৩। কোন পাপ বা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার দুআ' করলে তা কবুল হয় না। পাপের দুআ' যেমন, অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয়ে উন্নতির জন্য দুআ', চোরের চুরি করতে ধরা না পড়ার দুআ' ইত্যাদি।

৪। হারাম পানাহার ও পরিধান করা।

৫। দুআ'য় দৃঢ়চিত্ত না হওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছায় 'যদি' যোগ করা। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু নেই। যেমন দুআ'র আদবে আলোচিত হয়েছে।

৬। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দান ত্যাগ করা। মানুষ নিজে ভালো হলেই যথেষ্ট নয়। অপরকে ভালো করার চেষ্টা করাও তার সর্বাঙ্গীন ভালো হবার পরিপূরক। তাই সর্বাঙ্গসুন্দর ভালো লোক হতে চাইলে সামর্থ্যানুযায়ী সৎকাজের আদেশ দিতে হবে এবং সম্মুখে বা জানতে কোন পাপকাজ ঘটলে, তাতে সাধ্যানুক্রমে (হাত দ্বারা, না পারলে মুখ দ্বারা) বাধা দিতে হবে। তাও না পারলে, অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে। নচেৎ শাস্তিতে সেও তাদের দলভুক্ত হবে, আর তার দুআ'ও মঞ্জুর হবে না।[৬৩]

৭। কিছু পাপ বা নির্দিষ্ট অবাধ্যাচরণে আলিপ্ত থাকা। যাঁর অবাধ্যাচরণ করা হয় ও যাঁর কথার অন্যথাচরণ করা হয় তাঁর নিকট প্রার্থনা করে কিছু পাওয়ার আশা সব সময় করা যায় না। এ ব্যাপারে রসূল (ﷺ)-এর একটি ইঙ্গিত; তিনি বলেন, "তিন ব্যক্তি দুআ' করে অথচ তাদের দুআ' মঞ্জুর করা হয় না; (১) যে ব্যক্তির বিবাহ-বন্ধনে কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রী থাকে অথচ তাকে তালাক দেয় না, (২)

---

৬২. আহমাদ ৩/১৮, হাকিম ১/৪৯৩, যাদুল মাসীর ১/১৯০

৬৩. বুখারী ১১/১৩৯,৪/২০৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট মালের অধিকারী থাকে অথচ তার উপর সাক্ষী রাখে না, (৩) যে ব্যক্তি নির্বোধকে তার সম্পদ দান করে অথচ আল্লাহ পাক বলেন, "আর তোমাদের সম্পদ নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না-- ।"[৬৪]

৮। ঔদাস্য, কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর বশবর্তী থাকা এবং মিনতি, ভক্তি, আশা ও ভীতির অভাব থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন না করে।" *(সূরাহ আর-রা'দ ১৩: ১১)*

আর রসূল (ﷺ) বলেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'জেনে রাখ যে, আল্লাহ উদাসীন ও অমনোযোগী হৃদয় থেকে দুআ' মঞ্জুর করেন না।'

দুআ' কবুল হবার কারণসমূহ

পূর্বের আলোচনা হতে কি কি কারণে দুআ' মঞ্জুর হয়, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন হালাল খাওয়া পরা, দুআ'র ফললাভের জন্য তাড়াতাড়ি না করা, পাপ ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্নের দুআ' না করা এবং গোনাহ থেকে দূরে থেকে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহরই নিকট দুআ' করা ইত্যাদি।[৬৫]

দুআ' কবুলের এক শর্ত হল বিশুদ্ধ ঈমান। তাই কাফির বা মুশরিকের দুআ' বা বদ্দুআ' কবুল নয়। অবশ্য কাফির যদি মুসলিমের হক্কে দুআ' করে তবে তাতে আমীন' বলা বৈধ। কারণ মুসলিমের হক্কে কাফেরের দুআ'ও কবুল হয়ে থাকে।[৬৬]

শুদ্ধ দুআ'

দুআ' ও যিক্‌রকারী মুসলিমদের জন্য একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, কেউ যেন দুআ' ও যিক্‌র করতে গিয়ে বিদআত ক'রে না বসে। দুআ' বা যিক্‌র কেবল তাই করা উচিত, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন। অথবা কোনসাহাবী তাঁর জীবনে তা আমাল করে গেছেন। যা কিতাব ও সহীহ (ও হাসান) সুন্নাহতে অথবা কোন সাহাবাহর আমালে প্রমাণিত। যেহেতু সহীহ হাদীসের উপর আমালই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট। অন্যথা জাল ও দুর্বল হাদীস অথবা কোন আলিমের মনগড়া কল্পিত আরবী বাক্য দ্বারা যিকর বা দুআ' বিদআত হবে। যেমন যদি কোন অনির্দিষ্ট দুআ' বা যিক্‌র কোন স্থান, সময়, নিয়ম, গুণ, সংখ্যা বা কারণ ইত্যাদি দ্বারা নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়, তাহলে তাও বিদআতরূপে পরিগণিত হবে। তাই সাধারণ ক্ষেত্রে ও নিজের প্রয়োজনের সময় দুআ' করতেও কুরআনী দুআ', শুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত দুআ'য়ে-রসূল অথবা শুদ্ধ

---

৬৪. সূরাহ নিসা' ৪: ৫, হাকিম ২/৩০২

৬৫. আয্ যিক্‌রু অদ্দুআ' দ্রষ্টব্য

৬৬. সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/৪৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রমাণিত কোন স্বাহাবাহর দুআ' বেছে নেওয়া উচিত। কোন দুআ' না পেলে হাম্‌দ ও দরূদ পড়ে নিজের ভাষার নিজের প্রয়োজন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা চলে।

পক্ষান্তরে রসূল (ﷺ) যে স্থানে বা সময়ে দুআ' করতে নির্দেশ দিয়েছেন বা নিজে দুআ' করেছেন সেই দুআ'র সেই নিয়ম ও পদ্ধতি সকলের ক্ষেত্রে মান্য হবে। যেমন ইস্তিসকা'য়, আরাফায়, স্বাফা মারওয়ার উপর, ছোট ও মধ্যম জামরাহয় পাথর মারার পর, কুনূতে, কেউ দুআ' করতে আবেদন করলে তার জন্য (কখনো কখনো) হাত তুলে দুআ' করছেন। এসব ক্ষেত্রে হাত তুলে দুআ' করা হবে। নামাযের পর দুআ' বা যিক্‌র করেছেন বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু হাত তুলেননি বা তুলতে নির্দেশ দেননি, দাফনের পর দুআ' করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু হাত তুলতে বলেননি বা নিজেও হাত তুলে ওখানে দুআ' করেননি, বর-কনের জন্য দুআ' করেছেন, কিন্তু হাত তুলেননি। তাই এ সব ক্ষেত্রে এবং যেখানে তাঁর আদর্শ বর্তমান রয়েছে, সেখানে হাত তোলা দুআ'র আদব বলে আমরা হাত তুলতে পারি না। তাই তো জুমুআহর খুতবায় দুআ' বিধেয় হলেও, হাত তুলে বিদআত। মাসরুক বলেন, '(জুমুআহর দিন ইমাম-মুক্তাদী মিলে যারা হাত তুলে দুআ' করে) আল্লাহ তাদের হাত কেটে নিক।'[৬৭]

অনুরূপ কারণে জামাআত থাকতেও আল্লাহর রসূল (ﷺ) যেখানে জামাআতী দুআ' করেননি বা কোন স্বাহাবাহও করেননি, সেখানে আমরাও জামাআত করে দুআ' করতে পারি না। তিনি যেমন করেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, স্বাহাবাহ কিরাম ঐ সব ক্ষেত্রে যেমন করেছেন, তেমনটাই করা আমাদের কর্তব্য। অনুসরণে আমাদের কল্যাণ এবং নতুনভাবে কিছু করাতেই বিপদ আছে।

আসুন, আমরা আগামীতে দেখি, আমাদের আদর্শ রসূল (ﷺ) কোথায়, কোন সময়ে, কিভাবে, কতবার, কি দুআ' বা যিক্‌র পড়েছেন বা পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সেই মতই আমাল করি। যেগুলো প্রার্থনার সাধারণ দুআ' সেগুলো আমাদের প্রয়োজন মত সময়ে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বেছে নিয়ে প্রার্থনা করি।

তাস্বীহ ও তাহলীল

ইসলামী মূলমন্ত্র কালিমাহ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।"

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।

প্রকাশ যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা যিক্‌র করা যায় কিন্তু 'মুহাম্মাদুর

৬৭. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫৪৯১ ও ৫৪৯৩ নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রসূলুল্লাহ' যোগ করে যিক্‌র করা হয় না। অনুরূপ কেবল আল্লাহু-আল্লাহু' বলে বা আল-আল, ইল-ইল, হু-হু' বলে যিক্‌রও বিদআত। যিকরের তাসবীহ ও তাহলীল নিম্নরূপ ঃ-

১। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ- " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

এই দুআ'টি দিনে যে কোন সময়ে ১০০ বার পাঠ করলে ১০ টি গোলাম আযাদ করার সমান স্বাওয়াব হয়, ১০০ টি নেকী লিখা হয়, ১০০ টি গোনাহ মার্জনা করা হয়, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।[৬৮]

যে ব্যক্তি এই দুআ'টি ১০ বার পাঠ করবে, সে ইসমাঈলের বংশধরের ৪টি গোলাম আযাদের সমান স্বাওয়াব অর্জন করবে।[৬৯]

২। سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ

উচ্চারণঃ- 'সুবহানাল্লাহি অ বিহামদিহ।'

অর্থঃ- আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করি।

দিনের যে কোন সময়ে এই তাসবীহটি ১০০ বার পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা সম পরিমাণ পাপ হলেও তা মাফ হয়ে যাবে।[৭০] সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার ক'রে পড়লে কিয়ামতে সবচেয়ে বেশী স্বাওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে।[৭১] আর এটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।[৭২]

৩। سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণঃ- সুবহানাল্লাহিল আযীমি অবিহামদিহ।

অর্থঃ- আমি মহান আল্লাহর সপ্রসংস পবিত্রতা ঘোষণা করি।[৭৩]

---

৬৮. বুখারী ৪/৯৫, মুসলিম ৪/২০৭১
৬৯. বুখারী৭/২৬৭, মুসলিম ৪/২০৭১
৭০. বুখারী ৭/ ১৬৮, মুসলিম ৪/২০৭১
৭১. মুসলিম ৪/২০৭১
৭২. মুসলিম ২৭৩১নং
৭৩. তিরমিযী ৫/৫১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪। سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ- সুবহানাল্লাহি অ বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ করি, মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি।

এই তাস্বীহ দু'টি মুখে হাল্কা, কিয়ামতে নেকীর মীযানে (পাল্লায়) ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। যে কোন সময়ে এটি পাঠ করতে হয়।[৭৪]

৫। سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اَللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণঃ- সুবহানাল্লাহ, (এটিকে তাস্বীহ বলে) আল হামদু লিল্লাহ, (এটিকে তাহমীদ বলে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (এটিকে তাহলীল বলে) আল্লাহু আকবার, (এটিকে তাকবীর বলে)।

অর্থঃ- আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই ,আল্লাহ সবচেয়ে মহান।

এই কালিমাহগুলো বিশ্বের সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম ও নবী প্রিয়।[৭৫] আর আল্লাহর নিকটেও প্রিয়। এগুলো যে কোন সময়ে আগে পিছে ক'রে পড়া যায়।[৭৬]

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দুআ' আলহামদু লিল্লাহ' এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যিক্‌র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'[৭৭]

একবার তাস্বীহ পাঠ করলে ১০০০ টি নেকী লিখা হয় অথবা ১০০০ টি গোনাহ ঝরে যায়।[৭৮]

এই কালিমাহগুলো জান্নাতের বৃক্ষহীন বাগানের বৃক্ষচারা। আলহামদু লিল্লাহ' মীষান ভরে দেয় এবং 'সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহ' আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়।[৭৯]

৬। سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضٰى نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণঃ- সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহ, সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহ, সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহ, সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহ।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর

---

৭৪. বুখারী
৭৫. বুখারী ৭/১৬৮, মুসলিম ৪/২০৭২
৭৬. মুসলিম ৩/১৬৮৫
৭৭. তিরমিযী ৫/৪৬২
৭৮. মুসলিম ২৬৯৮
৭৯. মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজনের সমান, তাঁর বাক্যাবলীর সমান সংখ্যক।

এই তাসবীহটি তিন বার পাঠ করলে ফজরের পর থেকে চাশ্তের সময় পর্যন্ত যিক্র করার সমান সাওয়াব পাওয়া যায়।) এটি সকালের দিকে বলা ভালো।[৮০]

৭।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مِلْءِ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَلٰى مِلْءِ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহি আদাদা মা খালাকা, আলহামদু লিল্লাহি মিল্আ মা খালাকা, আলহামদু লিল্লাহি আদাদা মা ফিস্সামাওয়াতি অমা ফিল আরদ্, আলহামদু লিল্লাহি আদাদা মা আহস্বা কিতাবুহ, অলহামদু লিল্লাহি আলা মিল্ই মা আহস্বা কিতাবুহ, অলহামদু লিল্লাহি আদাদা কুল্লি শাই, অলহামদু লিল্লাহি মিল্আ কুল্লি শাই'।

সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা, সুবহানাল্লাহি মিল্আ মা খালাকা, সুবহানাল্লাহি আদাদা মা ফিস্সামাওয়াতি অমা ফিল আরদ্, সুবহানাল্লাহি আদাদা মা আহস্বা কিতাবুহ, অসুবহানাল্লাহি আলা মিল্ই মা আহস্বা কিতাবুহ, অসুবহানাল্লাহি আদাদা কুল্লি শাই', অসুবহানাল্লাহি মিল্আ কুল্লি শাই'।

অর্থঃ- আল্লাহর প্রশংসা তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ, আল্লাহর প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তার সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার পরিপূর্ণ, আল্লাহর প্রশংসা সকল বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ এবং আল্লাহর প্রশংসা সকল বস্তু পরিপূর্ণ।

আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, ---তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ, ---আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তার সমান সংখ্যক, ---তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার সমান সংখ্যক, ---তাঁর কিতাব যা গণনা

---

৮০. মুসলিম ২৭২৬নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছে তার পরিপূর্ণ, ---সকল বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ এবং ---সকল বস্তু পরিপূর্ণ।

এই যিক্র পড়লে রাতদিন যিক্র করার সমান স্রাওয়াব লাভ হয়। মহানবী (ﷺ) বলেছেন, "তুমি এই যিক্র শিখো এবং তোমার পরবর্তীকে শিখিয়ে দাও।"[৮১]

৮- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, আল্লাহু আকবার কাবীরা, অলহামদু লিল্লাহি কাসীরা, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন, লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি নেই।

৯- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণঃ- লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ- পূর্বের দুআ'য় দ্রষ্টব্য।

এটি জান্নাতের একটি ভাণ্ডার।[৮২]

সকাল ও সন্ধ্যায় যিক্র

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا، وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

(সূরাহ আল-আহযাব ৩৩: ৪০-৪১নং)

"আর সকাল সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা

---

৮১. তাবারানী, সহীহুল জামি' ২৬১৫নং

৮২. বুখারী ১১/২১৩, মুসলিম ৪/২০৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘোষণা কর।" *(সূরাহ আল-মু'মিন ৪০: ৫৫ নং)*

"আর তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" *(সূরাহ কাফ ৫০: ৩৯ নং)*

১। সকাল ও সন্ধ্যায় "সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ" ১০০ বার ক'রে। (এর অর্থ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে)

২।

أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ- আম্সাইনা অ আমসাল মুলকু লিল্লাহ, অলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। রাব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী হাযিহিল লায়লাতি অ খাইরা মা বা'দাহা, অ আউযু বিকা মিন শার্রি মা ফী হাযিহিল লায়লাতি অ শার্রি মা বা'দাহা, রাব্বি আউযুবিকা মিনাল কাসালি অ সূইল কিবার, রাব্বি আউযু বিকা মিন আযাবিন ফিন্নারি অ আযাবিন ফিল কাব্র।"

অর্থঃ- আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি, এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই রাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এই রাত্রে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে অকল্যাণ আছে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের এবং কবরের সকল প্রকার আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

এই দুআ'টি সন্ধ্যার সময় পাঠ করতে হয়। **সকাল বেলায়ও এই দুআ'টি** পাঠ করতে হয়। তবে শুরুতে **"আমসাইনা অ আমসাল"** এর পরিবর্তে "আসবাহনা অ আসবাহাল" বলতে হবে। এটি আল্লাহর রসূল (ﷺ) পাঠ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতেন।[৮৩]

৩। সূরাহ "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" "কুল আউযুবি বিরাব্বিল ফালাক" এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস" সকাল সন্ধ্যায় তিনবার ক'রে পঠনীয়। যা প্রত্যেক জিনিসের মন্দ থেকে যথেষ্ট হবে।[৮৪]

৪। সকাল হলে পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিকা আস্বাহনা অবিকা আমসাইনা অবিকা নাহয়্যা অবিকা নামূতু অ ইলাইকান নুশূর।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।

সন্ধ্যা হলে পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা অবিকা আস্বাহনা অবিকা নাহয়্যা অবিকা নামূতু অ ইলাইকাল মাস্বীর।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

এই দুআ'টি আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর স্বাহাবাহদেরকে শিক্ষা দিতেন।[৮৫]

৫। সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার ,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহদিকা অ অ'দিকা মাসতাতা'তু, আউযুবিকা মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলায়য়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য

---

৮৩. মুসলিম ৪/ ২০৮৮

৮৪. আবূ দাউদ, তিরমিযী

৮৫. তিরমিযী ৫/৪৬৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি, তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

ক্ষমা প্রার্থনার এই দুআ'টি যদি কেউ সন্ধ্যাবেলায় পড়ে ঐ রাতে মারা যায় অথবা সকালবেলায় পড়ে ঐ দিনে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮৬]

৬-

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আলিমাল গায়বি অশশাহাদাহ, ফাতিরাস সামাওয়াতি অল আরদি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন অমালীকাহ, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আউযু বিকা মিন শার্রি নাফসী অশার্রিশ শায়ত্বানি অশির্কিহ।

অর্থঃ- হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআ'টি সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে পঠনীয়।[৮৭]

৭- بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহিল্লাযী লা য়্যাদুর্রু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরদি অলা ফিসসামাই অহুওয়াস সামীউল আলীম।

অর্থঃ- আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

এই দুআ'টি সন্ধ্যাকালে ৩ বার ক'রে পাঠ করলে কোন জিনিস ক্ষতি

---

৮৬. বুখারী ৭/১৫০

৮৭. আবূ দাউদ, সহীহ তিরমিযী, আলবানী ৩/১৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাধতে পারে না।[৮৮]

৮। أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ- আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআ'টি সন্ধ্যার সময় পড়লে ঐ রাতে কোন সাপ-বিছা ইত্যাদি কষ্ট দিতে পারে না।[৮৯]

৯। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দুন্‌য়্যা অলআখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফওয়া অল আফিয়াতা ফী দ্বীনী অ দুনয়্যায়্যা অ আহলী অমালী, আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতী অ আমিন রাওআতী, আল্লাহুম্মাহফাযনী মিম বাইনি য়্যাদাইয়্যা অমিন খালফী অ'আঁই য়্যামীনী অআন শিমালী অমিন ফাউকী, অআঊযু বিআযামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহকালে ও পরকালে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং পরিবার ও সম্পদে ক্ষমা ও নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার লজ্জাকর বিষয়সমূহ গোপন করে নাও এবং আমার ভীতিতে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সম্মুখ ও পশ্চাৎ, ডান ও বাম এবং উপর থেকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। আর আমি তোমার মাহাত্ম্যের অসীলায় আমার নিচে ভূমি ধ্বসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর নবী (ﷺ) এ দুআ'টি পাঠ করতেন।[৯০]

---

৮৮. আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনু মাজাহ, আলবানী ২/৩৩২

৮৯. মুসলিম ৪/২০৮০

৯০. সহীহ ইবনু মাজাহ ২/৩৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০। اَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

উচ্চারণ- আস্‌বাহনা আলা ফিশরাতিল ইসলামি অআলা কালিমাতিল ইখলাস্ব, অ আলা দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন (ﷺ), অ আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাম মুসলিমাঁউ অমা কানা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ- আমরা সকালে উপনীত হলাম ইসলামের প্রকৃতির উপর, ইখলাসের বাণীর উপর, আমাদের নবী (ﷺ)-এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ধর্মাদর্শের উপর, যিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

এটিও তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করতেন।[৯১]

১১। يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيْثُ، اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণঃ- ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীস্ব, আস্বলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, অলা তাকিলনী ইলা নাফসী তারফাতা আইন্।

অর্থঃ- হে চিরঞ্জীব! হে অবিনশ্বর! আমি তোমার করুণার অসীলায় ফরিয়াদ করছি। তুমি আমার সকল বিষয়কে সংশোধন করে দাও। আর চোখের এক পলক বরাবরও আমাকে আমার নিজের প্রতি সোপর্দ করে দিও না।[৯২]

১২। আয়াতুল কুরসী।[৯৩]

শয়নকালে দুআ' ও যিক্‌র

১। বিছানায় শয়ন ক'রে দুই হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিয়ে, সূরাহ ইখলাস্ব, ফালাক ও নাস পড়ে যথাসম্ভব সারা দেহে বুলিয়ে নিতে হয়। এমনটি ৩ বার করতে হয়।[৯৪]

২। শয়ন করে আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে আল্লাহর তরফ থেকে এক রক্ষী

---

৯১. সহীহুল জামি' ৪/২০৯

৯২. নাসাঈ, বাষযার, সহীহ তারগীব ৬৫৪ নং

৯৩. সহীহ তারগীব ৬৫৫ নং

৯৪. বুখারী ৯/৬২, মুসলিম ৪/১৭২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিযুক্ত হয়ে যায় এবং শয়তান ঐ পাঠকারীর নিকটবর্তী হতে পারে না।[৯৫]

৩। সূরাহ বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করলে সকল প্রকার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট।[৯৬]

৪। اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু অ আহয়া।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

৫। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় শয়ন করলে তা ঝেড়ে শুতে হয়। শয়ন ক'রে এই দুআ' পড়তে হয়,

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

উচ্চারণঃ- বিস্‌মিকা রাব্বি অদা'তু যামবী অবিকা আরফাউহু ফাইন আম্‌সাক্‌তা নাফ্‌সী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবাদাকাস স্বালিহীন।

অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ করে নাও, তাহলে তার উপর করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হেফাযত কর, যার দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের করে থাক।[৯৭]

৬। اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নাকা খালাক্‌তা নাফসী অআন্তা তাওয়াফ্‌ফাহা, লাকা মামাতুহা অমাহয়্যাহা, ইন আহয়াইতাহা ফাহফাযহা, অইন আমাত্তাহা ফাগফির লাহা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ আর তুমিই ওকে মৃত্যু দান করবে। তোমারই জন্য ওর মরণ এবং জীবন। যদি তুমি ওকে

---

৯৫. বুখারী ৪/৪৮৭

৯৬. বুখারী ৯/৯৪, মুসলিম ১/৫৫৪

৯৭. বুখারী ৬৩২০নং, মুসলিম ৪/২০৮৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(পৃথিবীতে) জীবিত রাখ, তাহলে তার হিফাযত কর। আর যদি ওকে মৃত্যু দাও, তাহলে ওকে মাফ কর। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা চাচ্ছি।[৯৮]

৭। ডান হাত গালের নিচে রেখে শুয়ে এই দুআ' পড়বে:

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে, সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।[৯৯]

৮। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَّا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা অসাকানা অকাফানা অ আওয়ানা, ফাকাম মিম্মাল লা কাফিয়া লাহু অলা মুবী।

অর্থ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ কত এমন লোক আছে, যাদের যথেষ্টকারী ও আশ্রয়দাতা নেই।[১০০]

৯। নিদ্রার পূর্বে সূরাহ সাজদাহ ও সূরাহ মুল্‌ক পড়া উত্তম।[১০১]

১০। সূরাহ কাফিরূন পাঠ করতে হয়, এতে শির্ক থেকে সম্পর্কহীনতা বর্তমান।[১০২]

১১। ৩৪ বার আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করলে মীযানে এক হাজার স্বাওয়াব সংযোজিত হয়।[১০৩]

১২। অদূ করে ডান কাতে শুয়ে সবশেষে নিম্নের দুআ' পড়লে যদি ঐ রাতে মৃত্যু হয় তবে ইসলামী প্রকৃতির উপর মৃত্যু হবে--

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ إِلَيْكَ وَاَلْجَاتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَّرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

---

৯৮. মুসলিম ৪/২০৮৩

৯৯. সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭৫৪ নং

১০০. মুসলিম

১০১. সহীহুল জামি' ৪/২৫৫

১০২. সহীহ তারগীব ৬০২ নং

১০৩. সহীহ তারগীব ৬০৩ নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহী ইলাইক, অফাউওয়াদতু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগবাতাঁউ অরাহবাতান্ ইলাইক্, লা মাল্‌জাআ অলা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা অ বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌ত্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমণ্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার স্রাওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি।[১০৪]

ঘুম না এলে

বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসার ফলে এপাশ-ওপাশ করলে এই দুআ' পড়বে--

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহহার, রাব্বুস সামাওয়াতি অল আরদি অমা বায়নাহুমাল আযীযুল গাফ্‌ফার।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই যিনি একক, প্রবল প্রতাপান্বিত। আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তুর প্রতিপালক। যিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[১০৫]

রাত্রে ভয় পেলে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ.

উচ্চারণঃ- আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন গাদাবিহী অ ইকাবিহী অ শার্রি ইবাদিহী অমিন হামাযাতিশ শায়াত্বীনি অ আঁই য়্যাহদুরূন।'

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি

---

১০৪. বুখারী ১১/১১২, মুসলিম ৪/২০৮১

১০৫. সহীহ জামি' ৪/২১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের প্ররোচনাদি এবং আমার নিকট ওদের হাজির হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১০৬]

দুঃস্বপ্ন দেখলে

সুস্বপ্ন আল্লাহর তরফ থেকে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়। দুঃস্বপ্ন দেখলে নিম্নলিখিত কাজ করবে; (১) বাম দিকে তিনবার হাল্কা থুথু মারবে। (২) শয়তান থেকে এবং যা দেখেছে তার মন্দ থেকে ৩ বার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (৩) সেই স্বপ্ন কাউকে বলবে না। (৪) যে পার্শ্বে স্বপ্ন দেখেছে তার বিপরীত পার্শ্বে ফিরে শয়ন করবে। (৫) চাইলে উঠে নামায পড়বে।[১০৭]

রাত্রিকালে ইবাদাতের ফদীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (নবী)! উপাসনার জন্য রাত্রিতে উঠ (জাগরণ কর); রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা অল্প। অথবা তদপেক্ষা বেশী। কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। ইবাদাতের জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল।" *(সূরাহ নূহ ৭৩: ১-৫)*

"আর রাত্রের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে --- এ তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে এক প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" *(সূরাহ বানী ইসরাইল ১৭: ৭৯)*

"রাত্রিতে তাঁর প্রতি সিজদাহ্‌বনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(সূরাহ দাহর ৭৬: ২৬)*

আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[১০৮]

মধ্য রাত্রির শেষাংশে আল্লাহ বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। তাই ঐ সময়ে বান্দার উচিত তাঁর উদ্দেশ্যে নামায পড়া ও যিক্‌র করা।

প্রত্যেক রাত্রে এমন এক মুহূর্ত আছে যাতে আল্লাহর কাছে বান্দা যা চায়, তাই পেয়ে থাকে। রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে কেউ যদি নিম্নের দুআ' পড়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তাহলে তা মঞ্জুর করা হয়।

---

১০৬. সহীহ তিরমিযী ৩/১৭১

১০৭. বুখারী ৭/২৭, মুসলিম ৪/১৭৭২-১৭৭৩

১০৮. বুখারী, মুসলিম মিশকাত ১২২৩নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণঃ- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহু হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

অর্থঃ- পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পর উঠে যদি অযূ করে নামায পড়ে তবে নামায কবুল হয়।

অনুরূপভাবে রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে সূরাহ আল ইমরানের ১৯০ আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করা উত্তম।[১০৯]

ঘুম থেকে জাগার পর যিক্‌র

১। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী ফী জাসাদী অরাদ্দা আলায়য়্যা রূহী অ আযিনা লী বিযিক্‌রিহ।

অর্থঃ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমার দেহে আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, আমার প্রতি আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর যিক্‌র করার অনুমতি দিয়েছেন।[১১০]

২। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহয়্যানা বা'দা মা আমাতানা অ ইলাইহিন নুশূর।

অর্থঃ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।[১১১]

কাপড় পরার দুআ'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণঃ- আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা অরাযাকানীহি মিন গায়রি

---

১০৯. বুখারী ৮/২৩৫, মুসলিম ১/৫৩০

১১০. সহীহ তিরমিযী ৩/১৪৪

১১১. বুখারী ১১/১১৩, মুসলিম ৪/২০৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাওলিম মিন্নী অলা কুউওয়াহ।

অর্থঃ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে এই কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার নিজস্ব কোন শক্তি ও চেষ্টা ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন।

এই দুআ' কোন কাপড় পরিধান করার সময় পাঠ করলে পূর্বেকার (সাগীরাহ) গোনাহ মাফ হয়ে যায়।[১১২]

নতুন কাপড় পড়ার দুআ'

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাউতানীহ, আস আলুকা মিন খাইরিহী অ খাইরি মা সুনিআ লাহ, অ আঊযুবিকা মিন শার্রিহি অ শার্রি মা সুনিআ লাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[১১৩]

কাউকে নতুন কাপড় পরতে দেখলে

১। কেউ নতুন কাপড় পরেছে দেখলে তাকে সম্বোধন করে এই বলতে হয়,

تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالٰى

(তুবলী অ য়্যুখলিফুল্লাহু তাআলা)

অর্থাৎ, পুরাতন কর। আল্লাহ্ তাআলা আরো দিক।[১১৪]

২। اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا

উচ্চারণঃ- ইলবাস জাদীদাঁউ অ ঈশ হামীদাঁউ অ মুত শাহীদা।

অর্থঃ- নতুন কাপড় পরিধান কর, প্রশংসনীয়ভাবে জীবন কাটাও এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর।[১১৫]

---

১১২. সহীহুল জামি' ৫/২৫৬

১১৩. মুখতাসার শামায়িলিত তিরমিযী, আলবানী ৪৭

১১৪. আবূ দাউদ ৪/৪১

১১৫. সহীহ ইবনু মাজাহ২/২৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাপড় খোলার সময়

কাপড় খোলার সময় بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহ; অর্থাৎ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি) বলতে হয়।[১১৬]

আল্লাহর নাম নিয়ে কাপড় খুললে লজ্জাস্থান থেকে জিনদের চোখে পর্দা পড়ে যায়।

প্রস্রাব-পায়খানার পূর্বে দুআ'

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি অল খাবাইস।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী খবিস্ জিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অধিকাংশ খবিস জিনরা নোংরা স্থানে বাস করে বা আসে যায়। প্রস্রাবাগার বা পায়খানা ঘরে বা স্থানে প্রবেশ হবার পূর্বে এই দুআ' পড়লে আল্লাহর হুকুমে তাদের চোখে পর্দা পড়ে যায়।[১১৭]

প্রস্রাব-পায়খানার স্থান থেকে বের হয়ে

غُفْرَانَكَ (গুফরানাক)। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা চাই।[১১৮]

এ বিষয়ে দ্বিতীয় দুআ' (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي) এর হাদীস্নটি দঈফ।

অদূর পূর্বে ও পরে যিক্‌র

অদূর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে অদূ শুরু করতে হয় এবং পরে নিম্নের দুআ' পড়তে হয়।

১। اَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ – اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণঃ- আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ। আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্

---

১১৬. সহীহুল জামি'৩/২০৩

১১৭. বুখারী ১/৪৫, মুসলিম ১/২৮৩, সহীহুল জামি' ৩/২০৩

১১৮. আবূ দাউদ ১/৮, তিরমিযী ১/১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাওয়াবীনা অজআলনী মিনাল মুতাতাহহিরীন।

অর্থঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

এই দুআ' অদূর পর পড়লে জান্নাতের আটটি দরজা পাঠকারীর জন্য খোলা হয়।[১১৯]

২। কাফ্‌ফারাতুল মাজলিসের দুআ'ও এ স্থলে পড়া হয়।[১২০]

ঘর থেকে বের হতে

১। بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহি, তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়াসরার) শক্তি কারো নেই।

এই দুআ' পড়ে ঘর থেকে কোথাও বের হলে পাঠকারীর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হন, তাকে পথ নির্দেশ করা হয়, সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করা হয় এবং শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।[১২১]

২। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে এই দুআ' পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন আদিল্লা আও উদাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা, আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও য়্যুজহালা আলায়য়্যা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয় -এসব থেকে।[১২২]

---

১১৯. মুসলিম ১/২০৯ , সহীহ তিরমিযী, আলবানী

১২০. আমালুল ইয়াওমি অল লায়লাহ, নাসাঈ ১৭৩, ইরওয়াউল গলীল ১/১৩৫, ৩/৯৪

১২১. আবূ দাউদ ৪/৩২৫, তিরমিযী ৫/৪৯০

১২২. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘরে প্রবেশ করতে

ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিক্‌র করা (বিস্‌মিল্লাহ বলা) উত্তম। এতে শয়তান ঘরে স্থান পায় না।[১২৩] এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দুআ' (খাইরাল মাওলাজ) এর হাদীস্রটি দঈফ।[১২৪]

যেমন গৃহে প্রবেশ করার সময় গৃহবাসীকে সালাম দেওয়া কর্তব্য। এতে সকলের উপর বর্কত নেমে আসে।[১২৫]

অপরের গৃহে প্রবেশ করতে গেলে অনুমতি সহ সালাম জানাতে হবে। বিনা অনুমতিতে অপরের গৃহে সরাসরি প্রবেশ করা হারাম। *(সূরাহ আন-নূর ২৪/২৭)*

---

১২৩. মুসলিম ৩/১৫৯৮

১২৪. দঈফ আবূ দাউদ ১০৯১নং, ৫০৫পৃঃ

১২৫. তিরমিযী ৫/৫৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাসজিদে যেতে পথে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا ، وَّمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا ، وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাজ্‌আল ফী কালবী নূরা, অফী লিসানী নূরা, অজআল ফী সামঈ নূরা, অজ্‌আল ফী বাসারী নূরা, অজআল মিন খালফী নূরা, অমিন আমামী নূরা, অজআল মিন ফাওকী নূরা, অমিন তাহতী নূরা, আল্লাহুম্মা আ'তিনী নূরা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয়, রসনা, কর্ণ, চক্ষু, পশ্চাৎ, সম্মুখ, ঊর্ধ্ব ও নিম্নে জ্যোতি প্রদান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর (জ্যোতি) দান কর।[১২৬]

মাসজিদে প্রবেশ করতে

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ- আউযু বিল্লাহিল আযীম, অবিঅজহিহিল কারীম, অ সুলতানিহিল কাদীম, মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ- আমি মহিমময় আল্লাহর নিকট এবং তার সম্মানিত চেহারা ও তাঁর প্রাচীন পরাক্রমশালিতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআ'টি মাসজিদ প্রবেশ করার সময় পাঠ করলে সারা দিন শয়তান থেকে নিরাপদে থাকা যায়।[১২৭]

২। بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহ, অসসলাতু অসসালামু আলা রসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ্‌তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক আল্লাহর

---

১২৬. বুখারী ৭/১৪৮, মুসলিম ১/৫৩০

১২৭. সহীহুল জামি' ৪৫৯১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও।[১২৮]

মাসজিদ থেকে বের হতে

১। بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহ, অস্সলাতু অসসালামু আলা রসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, দরূদ ও সালাম হোক আল্লাহর রসূলের উপর, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।[১২৯]

২। বিসমিল্লাহ, সালাম ও দরূদের পর,

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা'স্মিনী মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা কর।[১৩০]

মাসজিদে কাউকে হারানো জিনিস খুঁজতে দেখলে বলবে, আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দেন।' কাউকে কিছু বিক্রয় করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায় লাভ না দেন।'[১৩১]

আযানের সময়

মুআয্যিন যা বলবে তা শুনে তার উত্তরেও তাই বলতে হয়। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' দ্বিতীয়বার বলে শেষ করলে তার উত্তরে নিম্নের দুআ' বলা উত্তম।

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا.

উচ্চারণ- অ আনা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রসূলুহ, রাদীতু বিল্লাহি রাব্বাঁউ অ বিমুহাম্মাদির রসূলাঁউ অবিল ইসলামি দ্বীনা।

---

১২৮. সহীহুল জামি' ১/৫২৮, মুসলিম ১/৪৯৪, ইবনুস সুন্নী ৮৮ নং

১২৯. ইবনু সুন্নী ৮৮ নং, মুসলিম ১/৪৯৪

১৩০. সহীহুল জামি' ৫২৮

১৩১. মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৭৬ নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। আল্লাহকে প্রতিপালক বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নাবীরূপে স্বীকার করতে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।

এই দুআ' পড়লে গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।[১৩২]

মুআযযিন যখন 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলে, তখন তার উত্তরে বলতে হয়,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ- লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ- আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই।[১৩৩]

আস্সলাতু খাইরুম মিনান নাওম' এর উত্তরে অনুরূপই বলতে হয়।

আযান শেষ হলে নবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ করতে হয়।[১৩৪]

অতঃপর এই দুআ' পাঠ করতে হয়,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَا نِالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِالَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দা'অতিত্ তাম্মাহ, অস্সলাতিল কায়িমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাদীলাহ, অবআস্নহু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

এই দুআ' পাঠ করলে পাঠকারী কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ পাবে।[১৩৫] এর মাঝে বা শেষে অতিরিক্ত কোন দুআ'র অংশ শুদ্ধ নয়। তাই এর উপর কোন প্রকার অতিরিক্ত করা উচিত নয়।[১৩৬]

আযান ও ইকামাতের মাঝে দুআ' কবুল হয়। তাই নিজের জন্য কিছু

---

১৩২. মুসলিম ১/২৯০, ইবনু খুযাইমাহ ১/২২০

১৩৩. বুখারী ১/১৫২, মুসলিম ১/২৮৮

১৩৪. মুসলিম ১/২৮৮

১৩৫. বুখারী ১/১৫২

১৩৬. ইরওয়াউল গলীল ১/২৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কল্যাণকর দুআ' করা এ সময়ে দূষণীয় নয়।[১৩৭]

ইকামাতের জওয়াব আযানের মতই। 'কাদ কামাতিস্ সালাহ' এর উত্তরে আকামাহাল্লাহ .....' বলার বিষয়ে হাদীসটি দঈফ। তাই অনুরূপ (কাদ কামাতিস্ সালাহ) বলাই উচিত।[১৩৮]

নামায শুরু করার সময়

তাকবীরে তাহরীমাহ বলে দুই হাত তুলে বক্ষঃস্থলে হাত বেঁধে নিম্নের যে কোন দুআ' পড়তে হয়;

১। اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বাইদ বায়নী অ বায়না খাতায়্যায়্যা কামা বাআত্তা বায়নাল মাশরিকি অল মাগরিব, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতায়্যা, কামা য়্যুনাক্কাস স্সাওবুল আবয়্যাদু মিনাদ্ দানাস, আল্লাহু-ম্মাগ্‌সিল খাতায়্যায়্যা বিল মায়ি অস্সস্সালজি অল-বারাদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি দ্বারা ধৌত করে দাও।[১৩৯]

২। سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ- সুবহানাকাল্লাহুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবারাকাসমুকা অ তাআলা জাদ্দুকা অ লা ইলাহা গায়রুক্।

অর্থ- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বর্কতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।[১৪০]

---

১৩৭. ইরওয়াউল গলীল ১২৬২

১৩৮. ইরওয়াউল গলীল ১/২৫৮

১৩৯. বুখারী ১/১৮৯, মুসলিম ১/৪১৯

১৪০. আব দাউদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩। اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا

উচ্চারণ- আল্লাহু আকবার কাবীরা, অল হামদু লিল্লাহি কাসীরা, অ সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও অ আসীলা।

অর্থ- আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা, আমি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই দুআ'টি দিয়ে নফল নামায শুরু করতে হয়।[১৪১]

৪।

﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ- ﴿অজজাহতু অজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি অলআরদা হানীফাঁও অমা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সলাতী অনুসুকী অমাহয়্যায়্যা অমামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু অবিযালিকা উমিরতু অআনা আওয়ালুল মুসলিমীন।﴾ আল্লাহুম্মা আন্তাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আন্ত । সুবহানাকা অবিহামদিকা আন্তা রাব্বী অ আনা আবদুক। যালামতু নাফসী অ'তারাফতু বিযামবী, ফাগফিরলী যামবী জামীআন ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত। অহদিনী লিআহসানিল আখলাকি লা য়্যাহদী লিআহসানিহা ইল্লা আন্ত। অসরিফ আন্নী সাইয়্যিআহা লা য়্যাসরিফু আন্নী সাইয়্যিআহা ইল্লা আন্ত। লাব্বাইকা অ সা'দাইক, অলখায়রু কুল্লুহু ফী য়্যাদাইক। অশ্শার্রু লায়সা ইলায়ক, অলমাহদীয়্যু মান হাদাইত, আনা বিকা অ ইলায়ক। লা মানজা অলা

১৪১. মুসলিম, সিফাতু সলাতিন্নাবী, আলবানী ৮৭পৃঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মালজাআ মিনকা ইল্লা ইলায়ক, তাবারাকতা অতাআলাইত, আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলায়ক।

অর্থ- আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোন অংশী নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমার প্রভু ও আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যে হাজির এবং তোমার আজ্ঞা মানতে প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে এবং মন্দের সম্পর্ক তোমার প্রতি নয়। হিদায়াতপ্রাপ্ত সেই, যাকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমি তোমার অনুগ্রহে আছি এবং তোমারই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন। তুমি বরকতময় ও মহিমাময়, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।[১৪২]

এই দুআ'টি ফরদ ও নফল উভয় নামাযে পড়া চলে।[১৪৩]

৫। নিম্নের দুআ'গুলো তাহাজ্জুদের নামাযে পড়া উত্তম;

'সুবহানাকা' (২নং দুআ') পড়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ৩ বার এবং আল্লাহু আকবারু কাবীরা' ৩ বার পাঠ করবে।[১৪৪]

৬।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ

---

১৪২. মুসলিম ১/৫৩৪

১৪৩. সিফাতু সলাতিন্নাবী ৮৫পৃঃ

১৪৪. আবূ দাউদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ أَنْتَ إِلٰهِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা নূরুস সামাওয়াতি ওয়ালআরদি অমান ফীহিন্ন। ওয়ালাকাল হামদু আন্তা কায়্যিমুস সামাওয়াতি ওয়ালআরদি অমান ফীহিন্ন। ওয়ালাকাল হামদু আন্তা মালিকুস সামাওয়াতি অলআরদি অমান ফীহিন্ন অলাকাল হামদু আন্তাল হাক্ক, অ ওয়া'দুকাল হাক্ক, অকাওলুকাল হাক্ক, অলিকাউকা হাক্ক, অলজান্নাতু হাক্ক, অন্নারু হাক্ক, অসসাআতু হাক্ক, অন্নাবিয়্যূনা হাক্ক, অমুহাম্মাদুন হাক্ক। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু অ আলায়কা তাওয়াক্কালতু অবিকা আমানতু অ ইলাইকা আনাবতু, অবিকা খাস্নামতু অ ইলায়কা হাকামতু আন্তা রাব্বুনা অ ইলায়কাল মাস্নীর। ফাগ্ফিরলী মা কাদ্দামতু অমা আখ্খারতু অমা আস্রারতু অমা আ'লানতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আন্তাল মুকাদ্দিমু অআন্তাল মুআখখিরু আন্তা ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর জ্যোতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর নিয়ন্তা, তোমারই সমস্ত প্রশংসা। তুমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর অধিপতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতিই সত্য, তোমার কথাই সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামাত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার দিকে অভিমুখী হয়েছি, তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি, তোমারই নিকট বিচার নিয়ে গেছি। তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল। অতএব তুমি আমার পূর্বের, পরের, গুপ্ত, প্রকাশ্য এবং যা তুমি অধিক জান সে সব পাপকে মাফ করে দাও। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। তুমি আমার উপাস্য, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং তোমার তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার ও সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই।[১৪৫]

---

১৪৫. বুখারী ৩/৩, মুসলিম ১/৫৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭। اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَآئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরাঈলা অমীকাঈলা অ ইসরাফীল। ফাতিরাস সামাওয়াতি অলআরদ, আলিমাল গায়বি অশশাহাদাহ। আন্তা তাহকুমু বায়না ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি য়্যাখতালিফূন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহদী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুসতাকীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর, যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক।[১৪৬]

৮। আল্লাহু আকবার' ১০বার, আলহামদু লিল্লাহ' ১০বার, 'সুবহানাল্লাহ' ১০বার, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ১০বার, আস্তাগফিরুল্লাহ' ১০বার, আল্লাহুম্মাগফির লী অহদিনী অরযুকনী অআফিনী' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, হিদায়াত কর, রুজি ও নিরাপত্তা দাও) ১০ বার, এবং আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাদদাইকি য়্যাওমাল হিসাব' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি হিসাবের দিনে সংকীর্ণতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) ১০ বার।[১৪৭]

৯। আল্লাহু আকবার' ৩ বার। অতঃপর,

ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণ- যুল মালাকূতি অলজাবারূতি অলকিবরিয়ায়ি, অলআযামাহ।

অর্থ- (আল্লাহ) সার্বভৌমত্ব, প্রবলতা, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। *(আবূ দাউদ)*

উপরোক্ত যে কোন একটি দুআ' পাঠ করে বলবে ;

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণ- আউযুবি বিল্লাহিস সামীইল আলীম, মিনাশ শায়তানির রাজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী অনাফস্নিহ।

---

১৪৬. মুসলিম

১৪৭. আহমাদ, আবূ দাউদ ৭৬৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৪৮]

অতঃপর নামাযী 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে সূরাহ ফাতিহাহ ও অন্য সূরাহ পাঠ করবে। সূরাহ ফাতিহার শেষে কিরাআত অনুযায়ী স্বশব্দে বা নিঃশব্দে আমীন' (কবুল কর) বলবে।

কতিপয় আয়াতের জওয়াবে

সূরাহ কিয়ামাহ'র শেষ আয়াত,

﴿أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى﴾

(অর্থাৎ যিনি এত কিছু করেন তিনি কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?) পড়লে জওয়াবে বলবে سُبْحَانَكَ فَبَلٰى (সুবহানাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)।

সূরাহ আ'লার প্রথম আয়াত, ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى﴾ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর) পাঠ করলে জওয়াবে বলবে, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। *(আবূ দাউদ)*

সূরাহ রহমানের ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার কর?) আয়াতটি পাঠ করলে জওয়াবে বলবে, لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণঃ- লা বিশাইইম মিন নিআমিকা রাব্বানা নুকায্যিবু, ফালাকাল হাম্‌দ্।

অর্থঃ- তোমার নিয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রতিপালক![১৪৯]

রুকূ'র যিক্‌র

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ- সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, ৩ অথবা ততোধিকবার পাঠ করতে হয়।[১৫০]

---

১৪৮. আবূ দাউদ, দারাকুতনী, তিরমিযী, হাকিম

১৪৯. তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৫০নং

১৫০. আবূ দাউদ, মুসলিম আহমাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ- সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩ বার।[১৫১]

৩। سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি অর্রূহ।

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্‌তামণ্ডলী ও জিবরীলের প্রভু (আল্লাহ)।[১৫২]

৪। سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ- সুবহানাকাল্লাহুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর।[১৫৩]

৫।

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَ عَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু অবিকা আমানতু অলাকা আসলামতু অ আলায়কা তাওয়াক্কালতু আন্তা রাব্বী, খাশাআ সামঈ, অ বাসারী অ দামী অ লাহমী অ আযমী অ আসাবী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকূ' করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তুমি আমার প্রভু। আমার কর্ণ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, অস্থি ও ধমনী বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হল।[১৫৪]

৬। سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

উচ্চারণঃ- সুবহানা যিল জাবারূতি অল মালাকূতি অল কিবরিয়ায়ি অল আযামাহ।

---

১৫১. আবূ দাউদ, আহমাদ

১৫২. মুসলিম

১৫৩. বুখারী, মুসলিম

১৫৪. নাসাঈ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই দুআ'টি তাহাজ্জুদের নামাযের রুকূ'তে পঠনীয়।[১৫৫]

রুকূ' থেকে উঠে

১। رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، অথবা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ অথবা

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد

উচ্চারণ- 'রাব্বানা লাকাল হামদ্' ,অথবা 'রাব্বানা অলাকাল হামদ্' অথবা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অলাকাল হামদ্।'

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা।

২।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ (مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى)

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হাম্দু হামদান কাস্বীরান তায়্যেবাম মুবারাকান ফীহ (মুবারাকান আলায়হি কামা অয়্যুহিব্বু রাব্বুনা অ য়্যারদা।)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা ও বর্কতময় প্রশংসা (যেমন আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।)[১৫৬]

৩।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি অমিলআল আরদি অ মিলআ মা শি'তা মিন শায়য়িন বা'দ।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ভরে এবং এর পরেও তুমি যা চাও সেই বস্তু ভরে।

৪।

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ

---

১৫৫. আবূ দাউদ, নাসাঈ

১৫৬. বুখারী, আবূ দাউদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণঃ- রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি অল আরদি অমিলআ মা শি'তা মিন শায়য়িন বা'দ, আহলাস সানায়ি অলমাজ্‌দ। আহাক্কু মা কালাল আব্দ, অকুল্লুনা লাকা আব্দ, আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আ'তাইতা অলা মু'তিআ লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পূর্ণ এবং এর পরেও যা চাও তা পূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা। হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী! বান্দার সব চেয়ে সত্যকথা --আর আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা, 'হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।'[১৫৭]

৫। لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ- লিরাব্বিয়াল হামদ্, লিরাব্বিয়াল হামদ্।

অর্থ- আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

এই দুআ'টি তাহাজ্জুদের নামাযে বারবার পড়া উত্তম।[১৫৮]

সিজদাহ্‌র যিক্‌র

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

(সুবহানা রাব্বিয়্যাল আ'লা)

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার বা ততোধিক বার।[১৫৯]

২। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণঃ- সুবহানা রাব্বিয়্যাল আ'লা অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার।[১৬০]

৩- রুকূ'র ৩নং তাসবীহ।

---

১৫৭. মুসলিম ৪৭৭

১৫৮. আবূ দাউদ, নাসাঈ

১৫৯. আবূ দাউদ, মুসলিম, আহমাদ

১৬০. আবূ দাউদ, মুসলিম আহমাদ, দারাকুতনী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪- রুকূ'র ৪নং তাসবীহ।

৫। اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّيْ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লাকা সাজাত্তু অ বিকা আমানতু অ লাকা আস্‌লামতু অ আন্তা রাব্বী, সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু অ সাউওয়ারাহু ফাআহসানা সুওয়ারাহু অশাক্কা সামআহু অবাসারাহু ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদাহবনত, তোমাতেই বিশ্বাসী, তোমার নিকটেই আত্মসমর্পণকারী, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমণ্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাহবনত হল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ওর আকৃতি দান করেছেন এবং আকৃতি সুন্দর করেছেন। ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। সুতরাং সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান![১৬১]

৬। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ : دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহ, দিক্কাহু অ জিল্লাহ, অ আওওয়ালাহু অ আখিরাহ, অ আলানিয়্যাতাহু অ সির্রাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গোনাহকে মাফ করে দাও।[১৬২]

৭। سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، هَذِيْ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ

উচ্চারণঃ- সাজাদা লাকা সাওয়াদী অ খিয়ালী অ আমানা বিকা ফুআদী, আবূউ বিনি'মাতিকা আলায়য়্যা। হাযী য়্যাদী অমা জানাইতু আলা নাফ্‌সী।

অর্থ- আমার দেহ ও মন তোমার উদ্দেশ্যে সিজদাহবনত, আমার হৃদয় তোমার উপর বিশ্বাসী। আমি আমার উপর তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি। এটা আমার নিজের উপর অত্যাচারের সাথে (তোমার জন্য) আমার আনুগত্য।[১৬৩]

---

১৬১. মুসলিম

১৬২. মুসলিম

১৬৩. হাকিম, বায্‌যার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/১২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮- তাহাজ্জুদের নামাযের সিজদাহ্য় নিম্নের দুআ'গুলো পাঠ করা উত্তম।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ،

উচ্চারণ- সুবহাকাল্লাহুম্মা অ বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্ত।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই।[১৬৪]

৯ - রুকূ'র ৬নং তাসবীহ।

১০। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী মা আস্রারতু অমা আ'লানতু।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও।[১৬৫]

১১। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَّمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُوْرًا وَّمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَّأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাজ্আল ফী কালবী নূরাঁউ অফী লিসানী নূরাঁও অফী সামঈ নূরাঁউঁ অফী বাসারী নূরাঁউ অমিন ফাওকী নূরাঁওও অমিন তাহতী নূরাঁউ অ 'আঁই য়্যামীনী নূরাঁউ অ আন শিমালী নূরাঁউ অমিন বায়নি য়্যাদাইয়্যা নূরাঁউ অমিন খালফী নূরাঁউ অজ্আল ফী নাফ্সী নূরাঁউ অ আ'যিম লী নূরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয় ও রসনায় কর্ণ ও চক্ষুতে, উর্ধ্বে ও নিম্নে, ডানে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে জ্যোতি প্রদান কর। আমার আত্মায় জ্যোতি দাও এবং আমাকে অধিক অধিক নূর দান কর।[১৬৬]

১২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিদাকা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফাতিকা

---

১৬৪. মুসলিম

১৬৫. নাসাঈ, হাকিম

১৬৬. মুসলিম ৭৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিন উক্‌বাতিক, অ আউযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌সী সানাআন আলায়কা আন্তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক্‌।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ।[১৬৭]

দুই সিজদাহ্‌র মাঝে

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী (অজ্‌বুরনী অরফা'নী) অহদিনী অ আফিনী অরযুকনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর।[১৬৮]

২। رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

উচ্চারণ : (রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী)

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর।[১৬৯]

তিলাওয়াতের সিজদাহ্‌য়

১। سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

উচ্চারণ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু অশাক্‌কা সামআহু অবাসারাহু বিহাউলিহী অকুউওয়াতিহ।

অর্থ- আমার মুখমণ্ডল তাঁর জন্য সিজদাহবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন।[১৭০]

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, এই দুআ' সিজদাহ্‌য় একাধিকবার পাঠ করতে হয়।

২। اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا

---

১৬৭. মুসলিম, ইবনু আবী শায়বাহ

১৬৮. সহীহ তিরমিযী ১/৯০, সহীহ ইবনু মাজাহ ১/১৪৮, আবূ দাউদ, হাকিম

১৬৯. আবূ দাউদ ১/২৩১, সহীহ ইবনু মাজাহ১/১৪৮

১৭০. আবূ দাউদ, সহীহ তিরমিযী ৪৭৪নং, আহমাদ ৬/৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাকতুব লী বিহা ইন্দাকা আজরা, অদা' আন্নী বিহা বিযরা, অজ্আলহা লী ইন্দাকা যুখরা, অতাকাব্বালহা মিন্নী কামা অতাকাব্বালতাহা মিন আব্দিকা দাউদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! এর (সিজদাহ্র) বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ কর, পাপ মোচন কর, তোমার নিকট এ আমার জন্য জমা রাখ এবং এ আমার নিকট হতে গ্রহণ কর যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) থেকে গ্রহণ করেছ।[১৭১]

তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ- আত্-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি অস্সালাওয়াতু অত্তয়্যিবাতু, আসসালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু অরহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, আসসালামু আলায়না অ আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরসূলুহ।

অর্থ- মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদাত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল।[১৭২]

দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ১।

১৭১. সহীহ তিরমিযী ৮৭নং, হাকিম ১/২১৯ , ইবনু মাজাহ ১০৫৩নং
১৭২. বুখারী ১১/১৩, মুসলিম ১/৩০১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আলি মুহাম্মাদ, কামা অস্বাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অ আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা অবারাকতা আলা ইবরাহীমা অ আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।[১৭৩]

২। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আষওয়াজিহী অ যুর্রিয়্যাতিহী কামা অস্বাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীম, অ বারিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আষওয়াজিহী অ যুর্রিয়্যাতিহী কামা অবারাকতা আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। এবং তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইবরাহীমের বংশধরের উপর বরকত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।[১৭৪]

দুআ'য়ে মাসূরাহ

নামাযে দরূদ পাঠ করার পর সালাম ফেরার পূর্বে নিম্নের দুআ'গুলো পঠনীয়ঃ-

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

১৭৩. বুখারী ৬/৪০৮

১৭৪. বুখারী ৬/ ৪০৭, মুসলিম ১/৩০৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, অ আউযু বিকা মিন আযাবিল কাব্‌র, অ আউযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল, অ আউযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহয়্যা অ ফিত্‌নাতিল মামাত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রকাশ যে, নামাযের শেষ তাশাহহুদে দরূদের পর অন্যান্য দুআ'র পূর্বে এই চার প্রকার আযাব ও ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজেব।[১৭৫]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল মা'স্নামি অ মিনাল মাগরাম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি।

৩। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৭৬]

৪। اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবাঁই য়্যাসীরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো।[১৭৭]

৫। اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ، اَللّٰهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضٰى، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا

---

১৭৫. মুসলিম, নাসাঈ ১৩০৯, স্নিফাতু স্নলাতিন নাবী ১৯৮ পৃঃ

১৭৬. নাসাঈ ১৩০৬

১৭৭. আহমাদ, হাকিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَّا يَبِيْدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَّا تَنْفَدُ وَلَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّآءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বি-ইলমিকাল গাইবি অকুদরাতিকা আলাল খালক, আহয়িনী মা আলিমতাল হায়্যাতা খাইরাল লী, অতাওয়াফ্ফানী ইযা কানাতিল অফাতু খাইরাল লী। আল্লাহুম্মা অ আসআলুকা খাশয়্যাতাকা ফিল গাইবি অশ্‌শাহাদাহ। অ আসআলুকা কালিমাতাল হাক্কি অলআদলি ফিল গাদাবি অররিদা। অ আসআলুকাল কাস্রদা ফিল ফাকরি অলগিনা। অ আসআলুকা নাঈমাল লা য়্যাবীদ। অ আসআলুকা কুর্রাতা আইনিল লা তানফাদু অলা তানকাতি'। অ আসআলুকার রিদা বা'দাল কাদা', অ আসআলুকা বারদাল আইশি বা'দাল মাউত। অ আসআলুকা লায্‌যাতান নাযারি ইলা অজহিক, অশ্‌শাওকা ইলা লিকাইক, ফী গাইরি দাররাআ মুদির্রাহ, অলা ফিতনাতিম মুদিল্লাহ। আল্লাহুম্মা যাইয়িন্না বিযীনাতিল ঈমান, অজ্‌আলনা হুদাতাম মুহতাদীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্যের জ্ঞানে এবং সৃষ্টির উপর শক্তিতে আমাকে জীবিত রাখ, যতক্ষণ জীবনকে আমার জন্য কল্যাণকর জান এবং আমাকে মৃত্যু দাও যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্লাহ! আর আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি চাই, ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে সত্য ও ন্যায্য কথা চাই, দারিদ্র ও ধনবত্তায় মধ্যবর্তিতা চাই, সেই সম্পদ চাই, যা বিনাশ হয় না। সেই চক্ষুশীতলতা চাই, যা নিঃশেষ ও বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্য-মীমাংসার পরে সন্তুষ্টি চাই, মৃত্যুর পরে জীবনের শীতলতা চাই, তোমার চেহারার প্রতি দর্শন-স্বাদ চাই, তোমার সাক্ষাতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা চাই, বিনা কোন কষ্ট ও ক্ষতিতে, কোন ভ্রষ্টকারী ফিতনায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সুন্দর কর এবং আমাদেরকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত কর।[১৭৮]

৬। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাস্বীরাঁউ অলা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফিরলী মাগ্‌ফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী

১৭৮. নাসাঈ ১৩০৮, আহমাদ ৪/৩৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।[১৭৯]

৭। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لِيْ رُشْدًا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী আ'জিলিহী অ আজিলিহী মা আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম। অ আউযু বিকা মিনাশ শার্রি কুল্লিহী আ'জিলিহী অ আজিলিহী মা আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম, অ আসআলুকাল জান্নাতা অমা কার্রাবা ইলাইহা মিন কাউলিন আও আমাল। অ আউযু বিকা মিনান্নারি অমা কার্রাবা ইলাইহা মিন কাউলিন আও আমাল। অ আসআলুকা মিনাল খাইরি মা সাআলাকা আব্‌দুকা অ রসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম। অ আউযু বিকা মিন শার্রি মাসতাআযাকা মিনহু আব্‌দুকা অরসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম। অ আসআলুকা মা কাদাইতা লী মিন আমরিন আন তাজ্‌আলা আকিবাতাহু লী রুশ্‌দা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট জান্নাত এবং তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি, এবং জাহান্নাম ও তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই

১৭৯. বুখারী ও মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কল্যাণ ভিক্ষা করছি যা তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমার নিকট চেয়েছিলেন। আর সেই অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা থেকে তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যে বিষয় আমার উপর মীমাংসা করেছ তার পরিণাম যাতে মঙ্গলময় হয়, তা আমি তোমার নিকট কামনা করছি।[১৮০]

৮। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা অ আউযু বিকা মিনান্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৮১]

৯- শয়নকালের ৭নং দুআ' পঠনীয়।[১৮২]

১০- দুআ'র ৯নং আদবের (খ) এর দুআ' পঠনীয়।[১৮৩]

১১- দুআ'র ৯নং আদবের (গ) এ বর্ণিত ইসমে আ'যম পাঠ করে এই দুআ' পঠনীয়;

إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

এর উচ্চারণ ও অর্থ ৮নং দুআ'র মত।[১৮৪]

১২- দুআ'র ৯নং আদবের (ক)এ বর্ণিত দুআ' পাঠ করে যে কোন দুআ' পঠনীয়।[১৮৫]

১৩- اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবাদাতিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদাত করতে সাহায্য দান কর।[১৮৬]

১৪। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ

---

১৮০. মুসলিম আহমাদ ৬/১৩৪, তায়ালিসী
১৮১. আবূ দাউদ, সহীহ ইবনু মাজাহ২/৩২৮
১৮২. মুসলিম, মিশকাত ৯৪৭নং
১৮৩. নাসাঈ ৩/৫২
১৮৪. সহীহ ইবনু মাজাহ২/৩২৯
১৮৫. আবূ দাউদ ২/৬২, তিরমিযী ৫/৫১৫, সহীহ ইবনু মাজাহ২/৩২৯
১৮৬. আবূ দাউদ ২/৮৬, নাসাঈ ১৩০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আউযু বিকা মিন ফিত্নাতিদ্দুন্য়্যা অ আযাবিল কাব্র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[১৮৭]

১৫। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْر

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগ্ফির লী অতুব আলায়য়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাউওয়াবুল গাফূর।

অর্থঃ- আল্লাহ গো! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবাগ্রহণকারী, বড় ক্ষমাশীল।

এটি ১০০বার পঠনীয়।[১৮৮]

১৬- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু অমা আখ্খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্খিরু লা ইলাহা ইল্লা আন্ত।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই।

এই দুআ'টি সবার শেষে পাঠ ক'রে সালাম ফিরা কর্তব্য।[১৮৯]

---

১৮৭. বুখারী ৬/৩৫

১৮৮. সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬০৩ নং

১৮৯. মুসলিম ১/৫৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফরদ নামাযের পরে যিক্র

১- أَسْتَغْفِرُ اللهُ আস্তাগফিরুল্লাহ, (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ৩বার ।

২- اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু অমিন্‌কাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি অল ইকরাম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব![১৯০]

৩- 'তাস্‌বীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ১নং দুআ'।

৪- اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লা মানি'য়া লিমা আ'তাইতা, অলা মু'তিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্‌।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।[১৯১]

৫- 'তাস্‌বীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ৮নং দুআ'।

৬- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফাদ্‌লু অলাহুস্‌ স্নানাউল হাসান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কাফিরূন।

অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদাত করি না, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ

---

১৯০. মুসলিম ১/৪১৪

১৯১. বুখারী ১/২৫৫, মুসলিম ১/৪১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with DLM Compressor by DLM Infosoft

চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফিরদল তা অপছন্দ করে।[১৯২]

৭- سُبْحَانَ اللهِ সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩৩ বার। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লাহ। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে। ৩৩ বার। اَللهُ أَكْبَرُ আল্লাহু আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বমহান। ৩৩ বার।

আর ১০০ পূরণ করার জন্য 'তাস্বীহ তাহলীল' অনুচ্ছেদের প্রথম দুআ' একবার পঠনীয়। এগুলো পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যায়।[১৯৩]

প্রকাশ যে, তাস্বীহ গণনায় বাম হাত বা তাস্বীহ মালা ব্যবহার না ক'রে কেবল ডান হাত ব্যবহার করাই বিধেয়।[১৯৪]

৮- সূরা ইখলাস্ব, ফালাক ও নাস ১ বার ক'রে।[১৯৫]

৯- আয়াতুল কুরসী ১বার। প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করলে মৃত্যু ছাড়া জান্নাত যাওয়ার পথে পাঠকারীর জন্য আর কোন বাধা থাকে না।[১৯৬]

১০- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকালাহ লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবিত করেন, তিনিই মরণ দান করেন এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

এটি ফজর ও মাগরিবের নামাযে সালাম ফিরার পর দশবার পড়লে দশটি নেকী লাভ হবে, দশটি গোনাহ ঝরবে, দশটি মর্যাদা বাড়বে, চারটি গোলাম আযাদ করার স্বাওয়াব লাভ হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে।[১৯৭]

১১- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআঁউ অ রিযকান

---

১৯২. মুসলিম ১/৪১৫
১৯৩. মুসলিম ১/৪১৮, আহমাদ ২/৩৭১
১৯৪. সহীহুল জামি' ৪৮৬৫নং
১৯৫. আবূ দাউদ ২/৮৬, সহীহ তিরমিযী ১/৮, নাসাঈ ৩/৬৮
১৯৬. সহীহুল জামি' ৫/৩৩৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৭২
১৯৭. সহীহ তারগীব ২৬২- ২৬৩ পৃঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাইয়িবাঁউ অ আমালাম মুতাকাব্বালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমাল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাযের পর এটি পঠনীয়।[১৯৮]

১২- اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।[১৯৯]

১৩- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহ লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ভিন্ন কেউ সত্য মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মরণ দেন। তাঁর হাতেই সকল মঙ্গল। আর তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান।

এটি ফজরের নামাযের পর পা ঘুরিয়ে বসার পূর্বে ১০০ বার পড়লে পৃথিবীর মধ্যে ঐ দিনে সেই ব্যক্তিই অধিক উত্তম আমালকারী বলে গণ্য হবে।[২০০]

ইস্তিখারার দুআ'

কোন কাজে ভালো মন্দ বুঝতে না পারলে, মনে ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত বা লাভ-নোকসানের দ্বন্দ্ব হলে আল্লাহর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করতে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিম্নের দুআ' পঠনীয়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ

---

১৯৮. সহীহ ইবনু মাজাহ ১/১৫২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১১১

১৯৯. মুসলিম

২০০. সহীহ তারগীব ২৬২-২৬৩ পৃঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ (.....) خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মা আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্তাকদিরুকা বি কুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাকদিরু অলা আকদিরু অতা'লামু অলা আ'লামু অ আন্তা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা (.....) খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআশী অ আকিবাতি আমরী অ আজিলিহী অ আজিলিহ, ফাকদুরহু লী, অ য়্যাস্‌সিরহু লী, স্নুম্মা বারিক লী ফীহ। অ ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শার্রুল লী ফী দীনী অ মাআশী অ আ'কিবাতি আমরী অ আজিলিহী অ আজিলিহ, ফাস্রিফহু আন্নী অস্রিফনী আনহু, অকদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কানা স্নুম্মা রাদ্দিনী বিহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই (.....) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

প্রথমে هٰذَا الْأَمْرَ 'হাযাল আমরা' এর স্থলে বা পরে কাজের নাম নিতে হবে অথবা মনে মনে সেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে।

সে ব্যক্তি কর্মে কোনদিন লাঞ্ছিত হয় না, যে আল্লাহর নিকট তাতে মঙ্গল প্রার্থনা করে, অভিজ্ঞদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে এবং ভালো-মন্দ বিচার করার পর কর্ম করে।[২০১]

---

২০১. বুখারী ৭/১৬২, আবূ দাউদ ২/৮৯, তিরমিযী ২/৩৫৫, আহমাদ ৩/৩৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুআ'য়ে কুনূত

বিতরের কুনূতে (গায়র নাযেলাহ) দুআ' -

১। اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত্। অআফিনী ফীমান আফাইত্। অতাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইত্। অবারিকলী ফী মা আ'তাইত্। অকিনী শার্রামা কাদাইত্। ফাইন্নাকা তাকদী অলা য়্যুকদা আলায়ক্। ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু মাঁউ ওয়ালাইত্। অলা য়্যাইয্যু মান আদাইত্। তাবারাকতা রাব্বানা অতাআলাইত্। লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক্। অ স্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

অর্থ - হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত ক'রে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ। আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান ক'রে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ, তাতে বর্কত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ, তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস, সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাস, সে সম্মানিত হয় না। তুমি বর্কতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান! তোমার আযাব থেকে তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। আর আমাদের নবীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন।[২০২]

২- সিজদাহ্‌র ১২নং দুআ'ও পড়া যায়।[২০৩]

বিপদে কোন সম্প্রদায়ের জন্য দুআ' অথবা বদ্দুআ' করতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শেষ রাকআতের রুকূ'র পরে কুনূতে নাযিলাহ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا

২০২. আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, বায়হাকী, ইবনু মাজাহ, ইরওয়াউল গলীল ২/১৭২

২০৩. ইরওয়াউল গলীল ২/১৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা অ নাসতাগফিরুক, অনুসনী আলায়কাল খায়রা কুল্লাহ, অনাশকুরুকা অলা নাকফুরুক, অনাখলাউ অনাতরুকু' মাঁই য়্যাফজুরুক, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদ, অলাকা নুসল্লী অনাসজুদ, অইলাইকা নাসআ অ নাহফিদ, নারজু রহমাতাকা অনাখশা আযাবাক, ইন্না আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহাক।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা ভিক্ষা করছি, তোমার নিমিত্তে যাবতীয় কল্যাণের প্রশংসা করছি, তোমার কৃতজ্ঞতা করি ও কৃতঘ্নতা করি না, তোমার যে অবাধ্যতা করে তাকে আমরা ত্যাগ করি এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদাত করি, তোমার জন্যই নামায পড়ি এবং সিজদাহ করি, তোমার দিকেই আমরা ছুটে যাই। তোমার রহমতের আশা রাখি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি, নিশ্চয় তোমার আযাব কাফিরদেরকে পৌঁছবে।

এরপর অত্যাচারিতদের জন্য দুআ' এবং অত্যাচারীদের উপর বদ্দুআ' করতে হয়। যেমন "আল্লাহুম্মা আয্যিবিল কাফারাতাল্লাযীনা য়্যাসুদ্দূনা আন সাবীলিক, অয়্যুকাযযিবূনা রুসুলাক, অয়্যুকাতিলূনা আউলিয়াআক। আল্লাহুম্মাগফির লিল মু'মিনীনা অল মু'মিনাত, অ আসলিহ যাতা বায়নিহিম অ আল্লিফ বায়না কুলূবিহিম, অজআল ফী কুলূবিহিমুল ঈমানা অল হিকমাহ, অস্সাব্বিতহুম আলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম। অনসুরুহুম আলা আদুব্বিকা অ আদুব্বিহিম। আল্লাহুম্মা ফাররিক জামআহুম অশাত্তিত শামলাহুম অ খার্রিব বুনয়্যানাহুম অ দাম্মির দিয়ারাহুম" ইত্যাদি।[২০৪]

রামাদানের কুনূতে উক্ত দুআ', অর্থাৎ কাফিরদের উপর বদদুআ' এবং মু'মিনদের জন্য দুআ' ও ইস্তেগফার করার কথা সাহাবীদের আমালে প্রমাণিত।[২০৫]

---

২০৪. বায়হাকী,২/২১১, ইরওয়াউল গালীল ২/ ১৬৪- ১৭০

২০৫. সহীহ ইবনু খুযাইমা ১১০০ নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিতরের নামাযের সালাম ফিরে

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ،

(সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস।)

অর্থ- আমি পবিত্রময় বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

এই দুআ'টি তিনবার পড়তে হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় বারে উচ্চৈঃস্বরে পড়া কর্তব্য।[২০৬]

ঈদের তাকবীর

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ،

উচ্চারণঃ- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অলিল্লাহিল হাম্‌দ।[২০৭]

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اَللهُ أَكْبَرُ عَلٰى مَا هَدَانَا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহু আকবারু, আল্লাহু আকবারু, আল্লাহু আকবারু, অলিল্লাহিল হাম্‌দ, আল্লাহু আকবারু অ আজাল্লু। আল্লাহু আকবারু আলা মা হাদানা।[২০৮]

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহু আকবারু কাবীরা, আল্লাহু আকবারু কাবীরা, আল্লাহু আকবারু অ আজাল্লু, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।[২০৯]

---

২০৬. নাসাঈ ৩/ ২৪৪

২০৭. ইবনু আবূ শায়বাহ ৫৬৫০,৫৬৫২নং

২০৮. বায়হাকী ৩/৩১৫

২০৯. ইবনু আবূ শায়বাহ ৫৬৪৫, ৫৬৫৪নং, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫-১২৬ দ্রঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাজ্জ

হাজ্জের নিয়তকালে

১। لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ - لَبَّيْكَ حَجًّا

উচ্চারণ- "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বিহাজ্জাহ" অথবা "লাব্বাইকা হাজ্জা।"

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি হাজ্জের উদ্দেশ্যে উপস্থিত।

২। اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ حَجَّةٌ، لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা হাযিহী হাজ্জাহ, লা রিয়াআ ফীহা অলা সুম্আহ।

অর্থ- হে আল্লাহ এটা আমার হাজ্জ। এতে (আমার নিয়তে) কোন লোক প্রদর্শন বা সুনামের উদ্দেশ্য নেই।[২১০]

উমরাহ্র নিয়তকালে

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ - لَبَّيْكَ عُمْرَةً

উচ্চারণঃ- "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বিউমরাহ" অথবা "লাব্বাইকা উমরাহ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি উমরাহ্র নিয়তে হাজির।

তালবিয়্যাহ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লাম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্দা অননি'মাতা লাকা অলমুল্ক, লা শারীকা লাক।

অর্থ- আমি হাজীর, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার নিকট হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ ও রাজত্ব তোমার জন্য, তোমার কোন অংশী নেই।

এর উপর অতিরিক্ত করে নিম্নের দুআ'ও যোগ করা যায়।

১। لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ، لَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকা যাল মাআরিজ, লাব্বাইকা যাল ফাওয়াদিল।

অর্থ- তোমার নিকট হাজির হে সোপানশ্রেণীর অধিকর্তা! তোমার নিকট

---

২১০. মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী, ১৬ পৃষ্ঠা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাজির হে অনুগ্রহ সমূহের অধিপতি!

২। لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকা অসা'দাইক, অলখাইরু বিয়্যাদাইক, অররাগবাউ' ইলাইকা অলআমাল।

অর্থ- তোমার দরবারে হাজির ও তোমার আনুগত্যে উপস্থিত। সমস্ত মঙ্গল তোমার হাতে এবং ইচ্ছা ও কর্ম তোমারই প্রতি।[২১১]

কা'বা দর্শনের সময়

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু অমিনকাস সালামু ফাহাইয়িনা রাব্বানা বিসসালাম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি (পবিত্র) তোমারই তরফ থেকে শান্তি। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে জীবিত রাখ।[২১২]

তাওয়াফ কালে দুই রুক্নের মাঝে

﴿رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।[২১৩]

মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে

তাওয়াফ সেরে মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়তে গিয়ে এই আয়াত খণ্ডটি পাঠ করা সুন্নত ;

﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾

অর্থ- আর মাকামে ইবরাহীমকে (নামাযের) মুসল্লা বানাও।

সাফা পর্বতে পৌঁছে

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

---

২১১. মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী, ১৬ পৃষ্ঠা

২১২. বায়হাকী ৫/৭৩

২১৩. আবূ দাউদ ২/১৭৯, আহমাদ ৩/৪১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
(সূরাহ বাক্বারাহ ১৫৮ আয়াত)

অতঃপর বলবে, نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ। (নাবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহ।)

অর্থাৎ- আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমরা তা দিয়ে শুরু করছি।

সাফা ও মারওয়ায় চড়ে

কা'বার প্রতি সম্মুখ ক'রে পড়বে ঃ-

اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩ বার। অতঃপর 'ফরদ নামাযের পর পঠনীয়' ১০নং যিক্‌র।

অতঃপর নিম্নের দুআ' ঃ-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ (لَا شَرِيْكَ لَهُ)، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু (লা শারীকা লাহ), আনজাযা অ'দাহ, অ নাসরা আব্‌দাহ, অহাযামাল আহযাবা অহ্‌দাহ।

অর্থ- আল্লাহু ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, (তাঁর কোন অংশী নেই।) তিনি নিজের অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন।

এগুলি ৩ বার করে পাঠ সহ মুনাজাত করবে।[২১৪]

সাঈর দুআ'

সাঈ করার সময় বিভিন্ন যিক্‌রের সাথে এ দুআ'ও নির্দিষ্ট করে পড়া উত্তম;

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

উচ্চারণঃ- "রাব্বিগফির অরহাম, ইন্নাকা আন্তাল আআ'য্‌যুল আকরাম।

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। নিশ্চয় তুমিই মহাসম্মানিত ও বড় দানশীল।[২১৫]

আরাফাতের বিশেষ দুআ'

'তাস্‌বীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ১নং দুআ'।

---

২১৪. মুসলিম ২/৮৮৮

২১৫. মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ২৮ পৃঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যবেহ করার সময়

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

"বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার।"

কুরবানীর পশু হলে পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا مِنْكَ وَلَكَ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিন্‌কা অলাক, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। এবং আল্লাহ সব চেয়ে মহান। হে আল্লাহ! এটা তোমার তরফ থেকে এবং তোমার জন্য। হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট হতে কবুল কর।

পরিবারের তরফ থেকে হলে 'তাকাব্বাল মিন্নী'র পর 'অমিন আহলে বায়তী' যোগ করবে। কুরবানী অন্য কারো তরফ থেকে হলে অথবা আকীকার পশু হলে 'তাকাব্বাল মিন' বলে সেই ব্যক্তির বা শিশুর নাম নেবে।

প্রকাশ যে, এই দুআ'র উপর আর কোন অতিরিক্ত দুআ' শুদ্ধ নয়।[২১৬]

২১৬. ইরওয়াউল গলীল ১১১৮ নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঝাড়ফুঁক

রোগী সাক্ষাৎ করতে

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণঃ- লা বা'সা তাহূরুন ইনশাআল্লাহ।

অর্থ- কোন কষ্ট মনে করো না। (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে, যদি আল্লাহ চান।[২১৭]

এই দুআ' পড়ে এর অর্থ রোগীকে শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।

রোগীকে ঝাড়তে

১। اَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ- "আযহিবিল বা'সা রাব্বান্নাসি অশফি আনতাশ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআল লা য়্যুগাদিরু সাকামা।"

অর্থ- কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যাতে কোন পীড়া অবশিষ্ট না থাকে।[২১৮]

২। بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহি আরকীক, মিন কুল্লি শাইয়িন য়্যু'যীক, মিন শার্রি কুল্লি নাফ্সিন আও আয়নি হাসিদ, আল্লাহু য়্যাশফীক, বিসমিল্লাহি আরকীক।

অর্থ- আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি।[২১৯]

৩। اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، أَنْ يَّشْفِيَكَ

উচ্চারণঃ- আস্আলুল্লাহাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আই

---

২১৭. বুখারী ১০/১১৮
২১৮. বুখারী, মুসলিম
২১৯. মুসলিম, তিরমিযী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

য়্যাশফিয়াক।

অর্থঃ- আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

এই দুআ' কোন মুমূর্ষু রোগীর কাছে ৭বার পড়লে তার আরোগ্য হয়।[২২০]

ব্যাধিগ্রস্ত লোক দেখলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী অফাদ্দালানী আলা কাস্বীরিম মিম্মান খালাকা তাফদীলা।

অর্থ- আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি তোমাকে যে ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনেকের থেকে আমাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[২২১]

বেদনা দূর করতে

দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে সেই স্থলে হাত রেখে ৩ বার 'বিসমিল্লাহ' বলে ৭বার নিম্নের দুআ' পাঠ করলে উপশম হয়।

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

উচ্চারণঃ- আউযু বিইয্যাতিল্লাহি অকুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু অউহাযির।

অর্থ- আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরতের অসীলায় সেই জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি পাচ্ছি ও ভয় করছি।[২২২]

জ্বর হলে

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ

উচ্চারণঃ- রাব্বানাকশিফ আন্নার রিজ্‌যা ইন্না মু'মিনূন।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট থেকে আযাব অপসারিত কর।

---

২২০. সহীহুল জামি' ৫৬৪২, ৬২৬৩ নং

২২১. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৩

২২২. মুসলিম ২২০২ নং, আবূ দাউদ ৪/১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবশ্যই আমরা বিশ্বাসী।[২২৩]

জ্বিন বদনজর ও যাদু ইত্যাদি থেকে ঝাড়তে

সূরাহ ফালাক ও নাস।

বিষধর জন্তুর দংশনে ঝাড়তে

সূরাহ ফাতিহা।[২২৪]

জ্বিন ও বদনজরাদি থেকে শিশুদের বাঁচাতে

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ

উচ্চারণঃ- উঈযুকুমা বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন কুল্লি শায়তানিঁউ অ হাম্মাহ, অমিন কুল্লি আইনিল লাম্মাহ।

অর্থ- আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক জন্তু হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকারক (বদ) নজর হতে আল্লাহর পানাহ দিচ্ছি।[২২৫]

জ্বিন ঝাড়তে

আয়াতুল কুরসী, সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস।

জ্বিন থেকে পানাহ চাইতে

أُعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

উচ্চারণঃ- আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন গাদাবিহী অইকাবিহী অমিন শার্রি ইবাদিহী অমিন হামাযাতিশ শায়তানি অ আঁই য়্যাহদুরূন।

অর্থ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং তাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২২৬]

আয়াতুল কুরসী সকাল, সন্ধ্যা এবং রাত্রে শয়নকালে পাঠ করলে শয়তান নিকটবর্তী হয় না।[২২৭]

---

২২৩. বুখারী ১০/১৪৭, মুসলিম ২২০৯
২২৪. বুখারী ৭/২২
২২৫. বুখারী ৪/১১৯
২২৬. তিরমিযী ৫/ ৫৪১ আবূ দাউদ ৪/১২
২২৭. সহীহ তারগীব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পেতে এবং শয়তান বিতাড়ন করতে

১। أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ- আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ- আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২- আযান শুনলেও শয়তান দূরে সরে যায়।

৩- সকাল-সন্ধ্যায় যিক্‌র, শয়নকালে যিক্‌র, ঘরে প্রবেশকালে যিক্‌র, কুরআন মাজীদ; বিশেষ করে সূরাহ ফালাক, নাস, বাকারাহ, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করলে শয়তান পলায়ন করে। নামাযে শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝলে প্রথমোক্ত দুআ' পড়ে বাম দিকে তিনবার থুথু মারলে তা দূর হয়ে যাবে।[২২৮]

৪। أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ

উচ্চারণঃ- আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতিল্লাতী লা য়্যুজাবিযুহুন্না বাররুঁউ অলা ফাজিরুম মিন শার্রি মা খালাকা অবারাআ অযারাআ, অমিন শার্রি মা য়্যানযিলু মিনাস সামাই, অমিন শার্রি মা য়্যা'রুজু ফীহা, অমিন শার্রি মা যারাআ ফিল আরদি অমিন শার্রি মা য়্যাখরুজু মিনহা, অমিন শার্রি ফিতানিল লাইলি অন্নাহার, অমিন শার্রি কুল্লি তারিকিন ইল্লা তারিকাঁই য়্যাতরুকু বিখাইরিঁই ইয়া রহমান!

অর্থ- আমি আল্লাহর সেই পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কোন সৎ বা অসৎ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না সেই বস্তুর অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আকাশ থেকে অবতরণ করে এবং যা তার প্রতি উত্থিত হয়। যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন ও যা পৃথিবী হতে নির্গত হয়। (আশ্রয় চাচ্ছি) রাত্রি ও দিবার বিভিন্ন ফিতনা হতে এবং প্রত্যেক নিশাচরের অনিষ্ট হতে যে কোন কল্যাণ ছাড়া রাত্রি

২২৮. মুসলিম ৪/১৭২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কালে আসে যায়। হে করুণাময়![২২৯]

দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি চাইতে

১। নামাযে সালাম ফিরার পূর্বে দুআ'য়ে মাসূরার প্রথম দুআ' পঠনীয়।

২। সূরাহ কাহ্‌ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্ত করলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।[২৩০]

মৃত্যু চাইতে

আত্মহত্যা মহাপাপ। রোগ-ব্যাধিতে কারো খুব কষ্ট হলেও মরণ চাইতে নেই। যদি একান্তই চাইতে হয়, তাহলে নিম্নের দুআ'র মাধ্যমে চাওয়া উচিত ঃ-

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আহয়িনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরাল লী, অতাওয়াফ্‌ফানী ইযা কানাতিল অফাতু খাইরাল লী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতক্ষণ আমার জন্য জীবন কল্যাণকর হয়। নচেৎ মরণ দাও, যদি মরণ আমার জন্য কল্যাণকর হয়।[২৩১]

জীবন থেকে নিরাশ হলে

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফিরলী অরহামনী অ আলহিকনী বির্‌রাফীকিল আ'লা।

অর্থ - আল্লাহ গো! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান সাথীর সাথে মিলিত কর।[২৩২]

২। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু

---

২২৯. মুসনাদ আহমাদ ৩/৪১৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ১০/১২৭

২৩০. মুসলিম ১/৫৫৫

২৩১. বুখারী, মুসলিম

২৩২. বুখারী ৭/১০, মুসলিম ৪/ ১৮৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অলাহুল হাম্‌দ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এসব তাহলীলের অর্থ পূর্বে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। এই দুআ' পড়ে কেউ মারা গেলে সে জাহান্নাম প্রবেশ করবে না।[২৩৩]

মরণাপন্নকে তালকীন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" যার জীবনের শেষ কথা এই কালিমাহ হবে, সে (কোনও দিন) জান্নাত প্রবেশ করবে।[২৩৪]

মৃত ব্যক্তির চক্ষু বন্ধ করার সময়

কারো মৃত্যুর সময় কোন মন্দ দুআ' করতে নেই। যেহেতু উক্ত সময়ে ফিরিশ্‌তাদল উপস্থিত মানুষের দুআ'য় আমীন' বলে থাকেন। তাই মৃতব্যক্তির চক্ষুদ্বয় মরণের পর খোলা থাকলে তা বন্ধ করে এই দুআ' পড়তে হয় --

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِـ(....) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফির লি (*মৃতের নাম নিতে হবে*) অরফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যীন, অখলুফহু ফী আকিবিহি ফিল গাবিরীন, অগ্‌ফির লানা অলাহু ইয়া রাব্বাল আলামীন, অফ্‌সাহ লাহু ফী কাবরিহী অ নাব্বিরলাহু ফীহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি (অমুককে) মাফ করে দাও এবং হিদায়তপ্রাপ্তদের দলে ওর মর্যাদা উন্নত কর, অবশিষ্টদের মধ্যে ওর পশ্চাতে ওর উত্তরাধিকারী দাও। আমাদেরকে এবং ওকে মার্জনা করে দাও হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ওর কবরকে প্রশস্ত করো এবং ওর জন্য কবরকে আলোকিত করো।[২৩৫]

মসীবতের সময়

আত্মীয়-পরিজন বা অন্য কিছুর বিয়োগ-ব্যথার মসীবতে নিম্নের দুআ' পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা বিগতের চেয়ে উত্তম কিছু দান করে থাকেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا،

উচ্চারণঃ- ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিঊন, আল্লাহুম্মা'জুরনী ফী মুসীবাতী অখলুফলী খাইরাম মিনহা।

---

২৩৩. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫২, সহীহ ইবনু মাজাহ২/ ৩১৭

২৩৪. সহীহুল জামি' ৫/৩৪২

২৩৫. মুসলিম ২/৬৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- আমরা তো আল্লাহরই, এবং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সাওয়াব দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর।[২৩৬]

জানাযাহর দুআ'

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যিনা অমায়্যিতিনা অ শাহিদিনা অগায়িবিনা অস্নাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনস্নানা, আল্লাহুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তুদিল্লানা বা'দাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দেবে, তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সাওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না।[২৩৭]

২। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগসিলহু বিলমাই অস্স্নালজি

---

২৩৬. মুসলিম ২/৬৩২
২৩৭. সহীহ ইবনু মাজাহ১/ ২৫২ আহমাদ ২/৩৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অলবারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাতায়া কামা অয়্যুনাক্কাস্ব স্বাওবুল আবয়্যাদু মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দারান খাইরাম মিন দারিহী অ আহলান খায়রাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইযহু মিন আযাবিল কাবরি অ আযাবিন্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও।[২৩৮]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনা ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা অহাবলি জিওয়ারিক, ফাকিহি মিন ফিতনাতিল কাবরি অ আযাবিন্নার, অ আন্তা আহলুল অফাই অলহাক্ক, ফাগফির লাহু অরহামহু ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আমানতে। অতএব ওকে তুমি কবর ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি বিশ্বাস ও ন্যায়ের পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ করে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহা ক্ষমাশীল অতি দয়াবান।[২৩৯]

৪। اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلٰى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ

উচ্চারণঃ- "আল্লাহুম্মা আবদুকা অবনু আমাতিকাহতাজা ইলা রাহমাতিক, অআন্তা গানিইয়্যুন আন আযাবিহ, ইন কানা মুহসিনান ফাযিদ ফী হাসানাতিহ, অইন কানা মুসীআন ফাতাজাঅয আন্‌হ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের

---

২৩৮. মুসলিম ২/৬৬৩

২৩৯. সহীহ ইবনু মাজাহ ১/২৫১, আবূ দাউদ ৩/ ২১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুখাপেক্ষী এবং তুমি ওকে আযাব দেয়া থেকে বেপরোয়া। যদি ও নেক হয় তবে ওর নেকী আরো বৃদ্ধি কর আর যদি গোনাহগার হয় তবে ওকে ক্ষমা কর।[২৪০]

জানাযাহ্য় শিশুর জন্য দুআ'

শিশুর জন্যেও ১নং দুআ' পড়া বিধেয়।[২৪১] তাছাড়া নিম্নের দুআ'ও পড়া যায়,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّأَجْرًا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাজআলহু লানা ফারাতাঁও অ সালাফাঁও অ আজরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমাদের জন্য অগ্রগামী (জান্নাতে পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ ব্যবস্থাকারী) এবং স্রাওয়াব বানাও।[২৪২]

মৃতব্যক্তির পরিজনকে সান্ত্বনা দিতে

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطٰى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ.

উচ্চারণঃ- ইন্না লিল্লাহি মা আখাযা অলাহু মা আ'তা, অকুল্লু শায়য়িন ইনদাহু বিআজালিম মুসাম্মা। ফাস্ববির অহ্তাসিব।

অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই। প্রত্যেক জিনিস তাঁর নিকট নির্ধারিত সময় বাঁধা। অতএব তুমি ধৈর্য ধর এবং স্রাওয়াবের আশা কর।[২৪৩]

মৃতব্যক্তির শোকাহত পরিবারকে তাদের ভাষায় এরূপ বলে সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য।

কবরে লাশ রাখার সময়

যে লাশ রাখবে সে এই দুআ' বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ- বিসমিল্লাহি অআলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রসূলের মতাদর্শের উপর (কবরে রাখছি)।[২৪৪]

---

২৪০. হাকিম ১/৩৫৯
২৪১. আহকামুল জানায়িয, আলবানী ১২৬-১২৭
২৪২. শারহুস সুন্নাহ ৫/৩৫৭, বায়হাকী, বুখারী
২৪৩. বুখারী ২/৮০, মুসলিম ২/ ৬৩৬
২৪৪. আবূ দাউদ ৩/৩১৪, আহমাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবর যিয়ারতের দুআ'

১। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণঃ- আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন, নাসআলুল্লাহা লানা অলাকুমুল আফিয়াহ।

অর্থ- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! আমরাও -আল্লাহ যদি চান- তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।[২৪৫]

২। اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ

উচ্চারণঃ- আসসালামু আলা আহলিদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অ য়্যারহামুল্লাহুল মুস্তাকদিমীনা মিন্না অলমুস্তা'খিরীন, অইন্না ইনশাল্লাহু বিকুম লালাহিকূন।

অর্থ- মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যারা আগে এসেছে এবং যারা পরে আসবে তাদের উপর আল্লাহ রহম করেন। এবং আমরাও আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব।[২৪৬]

প্রকাশ যে, কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীর জন্য হাত তুলেও দুআ' করা যায়।[২৪৭]

দুশ্চিন্তা দূর করার দুআ'

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلَاءَ حُزْنِيْ

---

২৪৫. মুসলিম ২/৬৭১
২৪৬. মুসলিম ৯৭৮
২৪৭. মুসলিম ৯৭৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَذَهَابَ هَمِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকা অবনু আবদিকা অবনু আমাতিক, নাসিয়াতী বিয়্যাদিক, মাদিন ফিইয়্যা হুকমুক, আদলুন ফিইয়্যা কাদাউক, আসআলুকা বিকুল্লিস্‌মিন হুয়া লাক, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও আন্‌যালতাহু ফী কিতাবিক, আও আল্লামতাহু আহাদাম মিন খাল্‌কিক, আবিস্তা'সারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবি ইন্দাক; আন তাজআলাল কুরআনা রাবীআ' কালবী অনূরা স্বদরী অজালাআ হুযনী অযাহাবা হাম্মী।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি- যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও।[২৪৮]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি অল হুযনি অল আজ্‌যি অল কাসালি অল বুখ্‌লি অল জুব্‌নি অ দালাইদ্‌ দাইনি অ গালাবাতির রিজাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে অ শ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৪৯]

৩। اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা। অআন্তা তাজআলুল হুযনা ইযা শি'তা সাহলা।

---

২৪৮. মুসনাদে আহমাদ ১/৩৯১

২৪৯. বুখারী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা সহজ করে দিয়েছ তা ছাড়া সহজ কিছু নয়। আর ইচ্ছা করলে তুমিই দুশ্চিন্তাকে সহজ করে থাক।[২৫০]

উপস্থিত বিপদ দূর করার দুআ'

১। لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

উচ্চারণ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি অরাব্বুল আরদি অরাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই; যিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি।[২৫১]

২। اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা রহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী তফাতা আইন, অ আস্লিহ লী শা'নী কুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার রহমতেরই আশা রাখি। অতএব তুমি আমাকে পলকের জন্যও আমার নিজের উপর সোপর্দ করে দিয়ো না এবং আমার সকল অবস্থাকে সংশোধিত করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ সত্য মা'বুদ নেই।

৩। لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালেমীন।

অর্থঃ- তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।[২৫২]

৪। اَللهُ اَللهُ رَبِّيْ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

উচ্চারণঃ- আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইআ।

---

২৫০. ইবনু হিব্বান, ইবনু সুন্নী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৮৬নং

২৫১. বুখারী ৭/১৫৪, মুসলিম ৪/২০৯২

২৫২. সহীহ তিরমিযী ৩/১৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা সহজ করে দিয়েছ তা ছাড়া সহজ কিছু নয়। আর ইচ্ছা করলে তুমিই দুশ্চিন্তাকে সহজ করে থাক।[২৫০]

উপস্থিত বিপদ দূর করার দুআ'

১। لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

উচ্চারণ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি অরাব্বুল আরদি অরাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই; যিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি।[২৫১]

২। اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা রহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী তফাতা আইন, অ আস্লিহ লী শা'নী কুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার রহমতেরই আশা রাখি। অতএব তুমি আমাকে পলকের জন্যও আমার নিজের উপর সোপর্দ করে দিয়ো না এবং আমার সকল অবস্থাকে সংশোধিত করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ সত্য মা'বুদ নেই।

৩। لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালেমীন।

অর্থঃ- তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।[২৫২]

৪। اَللهُ اَللهُ رَبِّيْ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

উচ্চারণঃ- আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইআ।

---

২৫০. ইবনু হিব্বান, ইবনু সুন্নী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৮৬নং

২৫১. বুখারী ৭/১৫৪, মুসলিম ৪/২০৯২

২৫২. সহীহ তিরমিযী ৩/১৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- আল্লাহ আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর সাথে কিছুকে শরীক করি না।[২৫৩]

সংকট মুহূর্তে

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

উচ্চারণঃ- ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূমু বিরহমাতিকা আস্তাগীস্ব।

অর্থ- হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! তোমার রহমতের অসীলায় আমি ফরিয়াদ করছি।[২৫৪]

শত্রু বা অত্যাচারী শাসকের সাক্ষাতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম অনাঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।[২৫৫]

২। اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَأَنْتَ نَصِيْرِيْ، بِكَ أَجُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আন্তা আদুদী অ আন্তা নাস্বীরী, বিকা আজূলু অবিকা আসূলু অবিকা উকাতিল।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল ও তুমি আমার সহায়। তোমার সাহায্যেই আমি চলাফেরা করি, তোমার সাহায্যেই আমি আক্রমণ করি এবং তোমার সাহায্যেই আমি যুদ্ধ করি।[২৫৬]

৩। حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

উচ্চারণ: হাসবুনাল্লাহ অ নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থঃ- আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।[২৫৭]

---

২৫৩. সহীহ ইবনু মাজাহ ২/৩৩৫
২৫৪. সহীহুল জামি' ৪৭৭৭নং
২৫৫. আবূ দাউদ ২/৮৯, হাকিম ২/১৪২, সহীহুল জামি' ৪৫৮২
২৫৬. সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮৩
২৫৭. বুখারী ৫/১৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনে সন্দেহ হলে

১। আউযু বিল্লাহ' পড়ে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং সত্বর সন্দিহান চিন্তা থেকে বিরত হবে।[২৫৮]

২। এই কথাটি বলবে, آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ। আমানতু বিল্লাহি অরুরুসুলুহি।

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ ও রসূলগণের উপর ঈমান এনেছি।

৩। هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থঃ- তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত (অপরাভূত) ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক্ অবহিত।[২৫৯]

গুপ্ত শির্ক হতে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন উশরিকা বিকা অআনা আ'লাম, অআস্তাগ্ফিরুকা লিমা লা আ'লাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জেনে শুনে তোমার সাথে শির্ক করা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে শির্ক না জেনে করে ফেলি, তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[২৬০]

অশুভ ধারণা হলে

কিছু দেখে বা শুনে অশুভ ধারণা হলে বা ক্ষতি কিংবা অসাফল্যের আশঙ্কা হলে নিম্নের দুআ' পড়বে;

اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা লা তাইরা ইল্লা তাইরুক, অলা খাইরা ইল্লা খাইরুক, অলা ইলাহা গাইরুক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার (সৃষ্ট) অশুভ ছাড়া অন্য কিছু অশুভ নেই, তোমার মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন মঙ্গল নেই এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।[২৬১]

---

২৫৮. বুখারী ৬/৩৩৬, মুসলিম ১/১২০

২৫৯. সূরাহ হাদীদ ৩ আয়াত, আবূ দাউদ ৪/৩২৯

২৬০. সহীহ জামি' ৩/ ২৩৩

২৬১. আহমাদ ২/২২০, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৬৫নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঋণমুক্ত ও ধনী হতে

১। اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিক, অআগনিনী বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর।[২৬২]

২। 'দুশ্চিন্তা দূর করার' ২ নং দুআ' পঠনীয়।

৩। রাত্রে শয়নকালে নিম্নের দুআ' পঠনীয় ;

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি অরাব্বাল আরদি অরাব্বাল আরশিল আযীম। রাব্বানা অরাব্বা কুল্লি শাই, ফালিকাল হাব্বি অন্নাওয়া, অমুনাযযিলাত তাউরাতি অল-ইনজীলি অল-ফুরকান। আউযু বিকা মিন শার্রি কুল্লি যী শার্রিন আন্তা আখিযুন বিনাসিয়াতিহ। আল্লাহুম্মা আন্তাল আওওয়ালু ফালায়সা কাবলাকা শায়, অআন্তাল আখিরু ফালায়সা বা'দাকা শাই, অআন্তায যাহিরু ফালায়সা ফাওকাকা শায়, অআন্তাল বাতিনু ফালায়সা দূনাকা শায়, ইকদি আন্নাদ্ দাইনা অআগনিনা মিনাল ফাক্বর।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে আকাশ মণ্ডলী, পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি-- যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত (অপরাভূত), তোমার উর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। আমাদের

২৬২. সহীহ তিরমিযী ৩/১৮০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তরফ থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল (অভাবশূন্য) করে দাও।[২৬৩]

৪। اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ وَآمِنْ رَوْعَتِيْ وَاقْضِ عَنِّيْ دَيْنِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাস্তুর আওরাতী অআমিন রাউআতী অকদি আন্নী দাইনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনীয় ত্রুটিকে গোপন কর, ভয় থেকে নিরাপত্তা দাও এবং আমার তরফ থেকে আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও।[২৬৪]

হতাশাজনক কিছু ঘটলে

মহানবী (ﷺ) বলেন, "আল্লাহর নিকট বলবান মু'মিন দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা উত্তম এবং প্রিয়। অবশ্য উভয়েই মঙ্গল আছে। তোমাকে যে বস্তু উপকৃত করবে তার প্রতি যত্নবান হও এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি অপ্রিয় কিছু তোমার ঘটেই থাকে, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এই করতাম, তাহলে এই হতো না' ইত্যাদি। বরং বল ;

قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

(কাদ্দারাল্লাহু অমা শাআ ফাআল।)

অর্থাৎ- আল্লাহ ভাগ্য নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তা করেছেন। যেহেতু 'যদি-যদি' করা শয়তানের কর্মদ্বার উন্মুক্ত করে।"[২৬৫] সুতরাং আক্ষেপ ও হাহুতাশ পরিহার করে নতুনভাবে কর্ম শুরু করাই দরকার।

সন্তোষজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস স্বালিহাত।

অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহেই সৎকর্মাদি পরিপূর্ণ হয়।[২৬৬]

---

২৬৩. মুসলিম ৪/ ২০৮৪
২৬৪. সহীহুল জামি' ১২৬২
২৬৫. মুসলিম ৪/২০৫২
২৬৬. সহীহ ইবনু মাজাহ ৩০৬৬নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অসন্তোষজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল।

অর্থ- আল্লাহর নিমিত্তে সকল প্রশংসা সর্বাবস্থায়।[২৬৭]

খুশী বা আশ্চর্যজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) অথবা اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) পড়বে।[২৬৮] কিছু দেখে নজর লাগার ভয় থাকলে বর্কতের দুআ' দেবে।[২৬৯]

মনোরম কিছু দেখলে

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণঃ- মা শাআল্লাহু লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' *(সূরাহ আল-কাহ্‌ফ ১৮: ৩৯)*

আগামীতে কিছু করব বললে

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ। (ইনশাআল্লাহ) বলা বিধেয়। যেহেতু কোন কর্মই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। *(সূরাহ কাহ্‌ফ ১৮: ২৩-২৪)*

কাউকে হাসতে দেখলে

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ (আদহাকাল্লাহু সিন্নাক)

অর্থাৎ- আল্লাহ আপনার দন্তকে হাস্যময় করুন।[২৭০]

ঘাবড়ে গেলে বা ভয় পেলে

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।[২৭১]

---

২৬৭. সহীহুল জামি' ৪/২০১, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৫নং

২৬৮. বুখারী ১/২১০, মুসলিম ৪/১৮৫৭

২৬৯. সহীহুল জামি' ১/২১২

২৭০. বুখারী ৭/৩৭, মুসলিম ২৩৯৬ নং

২৭১. বুখারী ১১/৪৬৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঝড় বাতাসের সময়

ঝড় বা ঝোড়ো বাতাসকে গালি না দিয়ে নিম্নের দুআ' পঠনীয়।

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অ আঊযু বিকা মিন শার্রিহা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৭২]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা ফীহা অখাইরা মা উরসিলাত বিহ, অআঊযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উরসিলাত বিহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এর অনিষ্ট, এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।[২৭৩]

"আল্লাহুম্মাজআলহা রিয়াহান--" হাদীস্রটি বাতিল হাদীস্র।[২৭৪]

মেঘ দেখলে

আকাশে মেঘ দেখলে কাজ ছেড়ে দিয়ে নিম্নের দুআ' পড়তে হয়;

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রিহা)

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ওর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৭৫]

বৃষ্টি নামলে

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

---

২৭২. আবূ দাউদ ৪/৩২৬, স্বহীহ ইবনু মাজাহ ২/৩০৫

২৭৩. বুখারী ৪/৭৬, মুসলিম ২/ ৬১৬

২৭৪. সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/৬০২

২৭৫. সহীহ আবূ দাউদ ৪২৫২নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহুম্মা স্বাইয়্যিবান নাফিআ'।

অর্থ- হে আল্লাহ! লাভদায়ক বৃষ্টি বর্ষণ কর।[২৭৬]

মেঘ গর্জন কালে

কথাবার্তা ছেড়ে এই দুআ' পঠনীয়--

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ.

উচ্চারণঃ- সুবহানাল্লাযী য়্যুসাব্বিহুর রা'দু বিহমদিহী অলমালাইকাতু মিন খীফাতিহ।

অর্থঃ- আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁর ভয়ে মেঘনাদ ও ফিরিশ্তাবর্গ তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।[২৭৭]

এখানে 'লা তাকতুলনা বিগাদাবিকা' এর হাদীস্রটি দঈফ।[২৭৮]

বৃষ্টির পর

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ.

উচ্চারণঃ- মুতিরনা বিফাদলিল্লাহি অরহমাতিহ।

অর্থ- আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় আমাদের মাঝে বৃষ্টি হল।[২৭৯]

অনাবৃষ্টি হলে

বৃষ্টি না হলে ইস্তিস্কার নামায পড়া সুন্নত। নামাযের পূর্বে খুতবায় হাত তুলে দুআ' করা বিধেয়। এবং জুমুআহর খুতবায় হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দুআ' করা বিধিসম্মত। যেমন এই সময় অনেকানেক ইস্তিগফার করা কর্তব্য।

১। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ

---

২৭৬. বুখারী ২/৫১৮
২৭৭. মুওয়াত্তা' ২/৯৯২
২৭৮. দঈফ তিরমিযী ৪৪৮ পৃঃ
২৭৯. বুখারী ১/২০৫, মুসলিম ১/৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন আর রাহমানির রাহীম, মালিকি য়্যাউমিদ্দীন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু য়্যাফআলু মা য়্যুরীদ, আল্লাহুম্মা আন্তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্ত, আন্তাল গানিইয়্যু অনাহনুল ফুকারা', আনযিল আলায়নাল গাইস্না অজ্আল মা আনযালতা লানা কুওওয়াতাঁও অ বালাগান ইলা হীন।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্তে। যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। যিনি অসীম করুণাময়, দয়াবান। বিচার দিবসের অধিপতি। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই। তুমিই অভাবমুক্ত এবং আমরা অভাবগ্রস্ত। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং যা বর্ষণ করেছ তা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত শক্তি ও যথেষ্টতার কারণ বানাও।[২৮০]

২। اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাসকিনা গায়স্রাম মুগীস্রাম মারীআম মারীআন নাফিআন গাইরা দার্রিন আজিলান গাইরা আজিল।

অর্থ- আল্লাহ গো! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, প্রয়োজন পূর্ণকারী স্বাচ্ছন্দ্য ও উর্বরতা আনয়নকারী, লাভদায়ক ও হিতকর, এবং বিলম্বে নয় অবিলম্বে বর্ষণশীল বৃষ্টি।[২৮১]

৩। اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আগিস্রনা, আল্লাহুম্মা আগিস্রনা, আল্লাহুম্মা আগিস্রনা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য পানি বর্ষণ কর।[২৮২]

৪। اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাসকি ইবাদাকা অবাহাইমাকা অনশুর রাহমাতাকা অআহয়ি বালাদাকাল মাইয়্যিত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের ও প্রাণীদের উপর পানি বর্ষণ কর এবং তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও। আর তোমার মৃত দেশকে জীবিত কর।[২৮৩]

---

২৮০. আবূ দাউদ
২৮১. আবূ দাউদ
২৮২. বুখারী ১/২২৪, মুসলিম ২/৬১৩
২৮৩. আবূ দাউদ ১/৩০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অতিবৃষ্টি হলে

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَ بُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা অলা আলায়না, আল্লাহুম্মা আলাল আকামি অযযিরাবি অবুতনিল আওদিয়াতি অমানাবিতিশ শাজার।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বর্ষাও, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়, টিলা, উপত্যকা এবং বৃক্ষাদির উদ্‌গত হবার স্থানে বর্ষাও।[২৮৪]

খাওয়ার আগে দুআ'

'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাত দ্বারা নিজের দিকে এক তরফ থেকে খেতে শুরু করতে হয়। খাওয়া শুরু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে এবং মাঝে মনে পড়লে বলতে হয়,

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহি আওওয়ালাহু অ আখিরাহ।

অর্থ- শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি।[২৮৫]

খাদ্যের কোন প্রকার ত্রুটি বর্ণনা করতে নেই। একত্রে (এক পাত্রে) বসে ভোজন করলে তাতে বর্কত হয়।[২৮৬]

খাওয়ার পরে দুআ'

১। খাওয়ার শেষে নিম্নের দুআ' পঠনীয়;

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি অআতইমনা খাইরাম মিন্‌হ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বর্কত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম আহার দান কর।

খাবার দুধ হলে বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বারিক-লানা ফীহি অযিদনা মিন্‌হ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বর্কত দান কর এবং আমাদেরকে এর প্রাচুর্য দাও।[২৮৭]

---

২৮৪. বুখারী ১/২২৪, মুসলিম ২/৬১৪

২৮৫. সহীহ তিরমিযী ২/১৬৭

২৮৬. সহীহুল জামি' ১৪২নং

২৮৭. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকাশ থাকে যে, এই দুআ' অনেকে খাবার আগে পড়তে হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৮৮]

২। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةً

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানী হাযা অরাযাকানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী অলা কুওওয়াহ।

অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই।

এই দুআ'টি পাঠ করলে পূর্বেকার গোনাহ মাফ হয়ে যায়।[২৮৯]

৩। اَللّٰهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا أَعْطَيْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আতআমতা অআসকাইতা অআগনাইতা অআকনাইতা অহাদাইতা অআহয়্যাইত্। ফালাকাল হামদু আলা মা আ'তাইত্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি খাওয়ালে, পান করালে, অভাবমুক্ত করলে, তৃপ্ত করলে, হিদায়াত করলে এবং জীবিত করলে। সুতরাং তুমি যা কিছু দান করেছ, তার উপর তোমারই সমুদয় প্রশংসা।

৪। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবাম মুবারাকান ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু রাব্বানা।

অর্থ- আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বর্কতপূর্ণ প্রশংসা। অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়োজন-সাপেক্ষ প্রশংসা। হে আমাদের প্রভু![২৯০]

'সাকানা অজাআলানা মুসলিমীন'এর হাদীস্রটি দঈফ।[২৯১]

অপরের নিকট পানাহার করলে তার জন্য দুআ'

১। اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাকতাহুম অগফিরলাহুম

---

২৮৮. হিসনুল মুসলিম

২৮৯. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৯

২৯০. বুখারী ৬/২১৪, তিরমিযী ৫/৫০৭

২৯১. দঈফ তিরমিযী ৪৪৮ পৃঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অরহামহুম।

অর্থ- হে আল্লাহ! ওদেরকে তুমি যা দান করেছ, তাতে ওদের জন্য বর্কত দান কর। ওদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং ওদের প্রতি রহম কর।[২৯২]

২। أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

উচ্চারণ- আকালা তাআমাকুমুল আবরার, অসাল্লাত্ আলায়কুমুল মালাইকাহ, অ আফতারা ইনদাকুমুস্ সায়িমূন।

অর্থ- সজ্জনরা আপনাদের খাবার খাক, ফিরিশ্‌তাবর্গ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করুক।[২৯৩]

কেউ কিছু পান করালে তার জন্য দুআ'

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আতইম মান আতআমানী অসকি মান সাকানী।

অর্থ - হে আল্লাহ! তাকে তুমি খাওয়াও, যে আমাকে খাওয়াল এবং তাকে পান করাও, যে আমাকে পান করাল।[২৯৪]

রোযা ইফতারের দুআ'

রোযা ইফতারের সময় দুআ' কবুল হবার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস্র শুদ্ধ নয়।[২৯৫]

অনুরূপ এই সময় আল্লাহুম্মা লাকা স্নুমতু অআলা রিযকিকা আফতারতু' দুআ'র হাদীস্রও দঈফ।[২৯৬]

ইফতার শেষে নিম্নের দুআ' পঠনীয়,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ : যাহাবায যামাউ অবতাল্লাতিল উরূকু অস্নাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।

---

২৯২. মুসলিম ৩/১৬১৫
২৯৩. মুসলিম আহমাদ ৩/১৩৮, বাইহাক্বী ৭/২৮৭
২৯৪. মুসলিম ৩/১২৬
২৯৫. ইরওয়াউল গলীল ৯২১ নং
২৯৬. দঈফ আবূ দাউদ ২৩৪ পৃঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং আল্লাহ চাহেন তো স্রাওয়াব সাব্যস্ত হল।[২৯৭]

অপরের নিকট রোযা ইফতার করলে

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

উচ্চারণ- আফতারা ইনদাকুমুস স্বায়িমূন, অ আকালা তাআমাকুমুল আবরার, অস্বাল্লাত আলায়কুমুল মালাইকাহ।

অর্থঃ- আপনাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করুক, সজ্জনরা আপনাদের খাবার খাক এবং ফিরিশ্তাবর্গ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[২৯৮]

রোযাদারকে দিনে কেউ খেতে ডাকলে তার জন্য দুআ' করবে।[২৯৯] কেউ গালি দিলে বলবে আমি রোযা রেখেছি। আমি রোযা রেখেছি।[৩০০]

প্রথম দিনের চাঁদ দেখলে

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলায়না বিলয়্যুমনি অলঈমানি অসসালামাতি অলইসলাম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর বর্কত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ।[৩০১]

নতুন ফল-ফসল দেখলে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী স্বামারিনা, অবারিক লানা ফী মাদীনাতিনা, অবারিক লানা ফী সাইনা, অবারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

---

২৯৭. আবূ দাউদ ২/৩০৬, সহীহুল জামি' ৪/২০৯
২৯৮. আবূ দাউদ ৩/৩৬৭
২৯৯. মুসলিম ২/১০৫৪
৩০০. বুখারী ৪/১০৬, মুসলিম ২/৮০৬
৩০১. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮১৬নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফল-ফসলে, শহরে ও পরিমাপে বর্কত দান কর।[৩০২]

হাঁচির সময়

যে হাঁচি দেবে সে সশব্দে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লাহ'। আর যে তার আলহামদুলিল্লাহ' বলা শুনবে, সে তার জন্য দুআ' করবে, বলবে, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ। 'য়্যারহামুকাল্লাহ' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে রহম করে)। অতঃপর যে হাঁচি দিয়েছে সে নিজের জন্য দুআ' করতে শুনলে ঐ ব্যক্তির জন্যও (কাফির হলেও) দুআ' করবে, বলবে,

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ। (য়্যাহদীকুমুল্লাহু অয়ুস্‌সলিহ বালাকুম)

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তোমাদের অন্তর সংশোধন করেন।[৩০৩]

৩ বারের অধিক হাঁচলে আর উত্তর দিতে হয় না।[৩০৪]

কোন কাফির হাঁচলে তার দুআ'র জওয়াবে শেষোক্ত দুআ'টি পঠনীয়।[৩০৫]

নামাযে হাঁচলে বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাস্বীরান তায়য়িবাম মুবারাকান ফীহি মুবারাকান আলায়হি কামা অয়ুহিব্বু রাব্বুনা অ য়্যারদা।

অর্থ- পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।[৩০৬]

জুমুআহ, বিবাহবন্ধন ইত্যাদির খুতবাহ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ،

---

৩০২. মুসলিম ২/১০০০
৩০৩. বুখারী ৭/১২৫
৩০৪. আবূ দাউদ ৫০৩৪নং
৩০৫. সহীহ তিরমিযী ২/৩৫৪
৩০৬. আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৯৯২নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُّصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

উচ্চারণঃ- ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু অনাস্তাঈনুহু অনাস্তাগফিরুহু, অনাঊযু বিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা অ সাইয়্যিআতি আ'মালিনা। মাঁই য়্যাহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু অমাঁই য়্যুদলিল ফালা হাদিয়া লাহ। অ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

এরপর সূরাহ নিসা'র ১ নং আয়াত, সূরাহ আলু ইমরানের ১০২ নং আয়াত, এবং সূরাহ আহযাবের ৭০-৭১ নং আয়াত।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের আত্মা এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন তাকে পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও রসূল।

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন, এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা কর। আর ভয় কর জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।"

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে অবশ্যই মরো না।"

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।"[৩০৭]

বর-কনের জন্য দুআ'

বর-কনের জন্য প্রত্যেককেই একাকী উদ্দেশ্য করে এই দুআ' বলবে ঃ-

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

উচ্চারণঃ- বারাকাল্লাহু লাকা অবারাকা আলায়কা অজামাআ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অর্থ -আল্লাহ তোমার জন্য (এই বিবাহকে) বর্কতপূর্ণ করুন, তোমার উপর বর্কত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত রাখুন।[৩০৮]

বাসরের দুআ'

প্রথম সাক্ষাতে (দু' রাকআত নামায পড়ে) স্ত্রীর ললাটে হাত রেখে নিম্নের দুআ' পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা জাবালতাহা আলায়হ, অআঊযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা জাবালতাহা আলায়হ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং যে প্রকৃতির উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট এর অকল্যাণ এবং যে প্রকৃতির উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ তার অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩০৯]

সহবাসের পূর্বে দুআ'

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তানা অজান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা।

---

৩০৭. আবূ দাউদ ২১১৮, তিরমিযী ১১০৫
৩০৮. সহীহ তিরমিযী ১/৩১৬
৩০৯. আবূ দাউদ ২/২৪৮, সহীহ ইবনু মাজাহ১/৩২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থ- আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

এই সহবাসে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।[৩১০]

সন্তান ভূমিষ্ট হলে

শিশু (ছেলে অথবা মেয়ে) ভূমিষ্ট হলে তার কানে নামাযের আযান দেওয়া সুন্নত।[৩১১]

ইকামাত দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস্রটি জাল।[৩১২]

ক্রোধের সময়

'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়লে ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।[৩১৩]

ক্রোধ এলে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, তবে বসে যাবে এবং বসে থাকলে শুয়ে যাবে।[৩১৪]

মজলিস ও জালসায় দুআ'

যে মজলিসে বা বৈঠকে আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) হয় না সে মজলিসের লোক সকল মৃত গাধার দেহের উপর সমবেত হয় এবং তাদের আক্ষেপ হবে।[৩১৫]

১। মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে সকলের জন্যই নিম্নের দুআ' পড়া সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ

---

৩১০. বুখারী ৬/১৪১, মুসলিম ২/১০২৮
৩১১. তিরমিযী ১৫১৪, আবূ দাউদ ১৫০৫
৩১২. সিলসিলাহ দঈফাহ ৩২১নং
৩১৩. বুখারী ১০/৩৮৯, মুসলিম ২৬১০
৩১৪. আবূ দাউদ ৪৭৮২, সহীহুল জামি' ৭০৭
৩১৫. আহমাদ ২/৩৮৯, হাকিম ১/৪৯২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাকসিম লানা মিন খাশ্‌য়্যাতিকা মা তাহূলু বিহী বায়নানা অবায়না মাআসীক, অমিন তাআতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাক, অমিনাল য়্যাকীনি মা তুহাউবিনু বিহী আলায়না মাসাইবাদ দুন্‌য়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তি'না বিআসমাইনা অ আবসারিনা অকুওওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজআলহুল ওয়ারিস্বা মিন্না। অজআল স্বা'রানা আলা মান যালামানা, অনসুরনা আলা মান আদানা, অলা তাজআল মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজআলিদ্দুন্‌য়্যা আকবারা হাম্মিনা অলা মাবলাগা ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত আলায়না মাল লা য়্যারহামুনা।

অর্থঃ - আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না।[৩১৬]

২। رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণঃ- রাব্বিগফিরলী অতুব আলায়য়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাউওয়াবুল গাফূর।

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবা গ্রহণকারী ক্ষমাশীল।[৩১৭]

---

৩১৬. তিরমিযী ৩৪৯৭নং

৩১৭. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৩, সহীহ ইবনু মাজাহ ২/৩২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাফফারাতুল মাজলিস

কোন মজলিসে হৈ-হাল্লা বেশী করলে, বৈঠক শেষে নিম্নের দুআ' পাঠ করলে ঐ মজলিসে কৃত (সগীরাহ) গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণঃ- সুবহানাকাল্লাহুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা অ আতূবু ইলাইক্।

অর্থ- তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।[৩১৮]

দুআ'র বদলে দুআ'

কেউ যদি আপনাকে দুআ' করে বলে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' তাহলে আপনিও তার জওয়াবে বলুন 'এবং আপনাকেও।'[৩১৯]

কেউ যদি আপনাকে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি'। তাহলে আপনিও তার উত্তরে বলুন, 'যাঁর ওয়াস্তে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনি আপনাকে ভালোবাসুন।'[৩২০]

কারো প্রশংসা করতে হলে

কারো সার্টিফাই বা প্রশংসা করতে হলে এইরূপ বলতে হয়, 'অমুককে আমি এই মনে করি এবং আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আর আল্লাহর তাকদীর ও জ্ঞানের উপর কারো প্রশংসা করি না। যেহেতু পরিণাম ও গুপ্ত বিষয় তো আল্লাহই জানেন, আমি ওকে এই মনে করি...।'

অতঃপর জানা বিষয়ে তার প্রশংসা করবে।[৩২১]

কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার জন্য দুআ'

اَللّٰهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً.

---

৩১৮. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৩
৩১৯. মুসলিম আহমাদ ৫/৮২
৩২০. আবূ দাউদ ৪/৩৩৩
৩২১. মুসলিম ৪/২২৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নামা আনা বাশারুন ফাআইয়্যুমা রাজুলিন মিনাল মুসলিমীনা সাবাবতুহু আও লাআনতুহু আও জালাত্তুহু ফাজআলহা লাহু যাকাতাঁও অরাহমাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ মাত্র। তাই মুসলিমদের যাকেই আমি গালি দিয়েছি বা অভিশাপ করেছি বা চাবুক মেরেছি তার জন্য তা পবিত্রতা ও রহমত বানিয়ে দাও।[৩২২]

কেউ অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাইলে

بَارَكَ اللهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণঃ- বারাকাল্লাহু ফী আহলিকা অমালিক।

অর্থ- আল্লাহ তোমার পরিবার ও মালে বর্কত দিন।[৩২৩]

ঋণ পরিশোধ করলে

ঋণ পরিশোধকালে ঋণদাতার শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নের দুআ' বলতে হয়;

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ.

উচ্চারণঃ- বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা অমালিক, ইন্নামা জাযাউস সালাফিল হামদু অলআদা'।

অর্থ- আল্লাহ তোমার পরিবার ও মালে বর্কত দান করুন। ঋণের প্রতিদান তো প্রশংসা ও আদায়।[৩২৪]

কেউ কোন উপকার বা সাহায্য করলে কিংবা উপহার দিলে

কেউ কোন উপহার, উপকার বা সাহায্য করলে তার জন্য নিম্নের দুআ' করতে হয়;

১। جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

(জাযাকাল্লাহু খাইরা)

অর্থ- আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।[৩২৫]

২। بَارَكَ اللهُ فِيْكَ

---

৩২২. মুসলিম ২৬০১
৩২৩. বুখারী ৪/৮৮
৩২৪. সহীহ ইবনু মাজাহ ২/৫৫
৩২৫. সহীহ তিরমিযী ২/২৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(বারাকাল্লাহু ফীক)

অর্থাৎ আল্লাহ আপনার মাঝে বর্কত দিন।

এর উত্তরে দাতাকেও বলা উচিত,

وَفِيْكَ بَارَكَ اللهُ

(অফীকা বারাকাল্লাহ) অর্থাৎ আপনার মাঝেও আল্লাহ বর্কত দিন।[৩২৬]

কোন পশু ক্রয় করলে

তার কপালের লোমগুচ্ছ ধরে বাসরে পঠনীয় দুআ' পাঠ করতে হয়।

যানবাহন চড়লে

চড়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। চড়ে বসে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ'। অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করবে,

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾

অর্থঃ- পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। *(সূরাহ যুখরাফ ৪৩: ১৩-১৪)*

অতঃপর আলহামদু লিল্লাহ' ৩বার। আল্লাহু আকবার' ৩বার পড়ে নিম্নের দুআ' বলবে,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- সুবহানাকাল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগ্‌ফির লী, ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- তুমি পবিত্র হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারেনা।[৩২৭]

প্রকাশ যে, জলজাহাজে বা নৌকায় চড়ার প্রচলিত দুআ'র হাদীস্রটি দঈফ।

সফরে বের হবার সময়

সফরে বের হবার সময় যানবাহনে চড়ে নিম্নের দুআ'দি পঠনীয়;

আল্লাহু আকবার ৩বার। অতঃপর পূর্বোক্ত 'সুবহানাল্লাযী----' পাঠ করে এই

---

৩২৬. ইবনুস সুন্নী ২৭৮

৩২৭. আবূ দাউদ ৩/৩৪, সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুআ' পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্রা অত্তাক্বওয়া অমিনাল আমালি মা তারদা। আল্লাহুম্মা হাব্বিন আলায়না সাফারানা হাযা অতবি আন্না বু'দাহ। আল্লাহুম্মা আন্তাস স্বাহিবু ফিস্‌সাফারি অলখালীফাতু ফিলআহল্‌। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'স্বাইস্‌ সাফারি অকাআবাতিল মানযারি অসূইল মুনকালাবি ফিলমালি অলআহল্‌।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য, সংযম, এবং সেই আমাল প্রার্থনা করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও। আল্লাহ গো! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও তুমিই। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট, মর্মান্তিক দৃশ্য এবং মালধন ও পরিবারে মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩২৮]

সফরে বের হবার পূর্বে ২ রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব।[৩২৯]

সফরকারীর নিজের পরিবারের জন্য দুআ'

বাড়ি থেকে সফরে বের হবার সময় পরিজনের উদ্দেশ্যে এই দুআ' বলা বিধেয়;

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

উচ্চারণঃ- আস্তাওদিউকুমুল্লাহাল্লাযী লা তাদীউ অদাইউহ।

অর্থঃ- আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রাখছি, যাঁর আমানত নষ্ট হয় না।[৩৩০]

সফরকারীকে বিদায়কালে দুআ'

কেউ সফর করলে পরিজনের উচিত বিদায়কালে তার উদ্দেশ্যে নিম্নের দুআ' বলা,

---

৩২৮. মুসলিম ২/৯৯৮

৩২৯. সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩২৩নং

৩৩০. মুসলিম আহমাদ ২/৪০৩, সহীহ ইবনু মাজাহ ২/১৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১। اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

উচ্চারণঃ- আস্তাওদিউল্লাহা দীনাকা অআমানাতাকা অখাওয়াতীমা আমালিক।

অর্থঃ- আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং আমালের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি।[৩৩১]

২। زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

উচ্চারণঃ- যাওওয়াদাকাল্লাহুত্ তাকওয়া অ গাফারা যামবাকা অ য়্যাস্‌সারা লাকাল খাইরা হাইসু মা কুন্ত।

অর্থঃ- আল্লাহ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং যেখানেই থাক, তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করুন।[৩৩২]

৩। اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাতবি লাহুল বু'দা অ হাব্বিন আলায়হিস সাফার।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি ওর জন্য (সফরের) দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও এবং সফরকে সহজ করে দাও।[৩৩৩]

পথ চলতে

পথ চলাকালে উঁচু জায়গায় উঠতে আল্লাহু আকবার' এবং নিচু জায়গায় নামতে 'সুবহানাল্লাহ' বলা কর্তব্য।[৩৩৪]

কোন গ্রাম বা শহর প্রবেশ করতে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস সাব্‌ই অমা আযলালনা, অরাব্বাল আরাদীনাস সাব্‌ই অমা আকলালনা, অরাব্বাশ্ শায়াত্বীনি অমা

---

৩৩১. মুসলিম আহমাদ ২/৭, সহীহ তিরমিযী ২/১৫৫
৩৩২. সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৫
৩৩৩. তিরমিযী
৩৩৪. বুখারী ৬/১৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আদলালনা, অরাব্বার রিয়াহি অমা যারায়না, আসআলুকা খায়রা হাযিহিল কারয়্যাতি অখাইরা আহলিহা অখাইরা মা ফীহা। অ আউযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি আহলিহা অশার্রি মা ফীহা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে সপ্তাকাশ ও যা কিছুকে তা ছেয়ে আছে তার প্রতিপালক! হে সপ্ত পৃথিবী ও যা কিছু তা বহন করে তার প্রতিপালক! হে শয়তানদল ও তারা যাদেরকে ভ্রষ্ট করে তাদের প্রতিপালক! হে বায়ু ও যা কিছু তা উড়িয়ে থাকে তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীর এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অমঙ্গল হতে পানাহ চাচ্ছি।[৩৩৫]

বাজারে প্রবেশ করলে

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূত, বিয়্যাদিহিল খায়রু অহুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন কাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁরই নিমিত্তে সারা রাজত্ব ও সকল প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরই হাতে যাবতীয় মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

বাজার প্রবেশ করে এই দুআ'টি যে পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ১০ লক্ষ পুন্য লিপিবদ্ধ করবেন, তার ১০ লক্ষ পাপ মোচন করে দেবেন, তাকে ১০ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং বেহেশতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।"[৩৩৬]

বাজার হল গাফলতি ও ঔদাস্যের জায়গা। তাই সেখানে ঐ দুআ' পাঠ করলে এত এত স্রাওয়াব।

যানবাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে

ঘোড়া, উট বা গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে শয়তানকে গালিমন্দ করতে নেই। কারণ এতে সে তৃপ্তি পায়। তাই এই সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। তাতে শয়তান ছোট হয়ে যায়।[৩৩৭]

---

৩৩৫. হাকিম ২/১০০, ইবনুস সুন্নী ৫২৪

৩৩৬. সহীহ তিরমিযী ২/১৫২, হাকিম ১/৫৩৮

৩৩৭. আবূ দাউদ ৪/২৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সফরকারীর ভোরের যিক্‌র

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ- সামিআ সামিউন বিহামদিল্লাহি অহুসনি বালাইহী আলায়না, রাব্বানা সাহিবনা অ আফদিল আলায়না, আয়িযাম বিল্লাহি মিনান্নার।

অর্থঃ- শ্রবণকারী (আমাদের) আল্লাহর প্রশংসা ও আমাদের উপর উত্তম পরীক্ষার (শুক্‌র) শ্রবণ করেছে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সঙ্গে থাক এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থী।[৩৩৮]

সফরে কোন অচেনা স্থানে বিশ্রাম নিলে

এ স্থলে সকাল ও সন্ধ্যার ৮নং যিক্‌র পঠনীয়। ঐ দুআ'টি পড়লে ঐ স্থানের কোন কিছু আর অনিষ্ট করতে পারে না।[৩৩৯]

সফর থেকে ফিরে এলে

সফরে বের হবার সময় দুআ'টির সাথে নিম্নের দুআ'টিও যোগ করবে,

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণঃ- -------আয়িবূনা তায়িবূনা আবিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূন।

অর্থঃ- -----(আমরা সফর থেকে) প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদাতকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী।[৩৪০]

সফর থেকে ফিরে এসেও ২ রাকআত নামায পড়া সুন্নত।

জিহাদ বা হাজ্জ থেকে ফিরে এলে

তাস্‌বীহ ও তাহলীল পরিচ্ছেদের ১নং দুআ' পাঠ করে সফর থেকে ফিরে আসার উপরোক্ত (আয়িবূনা--) দুআ'টি পড়বে। অতঃপর এই দুআ'টি যুক্ত করবে,

صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণঃ- স্বাদাকাল্লাহু অ'দাহ, অনাসারা আব্‌দাহ, অহাযামাল আহযাবা অহদাহ।

---

৩৩৮. মুসলিম ৪/২০৮৬

৩৩৯. মুসলিম ৪/২০৮০

৩৪০. মুসলিম ২/৯৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থঃ- আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার সত্য করেছেন, তিনি তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন।[৩৪১]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম শুনলে

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর যে ব্যক্তি১ বার দরূদ পাঠ করে, বিনিময়ে আল্লাহ তার উপর ১০বার রহমত বর্ষণ করে থাকেন।[৩৪২]

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম যার কানে পৌঁছে অথচ দরূদ পাঠ করে না, সেই হল আসল বখীল।[৩৪৩] সুতরাং তাঁর নাম শোনা বা বলা মাত্র পড়তে হয়,

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম)। অথবা

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

(আলায়হিস স্বলাতু অস্‌সালাম।)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন।

সকাল ও সন্ধ্যায় ১০বার করে দরূদ পাঠ করলে রোজ কিয়ামতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাফাআত নসীব হবে।[৩৪৪]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠের আরো ফদীলত এই যে, তার ফলে পাঠকারীর দুশ্চিন্তা দূর হবে, গোনাহ মাফ হবে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জবাব দেবেন, কিয়ামতের দিন কোন আফসোস হবে না, দুআ' কবুল হবে, ইত্যাদি। দরূদ পাঠ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মহব্বতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।[৩৪৫]

দরূদ পাঠের স্থান হল, নামাযের তাশাহহুদে, কুনুতের শেষে, জানাযাহর নামাযে, খুতবায়, আযানের জওয়াব দেওয়ার পর, দুআ'র সময়, মাসজিদে প্রবেশ করতে ও সেখান হতে বের হতে, ইল্‌মী মজলিসে, জুমুআহর দিনে ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, জামাআতী দরূদ বা কিয়াম করে দরূদ এবং মনগড়া রচিত দরূদ পাঠ করা বিদআত।

---

৩৪১. বুখারী ৭/১৬৩, মুসলিম ২/৯৮০
৩৪২. মুসলিম ১/২৮৮
৩৪৩. সহীহ তিরমিযী ৩/১৭৭
৩৪৪. তাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৫৬নং
৩৪৫. জালাউল আফহাম, ইবনুল কায়্যিম ৩৫৯-৩৭০ দ্রষ্টব্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাম

সালাম দেওয়া শ্রেষ্ঠ ইসলামের এক নিদর্শন। যা পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে; যা ঈমান পরিপূরক এক অংশ। সালাম নিম্নরূপে দেওয়া বিধেয়; اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আসসালামু আলায়কুম)। এর সঙ্গে وَرَحْمَةُ اللهِ (অরাহমাতুল্লাহ) যোগ করা উত্তম। আবার উভয়ের শেষে وَبَرَكَاتُهُ (অবারাকাতুহ) যুক্ত করা সবচেয়ে উত্তম। মোট ৩ টি বাক্যাংশে ৩০ টি নেকী লাভ হয়ে থাকে।[৩৪৬]

এগুলির অর্থ হল, আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক।

সালামের জওয়াব

সালামের উত্তর দেওয়ার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ উত্তর দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" *(সূরাহ নিসা ৪: ৮৬)*

সুতরাং সালামদাতা যে মেজাজ, কণ্ঠস্বর ও বাক্যে সালাম দেবে তার চেয়ে উত্তম মেজাজ, কণ্ঠস্বর ও অধিক শব্দ দ্বারা সালামের উত্তর দেওয়া কর্তব্য। নচেৎ অনুরূপ জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব। সালাম অপেক্ষা তার উত্তর যেন নিকৃষ্টতর না হয়, নচেৎ সম্প্রীতির স্থানে বিদ্বেষ জন্ম নেবে। অতএব উত্তর হবে,

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(অ আলায়কুমুস সালামু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ)। অর্থাৎ, আর আপনার উপরেও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক।

কেউ পরোক্ষভাবে অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠালে যে সালাম পৌঁছাবে তাকে সহ সালামদাতাকে এই উত্তর দেবে,

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.

(অ আলায়কা অ আলায়হিস সালাম)। অর্থাৎ, আর আপনার ও তাঁর উপরেও শান্তি বর্ষণ হোক।[৩৪৭]

কেবলমাত্র ইশারা ও ইঙ্গিতে সালাম বা তার উত্তর দেওয়া বৈধ নয়।[৩৪৮] দূর থেকে সালাম দিলেও হাতের ইশারার সাথে মুখে সালাম উচ্চারণ করতে হবে।

---

৩৪৬. আবূ দাউদ ৪/৩৫০, তিরমিযী ৫/৫২

৩৪৭. সহীহ আবূ দাউদ ৪৩৫৮নং

৩৪৮. সহীহ তিরমিযী ২১৬৮নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবশ্য নামাযে রত থাকলে কেবল হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া বিধেয়।[৩৪৯]

অমুসলিম সালাম দিলে

সালামের হকদার হল মুসলিমগণ। অমুসলিম সালামের হকদার নয়। কোন অমুসলিম সালাম দিলে তার উত্তরে কেবল 'অআলাইকুম' বলতে পারি।[৩৫০] একই দলে মুসলিম ও অমুসলিম থাকলে মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে **'আসসালামু আলায়কুম'** বলেই সালাম দেওয়া যায়।[৩৫১] আবার কোন অমুসলিম যদি স্পষ্ট করেই আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দেয়, তবে তার জওয়াবে 'অ আলায়কুমুস সালাম' বলা দূষণীয় নয়।[৩৫২]

সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে সাক্ষাতে প্রথমে সালাম দিতে চেষ্টা করে।[৩৫৩] তবুও আরোহী পদাতিককে, পদাতিক উপবিষ্টকে, অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে এবং ছোট বড়কে প্রথমে সালাম দিতে চেষ্টা করাই সুন্নত।[৩৫৪]

জামাআতের তরফ থেকে একজন মাত্র লোক সালাম বা তার উত্তর দিলেই যথেষ্ট।[৩৫৫] শিশু হলেও তাকে সালাম দেওয়া সুন্নত।[৩৫৬] সাক্ষাৎ হলে যেমন সালাম দেবে তেমনি পৃথক বা বিদায় হলেও সালাম দেবে। তবে মুসাফাহাহ সাক্ষাতের সময় সুন্নত এবং বিদায়ের সময় মুস্তাহাব।[৩৫৭] যেমন পৃথক হবার পূর্বে সূরাহ আস্‌র পড়া উত্তম।[৩৫৮] সালামের সময় কোন প্রকার ঝুঁকা বৈধ নয়।

মোরগের ডাক শুনলে

মোরগ ফিরিশ্‌তা দেখে ডাক দেয়। তাই তার ঐ ডাক শুনে আল্লাহর অনুগ্রহ এই বলে চাইতে হয়,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

---

৩৪৯. তিরমিযী, মিশকাত ৯৯১নং
৩৫০. মুসলিম ৪/১৭০৫
৩৫১. বুখারী ৭/১৩২, মুসলিম ৩/১৪২২
৩৫২. ফতওয়া ইবনু উস্রাইমীন
৩৫৩. মিশকাত ৪৬৪৬নং
৩৫৪. বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৪৬৩২-৪৬৩৩নং
৩৫৫. আবূ দাউদ, মিশকাত ৪৬৪৮নং
৩৫৬. মিশকাত ৪৬৩৪নং
৩৫৭. সিলসিলাহ সহীহাহ ১/১/৫৩পৃঃ
৩৫৮. তাবারানীর আওসাত, সিলসিলাহ ২৬৪৮নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদলিক।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি।

গাধার ডাক শুনলে

গাধা শয়তান দেখে চীৎকার করে। তাই তার চীৎকার শুনে শয়তান থেকে এই বলে পানাহ চাইতে হয়,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম।)

অনুরূপভাবে রাত্রে কুকুরের ডাক শুনলেও ঐ দুআ' পড়তে হয়। কারণ এরাও শয়তান দেখে ঐ ভাবে ডাক ছাড়ে। (কোন রূহ দেখে নয়।)[৩৫৯]

আল্লাহ তাআলার আসমা-এ হুসনা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যই যাবতীয় সুন্দর নাম। সুতরাং তোমরা সেই সব নাম ধরেই তাঁকে ডাক।

(সূরাহ আ'রাফ ১৮০ আয়াত)

রসূল (ﷺ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর এমন ৯৯টি নাম রয়েছে যে কেউ তা (দুআ'তে) গণনা করবে (বা মুখস্ত করে তার অর্থ ও দাবী অনুযায়ী আমাল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৬০]

কুরআন মাজীদ ও সহীহ সুন্নাহ থেকে সেই নামাবলী নিম্নরূপঃ-

১.	اَللّٰهُ (আল্লাহ)
২.	اَلْأَحَدُ (আল আহাদ) একক
৩.	اَلْأَوَّلُ (আল আউওয়াল) আদি
৪.	اَلْآخِرُ (আল আখির) অন্ত
৫.	اَلْأَعْلٰى (আল আ'লা) মহামহীয়ান

৩৫৯. বুখারী ৬/৩৫০, মুসলিম ৪/২০৯২, আবূ দাউদ ৪/৩২৭

৩৬০. বুখারী, মুসলিম ২৬৭৭নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬.	اَلْأَكْرَمُ (আল আকরাম) দৃষ্টান্তহীন দানশীল
৭.	اَلْإِلٰهُ (আল ইলাহ) উপাস্য
৮.	اَلْبَارِئُ (আল বারী) উদ্ভাবনকর্তা
৯.	اَلْبَاسِطُ (আল বাসিত) জীবিকা সম্প্রসারণকারী
১০.	اَلْبَرُّ (আল বার্র) কৃপানিধি
১১.	اَلْبَصِيْرُ (আল বাসীর) সর্বদ্রষ্টা
১২.	اَلْبَاطِنُ (আল বাতিন) নিগূঢ়, গুপ্ত
১৩.	اَلتَّوَّابُ (আত্ তাওওয়াব) তওবা গ্রহণকারী
১৪.	اَلْجَبَّارُ (আল জাব্বার) প্রবল
১৫.	اَلْجَمِيْلُ (আল জামীল) সুন্দর
১৬.	اَلْجَوَادُ (আল জাওয়াদ) অতি দানশীল
১৭.	اَلْحَافِظُ (আল হাফিয) রক্ষাকর্তা
১৮.	اَلْحَسِيْبُ (আল হাসীব) হিসাব গ্রহণকর্তা
১৯.	اَلْحَفِيْظُ (আল হাফীয) রক্ষণাবেক্ষণকারী
২০.	اَلْحَقُّ (আল হাক্ক) সত্য
২১.	اَلْحَكَمُ (আল হাকাম) বিচারকর্তা
২২.	اَلْحَكِيْمُ (আল হাকীম) প্রজ্ঞাময়
২৩.	اَلْحَلِيْمُ (আল হালীম) সহিষ্ণু
২৪.	اَلْحَمِيْدُ (আল হামীদ) প্রশংসিত
২৫.	اَلْحَيُّ (আল হায়্যু) চিরঞ্জীব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৬.	اَلْحَيِيُّ (আল হায়িয়্যু) লজ্জাশীল
২৭.	اَلْخَالِقُ (আল খালিক) সৃজনকর্তা
২৮.	اَلْخَبِيْرُ (আল খাবীর) পরিজ্ঞাতা
২৯.	اَلْخَلَّاقُ (আল খাল্লাক) মহাস্রষ্টা
৩০.	اَلرَّؤُوْفُ (আর রাঊফ) অত্যন্ত দয়ার্দ্র
৩১.	اَلرَّبُّ (আর রাব্ব) প্রভু, প্রতিপালক
৩২.	اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহমান) পরম করুণাময়
৩৩.	اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীম) অতি দয়াবান
৩৪.	اَلرَّزَّاقُ (আর রায্‌যাক) মহারুযীদাতা
৩৫.	اَلرَّفِيْقُ (আর রাফীক) সঙ্গী, কৃপানিধি
৩৬.	اَلرَّقِيْبُ (আর রাকীব) তত্ত্বাবধায়ক
৩৭.	اَلسُّبُّوْحُ (আস সুব্বূহ) মহামহিম
৩৮.	اَلسِّتِّيْرُ (আস সিত্তীর) অতি গোপনকারী
৩৯.	اَلسَّلَامُ (আস সালাম) শান্তি, নিরবদ্য
৪০.	اَلسَّمِيْعُ (আস সামী‘) সর্বশ্রোতা
৪১.	اَلسَّيِّدُ (আস সায়্যিদ) প্রভু
৪২.	اَلشَّافِيْ (আশ্‌ শাফী) আরোগ্যদাতা
৪৩.	اَلشَّاكِرُ (আশ্‌ শাকির) পুরস্কারদাতা
৪৪.	اَلشَّكُوْرُ (আশ্‌ শাকূর) গুণগ্রাহী
৪৫.	اَلشَّهِيْدُ (আশ্‌ শাহীদ) সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪৬.	اَلصَّمَدُ (আস্ স্বামাদ) ভরসাস্থল
৪৭.	اَلطَّيِّبُ (আত্ ত্বায়্যিব) পবিত্র
৪৮.	اَلظَّاهِرُ (আয-যাহির) ব্যক্ত, অপরাভূত
৪৯.	اَلْعَالِمُ (আল আলিম) জ্ঞাতা
৫০.	اَلْعَزِيْزُ (আল আযীয) পরাক্রমশালী
৫১.	اَلْعَظِيْمُ (আল আযীম) সুমহান
৫২.	اَلْعَفُوُّ (আল আফুব্বু) ক্ষমাশীল
৫৩.	اَلْعَلِيْمُ (আল আলীম) সর্বজ্ঞ
৫৪.	اَلْعَلِيُّ (আল আলিয়্যু) সুউচ্চ
৫৫.	اَلْغَفَّارُ (আল গাফফার) অতি মার্জনাকারী
৫৬.	اَلْغَفُوْرُ (আল গাফূর) মহাক্ষমাশীল
৫৭.	اَلْغَنِيُّ (আল গানিয়্যু) অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী
৫৮.	اَلْفَتَّاحُ (আল ফাত্তাহ) বিচারকশ্রেষ্ঠ
৫৯.	اَلْقَابِضُ (আল কাবিদ) জীবিকা সঙ্কুচনকারী
৬০.	اَلْقَادِرُ (আল কাদির) শক্তিমান
৬১.	اَلْقَاهِرُ (আল কাহির) পরাক্রমশালী
৬২.	اَلْقُدُّوْسُ (আল কুদ্দূস) অতি পবিত্র
৬৩.	اَلْقَدِيْرُ (আল কাদীর) সর্বশক্তিমান
৬৪.	اَلْقَرِيْبُ (আল কারীব) নিকটবর্তী
৬৫.	اَلْقَوِيُّ (আল কাবিয়্যু) প্রবল ক্ষমতাবান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬৬.	اَلْقَهَّارُ (আল কাহহার) প্রবল প্রতাপশালী
৬৭.	اَلْقَيُّوْمُ (আল কায়্যূম) অবিনশ্বর
৬৮.	اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীর) সুমহান
৬৯.	اَلْكَرِيْمُ (আল কারীম) মহানুভব, সম্মানিত
৭০.	اَللَّطِيْفُ (আল লাতীফ) সূক্ষ্মদর্শী
৭১.	اَلْمُؤَخِّرُ (আল মুআখখির) সর্বশেষ
৭২.	اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন) নিরাপত্তাবিধায়ক, সত্যায়নকারী
৭৩.	اَلْمُبِيْنُ (আল মুবীন) স্পষ্ট, প্রকাশক
৭৪.	اَلْمُتَعَالِيْ (আল মুতাআলী) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান
৭৫.	اَلْمُتَكَبِّرُ (আল মুতাকাব্বির) গর্বের অধিকারী
৭৬.	اَلْمَتِيْنُ (আল মাতীন) পরাক্রান্ত
৭৭.	اَلْمُجِيْبُ (আল মুজীব) প্রার্থনা মঞ্জুরকারী
৭৮.	اَلْمَجِيْدُ (আল মাজীদ) মর্যাদাবান, গৌরবান্বিত
৭৯.	اَلْمُحِيْطُ (আল মুহীত) পরিবেষ্টনকারী
৮০.	اَلْمُصَوِّرُ (আল মুসাব্বির) রূপদাতা
৮১.	اَلْمُعْطِيْ (আল মু'তী) দাতা
৮২.	اَلْمُقْتَدِرُ (আল মুকতাদির) সর্বশক্তিমান
৮৩.	اَلْمُقَدِّمُ (আল মুকাদ্দিম) অগ্রবর্তী
৮৪.	اَلْمُقِيْتُ (আল মুকীত) শক্তিমান, রুযীদাতা
৮৫.	اَلْمَلِكُ (আল মালিক) সম্রাট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮৬.	اَلْمَلِيْكُ (আল মালীক) অধীশ্বর
৮৭.	اَلْمَنَّانُ (আল মান্নান) পরম অনুগ্রহশীল
৮৮.	اَلْمَوْلٰى (আলমাওলা) প্রভু, সাহায্যকারী
৮৯.	اَلْمُهَيْمِنُ (আলমুহায়মিন) সাক্ষী, রক্ষক
৯০.	اَلنَّصِيْرُ (আন্ নাস্বীর) সহায়
৯১.	اَلْوَاحِدُ (আল ওয়াহিদ) অদ্বিতীয়
৯২.	اَلْوَارِثُ (আল ওয়ারিস্ব) চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী
৯৩.	اَلْوَاسِعُ (আল ওয়াসি') সর্বব্যাপী, প্রাচুর্যময়
৯৪.	اَلْوِتْرُ (আল বিত্‌র) অযুগ্ম, একক
৯৫.	اَلْوَدُوْدُ (আল ওয়াদূদ) প্রেমময়
৯৬.	اَلْوَكِيْلُ (আল অকীল) কর্মবিধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক
৯৭.	اَلْوَلِيُّ (আল অলিয়্যু) বন্ধু, অভিভাবক
৯৮.	اَلْوَهَّابُ (আল অহহাব) মহাদাতা
৯৯.	جَامِعُ النَّاسِ (জামিউন্নাস) মানব জাতিকে সমবেতকারী
১০০.	مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুল্‌ক্) সারা রাজ্যের রাজা, সার্বভৌম
১০১.	بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (বাদীউস সামাওয়াতি অলআর্‌দ) আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিস্কর্তা।
১০২.	نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (নূরুস সামাওয়াতি অল আর্‌দ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।
১০৩.	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (যুল জালালি অল ইকরাম) মহিমময় ও মহানুভব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০৪.	اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (আরহামুর রাহিমীন) শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
১০৫.	اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (আহকামুল হাকিমীন) শ্রেষ্ঠ বিচারক।
১০৬.	اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (আহসানুল খালিকীন) সুনিপুণ স্রষ্টা।
১০৭.	خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ (খায়রুর রাযিকীন) শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

প্রকাশ যে, আল্লাহর নামাবলী নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি শুদ্ধ নয়।[৩৬১]

প্রার্থনামূলক কুরআনী দুআ'

কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক বহু প্রকার দুআ' বর্ণনা করে বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের শব্দে সে সব দুআ' নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। এখানে পাঠকের খিদমতে সেই সকল দুআ'র বরাত মূল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে পেশ করব। পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা মূল আরবী ও অর্থ সহ উল্লেখ করতে পারলাম না। আশা করি দুআ'গুলো কুরআন মাজীদ থেকে মুখস্ত করে নিতে প্রিয় পাঠক-পাঠিকার কোন অসুবিধা হবে না।

১। **সৎপথ চাইতেঃ-** সূরাহ ফাতিহাহ।

২। **আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে** ঃ- কুরআন ৭নং সূরা/২৩নং আয়াত। ১১/৪৭। ৭/১৫১ 'রাব্বিগফিরলী' থেকে 'রাহিমীন' পর্যন্ত। ২৮/১৬ 'রাব্বি' থেকে 'লী' পর্যন্ত। ২৩/১০৯ 'রাব্বানা' থেকে 'রাহিমীন' পর্যন্ত। ২৩/১১৮ 'রাব্বি' থেকে 'রাহিমীন' পর্যন্ত। ৩/১৬ 'রাব্বানা' থেকে 'নার' পর্যন্ত। ৩/১৯১ এর 'রাব্বানা' থেকে ১৯৪ এর 'মীআদ' পর্যন্ত।

৩। **পিতামাতার জন্য দুআ' করতেঃ** ১৭/২৪ 'রাব্বি' থেকে 'সগীরা' পর্যন্ত। ১৪/৪১। ৭১/২৮।

৪। **দুআ' মঞ্জুর করতে আবেদন জানাতে** ঃ- ২/১২৭ 'রাব্বানা' থেকে আলীম' পর্যন্ত।

৫। **পরিজনের চরিত্র সুন্দর এবং মুসলিম হওয়া চাইতেঃ** ২/১২৮। ২৫/৭৪। ৪৬/১৫ 'রাব্বি' থেকে 'মুসলিমীন' পর্যন্ত।

৬। **পরিজনকে নামাযী বানাতেঃ-** ১৪/৪০।

---

৩৬১. আল-কাওয়াইদুল মুসলা ফী সিফাতিল্লাহি অ আসমায়িহিল হুসনা, ইবনু উসাইমীন ১৮-২০পৃঃ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭। সত্যবাদিতা ও সততা চাইতে ঃ- ২৬/৮৩-৮৫।

৮। সুসন্তান চাইতে ঃ- ৩/৩৮ 'রাব্বি' থেকে 'দুআ' পর্যন্ত। ২১/৮৯ 'রাব্বি' থেকে 'ওয়ারিসীন' পর্যন্ত। ৩৭/১০০।

৯। অজানা পথে চলা বা ভাসার সময় নিরাপদ ও সঠিক স্থান খুঁজতে ঃ- ২৩/২৯ 'রাব্বি' থেকে 'মুনযিলীন' পর্যন্ত।

১০। আল্লাহর প্রশংসামূলক দুআ' ঃ- ৩/২৬-২৭ আল্লাহুম্মা' থেকে 'হিসাব' পর্যন্ত। ৩৯/৪৬ আল্লাহুম্মা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ৬০/৪ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১১। শত্রু বা কাফিরদের কবল থেকে মুক্তি চাইতে ঃ- ৬০/৫। ১০/৮৫ এর 'রাব্বানা' থেকে ৮৬ এর শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১২। নেক আমাল করতে সাহায্য চাইতে ঃ- ২৭/১৯ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৩। বিপদ বা ব্যাধিগ্রস্ত হলে ঃ- ২১/৮৭ 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ২১/৮৩ এর আন্নী' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৪। বিধর্মীর অত্যাচারেঃ- ৭/৮৯ 'রাব্বানাফতাহ' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৫। দাওয়াতের কাজে সাহায্য চাইতে এবং সুন্দর বাক্‌শক্তি চাইতে ঃ- ২০/২৫-২৮।

১৬। জিহাদে ধৈর্য ও স্থিরতা চাইতে ঃ- ২/২৫০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ৩/১৪৭ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৭। রুযী ও সৎপথ চাইতে ঃ- ১৮/১০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৮। জ্ঞান-বুদ্ধি চাইতে ঃ- ২০/১১৪ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৯। শয়তান ও জিন থেকে নিস্কৃতি চাইতে ঃ- ২৩/৯৭ এর 'রাব্বি' থেকে ৯৮ এর শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২০। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাইতেঃ- ২/২০১ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২১। ভুলের ক্ষমা, আল্লাহর দয়া ও সাহায্যাদি চাইতে ঃ- ২/২৮৬ 'রাব্বানা লা তুআখিযনা' থেকে শেষ সূরাহ পর্যন্ত।

২২। দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্যে দুআ' ঃ- ৩/৮।

২৩। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি চাইতে ঃ- ২৫/৬৫ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৪। মৃত মু'মিনদের জন্য ক্ষমা এবং মু'মিনদের থেকে হৃদয়কে দ্বেষমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে দুআ' ঃ- ৫৯/১০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৫। অত্যাচারীদের হাত হতে রক্ষা পেতে ঃ- ৪/৭৫ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ২৮/২১ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৬। দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইতে ঃ- ২৯/৩০'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৭। বিধর্মী যালেমের অত্যাচারে ধৈর্য এবং মুসলিম হয়ে মরণ চাইতে ঃ- ৭/১২৬ 'রাব্বানা আফরিগ' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৮। অন্ধকার ও ঝড়-বাতাসের সময় আল্লাহর পানাহ চাইতে ঃ- সূরাহ ফালাক ও নাস।[৩৬২]

৩৬২. মিশকাত ২১৬২নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুন্নাহ হতে হতে প্রার্থনামূলক দুআ'
দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল চাইতে

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ

١। الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আস্বলিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ইস্বমাতু আমরী, অ আস্বলিহ লী দুন্‌য়্যায়্যাল্লাতী ফীহা মাআশী, অ আস্বলিহ লী আখিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মাআদী। অজআলিল হায়াতা যিয়াদাতাল লী ফী কুল্লি খাইর্‌। অজআলিল মাউতা রাহাতাল লী মিন কুল্লি শার্‌র্‌।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে সুন্দর কর, যা আমার সকল কর্মের হিফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে সুন্দর কর, যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে সুন্দর কর, যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর।[৩৬৩]

٢। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্‌দুন্‌য়্যা অলআখিরাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহ-পরকালে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।[৩৬৪]

তাকওয়া, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্‌তুকা অলআফাফা অলগিনা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হিদায়াত, পরহেযগারী, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।[৩৬৫]

---

৩৬৩. মুসলিম ৪/২০৮৭

৩৬৪. সহীহ ইবনু মাজাহ৩/১৮০

৩৬৫. মুসলিম ৪/২০৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বীন ও আনুগত্য চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা মুসার্রিফাল কুলূবি সর্রিফ কুলূবানা আলা তা'আতিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর।[৩৬৬]

২। يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

উচ্চারণঃ- ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূবি স্বাব্বিত কালবী আলা দীনিক।

অর্থঃ- হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।[৩৬৭]

দুর্বলতা, অলসতা, কৃপণতা ও স্থবিরতা হতে বাঁচতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজ্‌যি অলকাসালি অলজুবনি অলবুখলি অলহারামি অ আযাবিল কাব্‌র। আল্লাহুম্মা আতি নাফ্‌সী তাকওয়াহা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্কাহা, আন্তা অলিয়্যুহা অমাওলাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইল্‌মিল লা য়্যানফা', অমিন কালবিল লা য়্যাখশা', অমিন নাফসিল লা তাশবা', অমিন দা'ওয়াতিল লা য়্যুস্তাজাবু লাহা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইল্‌ম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে

---

৩৬৬. মুসলিম ৪/২০৪৫

৩৬৭. সহীহুল জামি' ৬/৩০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পানাহ চাচ্ছি, যা বিনম্র হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ' থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা কবুল হয় না।

২। শয়নকালে ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩বার আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার' পাঠ করে শয়ন করলে অলসতা ও কর্মবিমুখতা দূর হয়ে যায়।

যখন সংসারে কোন দাস-দাসীর প্রয়োজন হয় না।[৩৬৮]

গোনাহ থেকে ক্ষমা চাইতে

১। সায়্যিদুল ইস্তিগ্‌ফার।

২। أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণঃ- আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যূমু অ আতূবু ইলায়হ্।

অর্থঃ- আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।

এই দুআ' ৩ বার পড়লে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার মত পাপ হলেও মাফ হয়ে যাবে।[৩৬৯]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন কারীমুন তুহিব্বুল আ'ফওয়া, ফা'ফু আন্নী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মহানুভব, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এটি শবেকদরে পঠনীয়।[৩৭০]

৪। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফির লী খাতীআতী অজাহলী অইসরাফী ফী আমরী, অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আল্লাহুম্মাগফির লী হাযলী অজিদ্দী অখাতায়ী অআম্‌দী, অকুল্লু যালিকা ইন্দী।

---

৩৬৮. মুসলিম ২৭২৭নং

৩৬৯. সহীহ তিরমিযী ৩/১৮২, আবূ দাউদ ২/৮৫

৩৭০. সহীহ তিরমিযী ৩/১৭০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ, মূর্খামী, কর্মে সীমালংঘনকে এবং যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান, তা আমার জন্য ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ গো! তুমি আমার অযথার্থ ও যথার্থ, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃতভাবে করা পাপসমূহকে মার্জনা করে দাও। আর এই প্রত্যেকটি পাপ আমার আছে।[৩৭১]

আল্লাহর গযব থেকে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা অতাহাউবুলি আফিয়াতিকা অফাজআতি নিকমাতিকা অজামী-ই সাখাতিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক প্রতিশোধ এবং যাবতীয় ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৭২]

অঙ্গ আদির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি সামঈ, অমিন শার্রি বাস্বারী, অমিন শার্রি লিসানী, অমিন শার্রি কালবী, অমিন শার্রি মানিয়্যী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, অন্তর এবং বীর্য (যৌনাঙ্গে)র অনিষ্ট থেকে শরণ চাচ্ছি।[৩৭৩]

দুর্ভাগ্য ও দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

১।

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন জাহদিল বালায়ি অদারাকিশ শাকায়ি অসূইল কাদা অশামাতাতিল আ'দা'।

---

৩৭১. বুখারী ১১/১৯৬

৩৭২. মুসলিম ২৭৩৯নং

৩৭৩. আবূ দাউদ ২/৯২, সহীহ তিরমিযী ৩/১৬৬, সহীহ নাসাঈ ৩/১১০৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা (অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি।[৩৭৪]

২। اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَّاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَّاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَّلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাহফাযনী বিল ইসলামি কায়িমা, অহফাযনী বিল ইসলামি কায়িদা, অহফাযনী বিল ইসলামি রাকিদা। অলা তুশ্‌মিত বী আদুউওয়াঁউ অলা হাসিদা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন কুল্লি খায়রিন খাষাইনুহু বিয়্যাদিক, অ আঊযু বিকা মিন কুল্লি শার্রিন খাষাইনুহু বিয়্যাদিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ইসলামের সাথে দণ্ডায়মান, উপবেশন এবং শয়নাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমার উপর কোন শত্রু ও হিংসুককে হাসায়ো না। আল্লাহ গো! অবশ্যই আমি তোমার নিকট প্রত্যেক সেই কল্যাণ হতে প্রার্থনা করছি, যার ভাণ্ডার তোমার হাতে এবং প্রত্যেক সেই অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার ভাণ্ডারও তোমারই হাতে।[৩৭৫]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন গালাবাতিদ দায়নি অগালাবাতিল আদুব্বি অশামাতাতিল আ'দা'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ঋণ ও শত্রুর কবল এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাচ্ছি।[৩৭৬]

সৎ ও সঠিক পথ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অস্‌সাদাদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট (সকল বিষয়ে) হেদায়াত ও

---

৩৭৪. বুখারী ৭/১৫৫, মুসলিম ২৭০৭নং

৩৭৫. হাকিম ১/৫২৫, সহীহুল জামি' ২/৩৯৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৪০নং

৩৭৬. সহীহ নাসাঈ ৩/১১১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঠিকতা প্রার্থনা করছি।[৩৭৭]

অধিক ধন ও জন চাইতে

اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالِيْ وَوَلَدِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَنِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আকসির মালী অঅলাদী অবারিক লী ফীমা আ'তায়তানী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার ধন ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং যা কিছু আমাকে দিয়েছ তাতে বর্কত দান কর।[৩৭৮]

আল্লাহর সাহায্য ও দ্বীনদারী চাইতে

رَبِّ اَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا، لَّكَ ذَاكِرًا، لَّكَ رَهَّابًا، لَّكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُّنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

উচ্চারণঃ- রাব্বি আইন্নী অলা তুইন আলায়্যা, অনসুরনী অলা তানসুর আলায়্যা, অমকুর লী অলা তামকুর আলায়্যা, অহদিনী অয়্যাসসিরিল হুদা ইলায়্যা, অনসুরনী আলা মান বাগা আলায়্যা। রাব্বিজআলনী লাকা শাকিরাল লাকা যাকিরা, লাকা রাহহাবাল লাকা মিতওয়াআ, ইলায়কা মুখবিতান আওওয়াহাম মুনীবা। রাব্বি তাকাব্বাল তাওবাতী, অগসিল হাওবাতী, অআজিব দা'ওয়াতী, অসাব্বিত হুজ্জাতী, অহদি কালবী, অসাদ্দিদ লিসানী, অসলুল সাখীমাতা কালবী।

অর্থঃ- হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। আমার জন্য ছলনা কর এবং আমার বিরুদ্ধে ছলনা করো না। আমাকে হিদায়াত কর আর আমার জন্য হিদায়াতকে সহজ করে দাও। যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ, তোমাকে স্মরণকারী ও ভয়কারী, তোমার একান্ত অনুগত, তোমার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী, কোমল হৃদয় বিশিষ্ট

---

৩৭৭. মুসলিম ৪/২০৯০

৩৭৮. বুখারী ৭/১৫৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং সতত তোমার প্রতি অভিমুখী বানিয়ে নাও। প্রভু গো! তুমি আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহ ধৌত কর, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আমার হুজ্জতকে মজবুত কর, আমার হৃদয়কে পথ দেখাও, আমার ভাষাকে মার্জিত কর এবং আমার অন্তরের ময়লাকে দূর করে দাও।[৩৭৯]

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে আশ্রয় চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাসি অলজুনূনি অলজুযামি অমিন সায়্যিইল আসকাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৮০]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ. وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজযি অলকাসালি অলজুবনি অলবুখলি অলহারামি অলকাসওয়াতি অলগাফলাতি অলআয়লাতি অযযিল্লাতি অলমাসকানাহ। অ আউযু বিকা মিনাল ফাকরি অলকুফ্‌রি অলফুসূকি অশ্‌শিকাকি অন্‌নিফাকি অস্‌সুমআতি অররিয়া'। অ আউযু বিকা মিনাস সমামি অলবাকামি অলজুনূনি অলজুযামি অলবারাসি অসায়্যিইল আসকাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কার্পণ্য, স্থবিরতা, কঠোরতা, ঔদাস্য, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা এবং দীনতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট অভাব-অনটন, কুফরী, ফাসেকী, বিরোধিতা, কপটতা এবং (আমালে) সুনাম ও লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। আর আমি তোমার নিকট বধিরতা, মূকতা, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ, ধবল এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৮১]

---

৩৭৯. আবূ দাউদ ২/৮৩, সহীহ তিরমিযী ৩/১৭৮
৩৮০. আবূ দাউদ ২/৯৩, সহীহ তিরমিযী ৩/১৮৪, সহীহ নাসাঈ ৩/১১১৬
৩৮১. সহীহুল জামি'১/৪০৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুশ্চরিত্র ও মন্দ কর্ম থেকে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি অলআ'মালি অলআহওয়াই অলআদওয়া'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম, কুপ্রবৃত্তি এবং কঠিন রোগসমূহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[৩৮২]

সৎকর্ম ও আল্লাহ-প্রেম চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ، وَإِذَا أَرَدْتَّ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنِيْ إِلٰى حُبِّكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফি'লাল খায়রাতি অতার্কাল মুনকারাতি অহুব্বাল মাসাকীন, অআন তাগফিরা লী অতারহামানী, অইযা আরাত্তা ফিতনাতা কাওমিন ফাতাওয়াফ্ফানী গায়রা মাফতূন। অ আসআলুকা হুব্বাকা অহুব্বা মাঁই য়্যুহিব্বুকা অহুব্বা আমালিঁই য়্যুকার্রিবুনী ইলা হুব্বিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট সৎকর্ম করার ও অসৎ কর্ম ত্যাগ করার প্রেরণা এবং দীন-হীনদের ভালোবাসা প্রার্থনা করছি। আর চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। আর যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করবে তখন আমাকে বিনা ফিতনায় মরণ দিও। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা ও তার ভালোবাসা যে তোমাকে ভালোবাসে এবং সেই কর্মের ভালোবাসা যা আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে তা প্রার্থনা করছি।[৩৮৩]

পথভ্রষ্টতা থেকে রেহাই পেতে

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

---

৩৮২. সহীহ তিরমিযী ৩/১৮৪, সহীহুল জামি' ১২৯৮নং

৩৮৩. মুসলিম আহমাদ ৫/২৪৩, সহীহ তিরমিযী ২৫৮২নং, হাকিম ১/৫২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আমানতু অ আলায়কা তাওয়াক্কালতু অইলায়কা আনাবতু অবিকা খাসামতু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা বিইয্যাতিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আন তুদিল্লানী, আন্তাল হাইয়্যুল্লাযী লা য়্যামূতু অলজিন্নু অলইনসু য়্যামূতূন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তোমারই উপর ভরসা রেখেছি, তোমারই প্রতি অভিমুখ করেছি এবং তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি। হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার ইজ্জতের অসীলায় পানাহ চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তুমিই সেই চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই। আর দানব ও মানব সকলে মৃত্যুবরণ করবে।[৩৮৪]

দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَالْهَدَمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাত্ তারাদ্দী অলহাদামি অলগারাকি অলহারাক, অ আউযু বিকা আঁই য়্যাতাখাব্বাতানিয়াশ্ শাইতানু ইন্দাল মাওত্। অ আউযু বিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরা। অ আউযু বিকা আন আমূতা লাদীগা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পড়ে যাওয়া, ভেঙ্গে (চাপা) পড়া, ডুবে ও পুড়ে যাওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মৃত্যুকালে শয়তানের স্পর্শ থেকে, তোমার পথে (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে মরা থেকে এবং সর্পদষ্ট হয়ে মরা থেকেও আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।[৩৮৫]

আল্লাহর অনুগ্রহ ও রুযী চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফির লী যামবী অঅসসি' লী ফী দারী অবারিক লী ফী রিযকী।

---

৩৮৪. বুখারী ৮/১৬৭, মুসলিম ২৭১৭নং

৩৮৫. আবূ দাউদ ২/৯২, সহীহ নাসাঈ ৩/১১২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার গৃহ প্রশস্ত কর এবং আমার রুযীতে বর্কত দাও।[৩৮৬]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্‌লিকা অরাহমাতিক, ফাইন্নাহু লা য়্যামলিকুহা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ও করুণা ভিক্ষা করছি। যেহেতু একমাত্র তুমিই এ সবের মালিক।[৩৮৭]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল জূ-', ফাইন্নাহু বি'সাদ দাজী'। অ আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিতানাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খিয়ানত থেকেও পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর।[৩৮৮]

৪। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফির লী অহদিনী অরযুকনী অ আফিনী, আউযু বিল্লাহি মিন দায়কিল মাকামি য়্যাওমাল কিয়ামাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, হিদায়াত কর, রুযী দাও এবং নিরাপত্তা দাও। আমি আল্লাহর নিকট কিয়ামতে অবস্থানক্ষেত্রের সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি।[৩৮৯]

৫। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمُرِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাজআল আওসাআ রিযকিকা আলায়্যা ইন্দা কিবারি সিন্নী অনকিতাই উমুরী।

---

৩৮৬. মুসলিম আহমাদ ৪/৬৩, সহীহুল জামি' ১২৬৫

৩৮৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১৫৯, সহীহুল জামি' ১২৭৮নং

৩৮৮. আবূ দাউদ ২/৯১, সহীহ নাসাঈ ৩/১১১২

৩৮৯. সহীহ নাসাঈ ১/৩৫৬, সহীহ ইবনু মাজাহ১/২২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যে ও মৃত্যুর সময় তোমার অধিকতম ব্যাপক রুযী দান করো।[৩৯০]

দারিদ্র্য ও অভাব থেকে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল ফাকরি অলকিল্লাতি অয্যিল্লাহ, অ আউযু বিকা মিন আন আযলিমা আও উযলাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি, যাতে আমি অত্যাচার না করি ও অত্যাচারিত না হই।[৩৯১]

মন্দ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন য়্যাওমিস সূ-ই অমিন লায়লাতিস সূ-ই অমিন সাআতিস সূ-ই অমিন স্বাহিবিস সূ-ই অমিন জারিস সূ-ই ফী দারিল মুকামাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, অসৎ সঙ্গী এবং স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৯২]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন জারিস সূ-ই ফী দারিল মুকামাহ, ফাইন্না জারাল বাদিয়াতি য়্যাতাহাওওয়াল।

---

৩৯০. হাকিম ১/৫৪২, সহীহুল জামি' ১২৫৫নং

৩৯১. আবূ দাউদ ২/৯১, সহীহ নাসাঈ ৩/১১১১, সহীহুল জামি' ১২৭৮ নং

৩৯২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১৪৪, সহীহুল জামি' ১২৯৯নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী থেকে পানাহ চাচ্ছি, যেহেতু অস্থায়ী আবাসস্থলের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে।[৩৯৩]

জ্ঞান ও ইল্‌ম চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِي الدِّيْنِ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ফাক্কিহনী ফিদ্দীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর।[৩৯৪]

২। اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মানফা'নী বিমা আল্লামতানী অ আল্লিমনী মা য়্যানফাউনী অযিদনী ইল্‌মা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যা কিছু আমাকে শিখিয়েছ, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং আমাকে সেই জ্ঞান দান কর, যা আমাকে উপকৃত করবে। আর আমার ইল্‌ম আরো বৃদ্ধি কর।[৩৯৫]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআ, অ আউযু বিকা মিন ইল্‌মিল লা য়্যানফা'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট উপকারী শিক্ষা প্রার্থনা করছি এবং যে শিক্ষা কোন উপকারে আসে না, সে শিক্ষা থেকে পানাহ চাচ্ছি।[৩৯৬]

দোযখ ও কবরের আযাব থেকে বাঁচতে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيْلَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরাঈলা অ মীকাঈলা অরাব্বা ইসরাফীল, আউযু বিকা মিন হার্রিন নারি অমিন আযাবিল কাব্‌র।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

---

৩৯৩. হাকিম ১/৫৩২, নাসাঈ ৮/২৭৪, সহীহুল জামি' ১২৯০নং

৩৯৪. বুখারী ১/৪৪, মুসলিম ৪/১৭৯৭

৩৯৫. সহীহ ইবনু মাজাহ ১/৪৭

৩৯৬. সহীহ ইবনু মাজাহ ২/৩২৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করছি।[৩৯৭]

অত্যাচারীর বদলা নিতে

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ يَّظْلِمُنِيْ وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিসামঈ অবাসারী অজ্‌আলহুমাল ওয়ারিস্নাহ মিন্নী, অনস্নুরনী আলা মাঁই য়্যাযলিমুনী অখুয মিনহু বিসা'রী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে আমার কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা উপকৃত কর এবং মরণ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট রাখ। যে আমার উপর অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর এবং তার নিকট থেকে আমার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ কর।[৩৯৮]

বিনতি চাইতে

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَّأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আহয়িনী মিসকীনাঁউ অ আমিতনী মিসকীনাঁউ অহশুরনী ফী য়ুমরাতিল মাসাকীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দীন-হীন করে জীবিত রাখ, দীন-হীন অবস্থায় মরণ দিও এবং দীন-হীনদের দলে আমার হাশর করো।[৩৯৯]

সুন্দর চরিত্র চাইতে

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা কামা অহাস্‌সান্তা খাল্‌কী ফাহাস্‌সিন খুলুকী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকে যেমন সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর কর।[৪০০]

প্রকাশ যে, আয়নায় মুখ দেখার সময় উক্ত দুআ'টি পড়ার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়।[৪০১]

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

---

৩৯৭. সহীহ নাসাঈ ৩/১১২১, সহীহুল জামি' ১৩০৫নং
৩৯৮. সহীহ তিরমিযী ৩/১৮৮, সহীহুল জামি' ১৩১০নং
৩৯৯. সহীহুল জামি' ১২৬১নং
৪০০. আহমাদ, সহীহুল জামি' ১৩০৭নং
৪০১. ইরওয়াউল গালীল ১/১১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

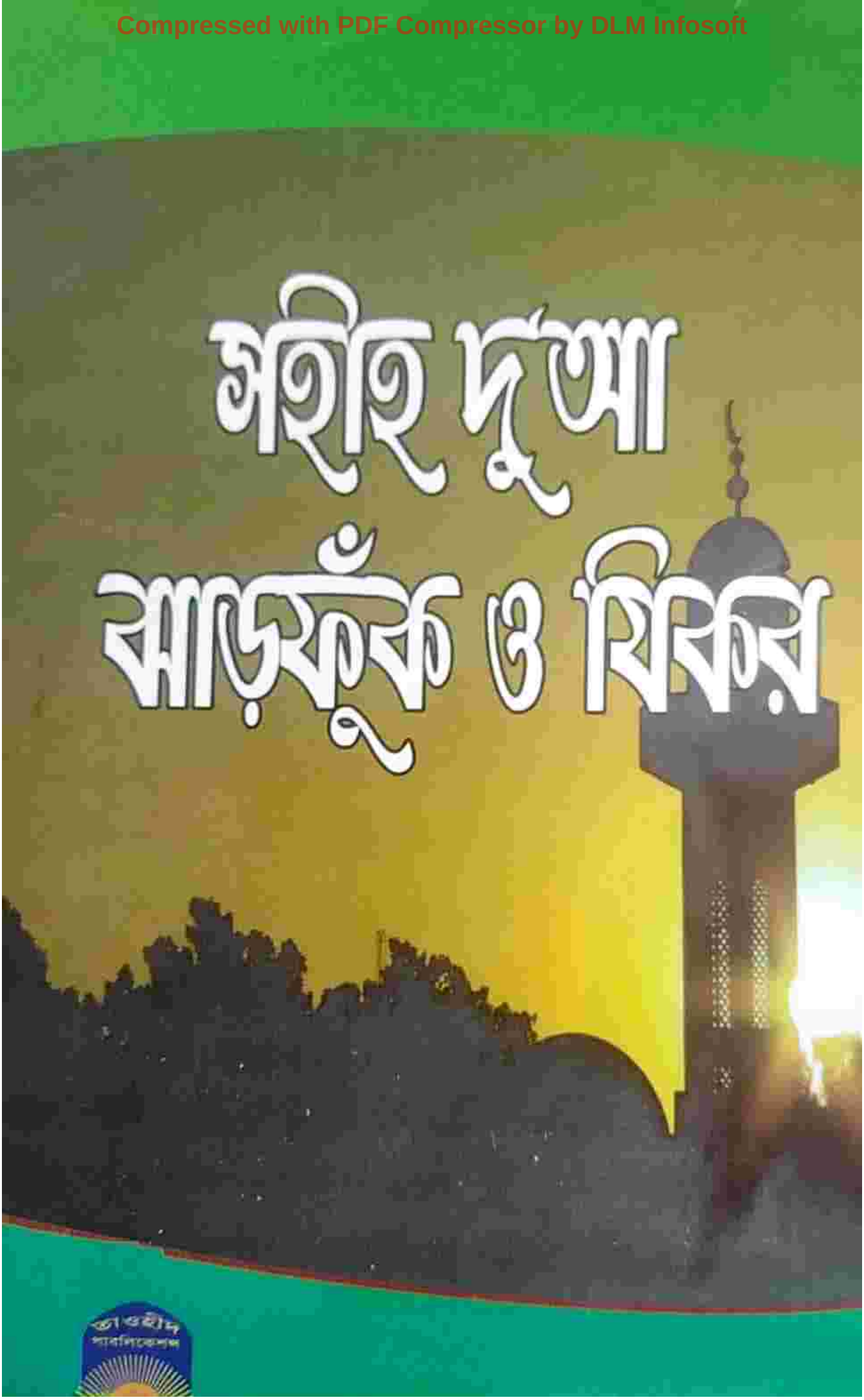

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner